নানা প্রসঙ্গে

৩য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য–পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1
https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2
https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3
https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4
https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5
https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6
https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7
https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8
https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9
https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta
https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নানা প্রসঙ্গে

(তৃতীয় ভাগ)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্ত্তা ও পাদটীকা সংযোজক
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক :
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৫
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৭২
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৮৩
পঞ্চম সংস্করণ—১৯৯৩

মুদ্রাকর :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Nana-Prasange
3rd Part, 5th Edition
by Sri Sri Thakur Anukulchandra

নিবেদন

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আমাদের বহুবৎসর ধরিয়া কত-না কথোপকথন চলিতেছে। তাঁহার বিচিত্র জননিয়ন্ত্রণ ও জাতিসংগঠন আন্দোলনের দৃশ্যে-দৃশ্যে, অঙ্কে-অঙ্কে যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যে যে কত রকম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলিয়াছে তাহা ধারাবাহিকরূপে আমাদের পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া কিছু-কিছু প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই কিয়দংশ "নানাপ্রসঙ্গে" তৃতীয় খণ্ড নামে বাহির হইল। এই খণ্ডে আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, মুক্তি, ভগবান্, ঈশ্বর প্রভৃতি প্রচলিত দর্শন ও যোগসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্তর এবং বাংলার দারিদ্র্যব্যাধির মূল ও প্রতিকার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উত্তরগুলি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয়বাণীর অবিকল প্রতিকৃতি। প্রশ্নোত্তরগুলি খোসগল্পের মত নয় বলিয়া উত্তরসমূহে মানবচরিত্রের বিচিত্র অনুভূতির সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ রহিয়াছে—তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথিত বাণীর বিশ্লেষণভঙ্গী ও বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন বাংলাভাষার এক অপূর্ব্ব সম্পদ্! তাঁহার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবগভীরত্ব এবং ভাষাগত সূক্ষ্মবিশ্লেষণের মধ্য-দিয়া বঙ্গসাহিত্যের এক অভিনব যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। উত্তরগুলি সমস্তই তাঁহার স্বীয় মহৎ জীবনের বিচিত্র প্রত্যক্ষানুভূতি ও গভীর অভিজ্ঞতা-খচিত। উহা ঋক্‌মন্ত্রের মত অমোঘ—আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীকে ক্ষণে-ক্ষণে প্রহত করিয়া নব-নব ভাব ও চিন্তায় ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। বাংলা ভাষায় কত কী-ই তো পড়িলাম, কিন্তু এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব-বিকাশ-বিভঙ্গ এমন সূক্ষ্মভাবে আমাদের মাতৃভাষায় কখনও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে কিনা জানি না!

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীসমূহের সম্যক্ বোধের সুবিধা ও সৌকর্য্যার্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের সমজাতীয় উক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া পাদটীকারূপে সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের বিষয়-ভাগের সম্যক্ অনুধাবন ও গ্রহণে পাঠকবর্গের বিশেষ সুবিধাই হইবে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে ক্রমোন্নতির দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতের জাতীয় জীবনকে এই

মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া যদি সার্থক করিয়া তোলেন, তবেই আমরা ধন্য হইব, কৃত-কৃতার্থ হইব—আমাদের সকল আশা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ইতি—

১২ই জুলাই, ১৯৩৯
বুধবার

বিনয়াবনত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত, বহুপ্রচারিত 'নানাপ্রসঙ্গে' গ্রন্থ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। এর প্রতিটি খণ্ডই স্বমহিমায় বিরাজিত। জীবনপথে চলার বেশ কিছু অপরিহার্য্য বিষয়ের সন্নিবেশ এই তৃতীয় খণ্ডে হয়েছে। জীবনবৃদ্ধিকামী প্রতিটি মানুষেরই এই গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য ও অনুধ্যেয় হওয়া উচিত।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

প্রকাশক

অধ্যায়-সূচী

তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৬১—৯২

চতুর্থ অধ্যায় **পৃঃ ৯৩—১১৮**

পঞ্চম অধ্যায় **পৃঃ ১১৯—১৪৬**

ইহাদের conviction আসে না ১৩৫, Inferiority-ওয়ালা মানুষগুলি dependants-দের sympathetic treatment দেখাইতে জানে না ১৩৬, সব বিষয়েই তাহারা balance-হারা, neurotic ১৩৭, তারা চায় নিরঙ্কুশ বৃত্তিস্বার্থপ্রধান জীবন ১৩৮, ইহারা বড়কে নামাইতে চায় কিন্তু ছোটকে উঠাইতে নারাজ ১৩৯, Damaged Libido বরং ভাল, distorted libido-র সমস্যাই কঠিন ১৩৯, Guardian-রা প্রকৃতি-প্রদত্ত motor-sensory co-ordination ভাঙ্গিয়া দিয়া ছেলেদের জীবনের সর্ব্বনাশ করেন ১৪০, ১৪১, Guardian-দের কর্ত্তব্য কোন-একটা superior personality-কে ছেলেদের সম্মুখে Superior Beloved-রূপে দাঁড় করান ১৪১, ভাল চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহ দিতে হইবে ১৪২, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠবান্ করিয়া motor-sensory co-ordination আনিয়া দিতে পারিলেই রক্ষা ১৪২, ১৪৩, Responsibility নেওয়ার বুদ্ধি বাড়াইয়া তুলিতে হইবে, সেবাপ্রবৃত্তি ও যজন-যাজনে অনুরক্তি-উদ্দীপ্ত করিতে হইবে—তবেই Pauperism সাবাড় হইবে ১৪৪, ১৪৫।

স্বার্থ ১৫৫, আর্য্যদের war ছিল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃত উন্নতিতে চলৎশীল করিতে ১৫৬, ১৫৭, প্রত্যেকের প্রয়োজন-মাফিক বাঁচা-বাড়ার পুষ্টি সরবরাহ করাই প্রকৃত সাম্য ১৫৮, আর্য্যকৃষ্টি প্রত্যেক individual-কে তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক nurture দিয়া evolve করাইতে চায় ১৫৯, যার বাঁচা-বাড়ায় যেমনতরভাবে যা'-যা' লাগে তদনুপাতিক পরিবেশন দিয়া যে সাম্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই economic equalization ১৬০, ১৬১, যথাযথ জোগান-ব্যাপারই economy ১৬১, বাঁচাবাড়ায় আগাইয়া যাওয়া, যার যা' দিয়া যথাযথভাবে যেমন করিয়া সম্ভব, তাহাই তাহার পক্ষে instrument of production ১৬২, একই জিনিস সবাকেই সমানভাবে suit করে না, কারণ প্রত্যেকেরই প্রকৃতি আলাদা ১৬৪, বিপ্লব আপনি আসে,—বাঁচা-বাড়ার আকূতি যখন বৃত্তির দৌরাত্ম্য থেকে নিস্তার পাবার জন্য প্লাবনের মত গর্জ্জে ওঠে—তখনই হয় বিপ্লবের আবির্ভাব,—বিপ্লব ও বিদ্রোহের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ১৬৫, বিদ্রোহ বিপ্লবের পরিপন্থী সব কিছুকে ধ্বংস ক'রে দেয় ১৬৬, প্রকৃত বিপ্লবের পিছনে থাকে জীবন-বৃদ্ধির পরিপূরক আদর্শ আর তাঁ'তে সার্থক হ'বার দুর্নিবার টান—এর ব্যত্যয় হ'লে বুঝতে হবে তা' বিপ্লব নয়—বৃত্তির তাণ্ডবলীলা ১৬৭।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথাও-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
পেঁছিয়ে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষপাড়ুরই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

১

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমরা যে ছেলেবেলা থেকে কতকগুলি কথা শুনে আসছি, তাদের মানে বুঝিও না, কেউ ঠিকমত বোঝাতেও পারে না—বোঝাতে গিয়ে কতকগুলি অবোধ্য কথা আওড়ায় মাত্র; অথচ সেগুলিই নাকি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরুন, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। 'আত্মা' মানেই বা বুঝব কি, আর 'জীবাত্মা', 'পরমাত্মা' মানেই বা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে এক সত্তা সূক্ষ্মে, স্থূলে, আকার হ'তে আকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে, অবাধ চলায় অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে তা-ই থেকে নিরন্তর গমনশীল—আমি বুঝি—তিনি বা তা-ই পরমাত্মা।* আর, বস্তু ও জীবে

---

* "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥" —কঠোপনিষৎ

"ততঃপরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥"
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

আকারিত পরমাত্মা—স্মৃতি ও চেতনাকে লইয়া স্থান ও কালের ভিতরে বৃদ্ধিতে পরিবর্ত্তিত হইতে-হইতে চলিয়াছেন,—তিনি বা তাহাই জীবাত্মা।*

প্রশ্ন। 'জীবাত্মা' আর 'পরমাত্মা' ঠিক তো বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবাত্মা আর কিছুই নয়কো—সেই পরমাত্মা—যিনি বা যাহা নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিসৃষ্ট হইয়াও তাহাই আছেন ও থাকবেন,—সেই আকারিত বস্তু ও জীব—যাহা বা যিনি স্মৃতি ও চেতনাকে লইয়া স্থান ও কালের ভিতরে প্রগতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে-হইতে চলিয়াছেন—তিনি বা তাহাই জীবাত্মা।† Prime factor of all constitution অর্থাৎ, যে-সত্তা বা factor হইতে বা যে-সত্তা বা factor যাবতীয় যাহা-কিছুতেই evolved হইতে-হইতে চলিয়াছে, আর যাহার ব্যত্যয়ে evolved যাহা-কিছু cease করিয়া অবসানে নিঃশেষ হইয়া যায়—আমি তাহাকেই পরমাত্মা বলি অর্থাৎ, prime factor of all the constituents that have been evolving. ‡

---

* "এবং মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥"
—কৈবল্যোপনিষৎ। ১২—১

† "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।
যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং
মনোধিকৃতেনায়ত্যস্মিঞ্ছরীরে॥"
—প্রশ্নোপনিষৎ। ৩—৩

‡ "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"
—ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ। ১২

"স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ।
স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্ব্বমিতি॥"
—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৭—২৫—১

প্রশ্ন। তবে শরীর, মন, প্রাণ—যাহা-কিছু লইয়া আমি—এই সবটা লইয়াই কি জীবাত্মা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! পরমাত্মার যাহা-যাহা লইয়া জীবভাব, জীবাত্মার তা'র কিছুই বাদ দিলে চলিবে না। জীবের সূক্ষ্ম হইতে স্থূল যাহা-যাহা লইয়া জীব, তাহার সবই অর্থাৎ সবটা লইয়া যে একটা—তা-ই।*

প্রশ্ন। তাহ'লে যত জীব বা বস্তু উহাদের প্রত্যেকের কি এক-একটা আলাদা-আলাদা সত্তা আছে ? আর, এই পরমাত্মার সাথে ঐ ওদের সম্বন্ধই বা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। একই সত্তার বহুধা-প্রকট অবস্থা—আর প্রত্যেকটি প্রকট অবস্থা হইতেই পর্য্যায়ে পর্য্যাপ্ত প্রকট (inherent tendency to be plenty in succession) সূচনা করিয়া থাকে। তাই প্রত্যেক ব্যষ্টি সেই পরমাত্মারই এক-একটি প্রকট সীমায়িত ভাব†—আর এই সীমায়িত ভাবই বস্তু বা জীব।

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এ আছে—

"যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি, কথমিতি, লবণমিতি।
মধ্যাদাচামেতি, কথমিতি, লবণমিতি।
অন্তাদাচামেতি, কথমিতি, লবণমিতি।
অভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি। তদ্ধ তথা চকার।
তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে। তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সৌম্য
ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি॥ স য এষোঽণিমৈতৎ
আত্মামিদং সর্ব্বং—তৎ সত্যং—স আত্মা—তৎ ত্বমসি
শ্বেতকেতো ইতি॥"

† "নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" —উপনিষৎ

প্রশ্ন। যেমন গীতায় আছে ধরুন, ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ আর ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষোত্তম—এ কথাগুলির মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ক্ষর' মানে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহুবিশেষে পরিণত হইয়া চলা—এই প্রকার পরিণতিকে যে being, entity বা সত্তা fulfil করিতেছে বা পূরণ করিতেছে তাহাকেই ক্ষরপুরুষ বলা যায়। আর, অক্ষরপুরুষ তাহাকেই বলে যিনি এই সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও অপরিবর্ত্তনীয় ও ক্ষয়হীন। আর, তিনিই ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষোত্তম যিনি—এই ক্ষর এবং অক্ষরকে transcend করিয়া এমনতর সত্তায় অধিরূঢ় আছেন যাহাতে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই অবস্থাই তাঁহাতে merge করিয়াছে, অর্থাৎ, ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই-ই যাঁহার অধিগত—আর তিনিই ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম।*

বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"†

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥" —মনু সংহিতা। ১।৭

* "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"
—গীতা। ১৫—১৬।১৭।১৮।

† "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

প্রশ্ন। তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আচ্ছা, ক্ষর মানে তো যা' ক্ষয়শীল তাই ? আর, অক্ষর মানে হ'চ্ছে, যা' ক্ষয় হয় না তাই তো ? আবার, যা' ক্ষয় হয় না এমনতর কিছু দিয়ে ক্ষয় হয় এমনতর জিনিসও হ'তে পারে—মনে করুন, মেঘ যেন অক্ষর, আর তা' দিয়ে তৈরী হ'য়েছে কোন একটা বিশেষ অবস্থার পরিণতিতে—মেঘের ঢেউ, মেঘের পাহাড়, মেঘের হাতী, মেঘের সমুদ্র কত কী! উহারা যে-অবস্থার ভিতর-দিয়ে ঐ অমনতর হ'য়েছে তার অপনোদন করলেই তো ওরা সে-অবস্থায় থাকবে না—হয় শুধু মেঘ হ'য়ে থাকবে, নয় মেঘের অন্য কিছুতে পরিণত হবে—নয় কি ?

আবার, ঐ মেঘ যে অবস্থায় পরিণীত হ'য়ে হাতী, পাহাড় ইত্যাদি হ'য়েছে সেই অবস্থায় পরিণীত মেঘই হ'চ্ছে ঐ বৈশিষ্ট্যপূরণী সত্তা—আর, সেই সত্তাকে ক্ষরপুরুষ বলা যায় তো ?

আবার, মেঘও তেমনি যা'তে সে মেঘ-সত্তায় fulfilled হ'চ্ছে, অথচ বহুরকমে পরিণত হ'য়েও তা'র তাহাত্ব-র অপনোদন কিছুতেই হচ্ছে না—ঐ মেঘ-সত্তাকে অক্ষরপুরুষ বললে তো দোষ হবে না ?

আচ্ছা, আবার মেঘ যদি এমন হ'ত যা'তে তার নিজেরই ভিতর বহুতে পরিণীত হ'বার শক্তি নিহিত থাকত—তবে তা' সর্ব্বতোভাবে মেঘেতে থেকেও তা'কে transcend ক'রে থাকত—যা' থাকার দরুন মেঘের মেঘত্ব নিয়ে পরিণীত হ'তে থাকত—তা'কে তো মেঘের ক্ষরত্ব বা অক্ষরত্বের অতীত সত্তা বা অবস্থা বলা যেতে পারে ? তাহ'লে সে-অবস্থাকে মেঘের ঈশ্বর বা মেঘের পুরুষোত্তম যদি বলা যায়, তবে কি তা' অযৌক্তিক হবে ?

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্। ৩।

আমার মনে হয় পূজনীয় বৈষ্ণব-কবিও দ্বাপরের সেই বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—এই যে নরবপুধারী গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর পুরুষকে আমরা দেখছি—ইহারই আলিঙ্গন গ্রহণ-লীলায়িত evolving পরিণতিই হয়েছে জাগতিক বিসৃষ্ট ব্যষ্টি ও সমষ্টির যা-কিছু সবই। আর, তাঁরই প্রকৃত নিজরূপই হ'চ্ছে—ঐ লীলায়িত যাবতীয় নরকলেবর—যা'দিগকে নাকি maximum evolution ব'লে আমাদের জ্ঞানতঃ আমরা ধ'রে থাকি।*

আবার, এই যাবতীয় নর-কলেবরের সম্পূরণী যোগ্যরূপ তিনিই, যিনি নাকি মানুষকে উন্নতি-আকর্ষণমুগ্ধতায় অববেলী চুম্বন-আলিঙ্গনগ্রহণের ভিতর-দিয়ে মহান আকর্ষণে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে ঊর্দ্ধে ধারণ ক'রে পূরণে সর্ব্বতোবর্দ্ধনে উৎসর ক'রে দেন। তাই তিনি পুরুষোত্তম—আবার এই তিনিই এই ক্ষয়শীল জগদাকারে বিসৃষ্ট হ'য়েও, নর-কলেবরে নরগণে ক্ষররূপে থেকেও—এই বিসৃষ্ট জগৎ ও নরগণের মৌলিক উপাদানীভূত অক্ষরপুরুষ থেকেও, ঐ গোপবেশ, বেণুকর বিশেষ নরবিগ্রহে বাস্তব-বেত্ত-

---

* জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তনে মানব আজ শ্রেষ্ঠ জীব। এই নর-কলেবরই জীববিবর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাই বিশ্বাত্মার নিজরূপই হ'চ্ছে আজ এই নর-কলেবর।

গীতায় আছে—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকে আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য। এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোনও উপায় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্ব-সত্তার উৎসর-আকর্ষণশীল হওতঃ ক্ষর এবং অক্ষরাতীত পুরুষোত্তমরূপে প্রতিভাত—বিশ্বের স্রষ্টা ও সংবর্দ্ধয়িতা।*

আর, এই changing aspect, unchanging aspect ও transcending aspect অস্তি যা-কিছু সবেতেই কোন-না-কোন রকমে বর্ত্তমান আছেই—কারণ, যা-কিছু দেখি বা জানি সবই সেই পুরুষোত্তমেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। Existence with the beyond বা অব্যক্তই হ'চ্ছে Existence-এর ঐ transcending aspect—যা' নাকি ঐ পুরুষোত্তম নরবিগ্রহে স্বতঃ পুষ্টপ্রকট—আর, এ আছে বলেই তিনি জগৎ এবং এই জগতের বিশেষবিসৃষ্ট নরপরিবারের সংবর্দ্ধনী উন্নতিচলনার মহান পরিপূরক, পুরুষোত্তম। কেমন, আমার এই অপটু বলা থেকে এক-আধটু বোঝা যাচ্ছে তো ?

প্রশ্ন। আপনি যখন বলেন তখন যেন খানিকটা বুঝতে পারি ; কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমাদের খটকা লাগে এইখানে,—আমাদেরই মত সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত নরদেহধারী তিনি আবার ভগবান্, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম বা God কি ক'রে ? মানুষ কি কখনও ভগবান্ বা God হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ-যে একটা কথা আছে—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য"—আর যেন কি বলুন তো দেখি ?

আমি। "বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

---

* গীতায় আছে—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ, আমার ভূতমহেশ্বর পরভাব না জানিয়া মানুষ-দেহাশ্রিত আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে। শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।"

—১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে এর অর্থ কি এমনতর হবে না ?—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য মানে হ'চ্ছে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের ভাব অর্থাৎ আধিপত্যের ভাব। বীর-ধাতু মানে বিক্রমণ, steadily to go ahead, স্থির পদক্ষেপে অগ্রগতি ; অথবা, ঈর্-ধাতু মানে প্রেরণা—প্রেরণা যাঁ'তে actively move করছে তিনি বীর, আর এই বীর্য্য যাঁ'তে আছে তিনি বীর্য্যবান ; যশ এসেছে, অশ্-ধাতু থেকে, আর অশ্-ধাতু মানে বিস্তার-ভাব ; তাহ'লে যশ মানেই বিস্তারের ভাব। শ্রি-ধাতু মানে আশ্রয়, সেবা—যাঁতে আশ্রয়ের ভাব আছে, সেবার ভাব আছে তিনিই হচ্ছেন শ্রীমান্। জ্ঞা-ধাতু মানে জানা—জানার ভাব বা জ্ঞান যাঁ'তে আছে তিনি জানার অধিকারী, জ্ঞানী। বৈরাগ্য এসেছে বি-পূর্ব্বক রঞ্জ্-ধাতু হতে—তার মানে হচ্ছে কোন-কিছুতে রঞ্জিত না হওয়া, সবসময় uncoloured থাকা—কোন-কিছুই যা'কে রঞ্জিত বা রঙিল ক'রে তুলতে পারে না—তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্যবান্। এই ষড়্গুণকে 'ভগ' ব'লে থাকে। এই মিলিত ষড়্গুণ যাঁ'তে আছে, অর্থাৎ যাঁতে এগুলি active হ'য়ে উঠেছে, তাঁকে যদি আমরা ভগবান বলি তাহ'লে কি কিছু অন্যায় হবে ?*

---

* শাস্ত্রে আছে— "উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতনামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥"

এই জন্যই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণকেও ভগবান শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং 'ভগ'ইতীঙ্গনা॥ —বশিষ্ঠ

"যদি আমরা আর-কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূত-কিমাকার জীব গঠন করিয়া ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ি শিব গড়িতে অনেক চেষ্টা করিয়া একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপ যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি।

যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানুষ-ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে—জগতের সকল বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্কসমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার—আর ভগবানের এই সকল মনুষ্যাবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক, ইহা

যেমন দয়া এসেছে দয়্-ধাতু থেকে—দয়্-ধাতু মানে রক্ষণ, পালন। এই রক্ষণ ও পালনের urge যাঁর ভিতর active হ'য়ে রয়েছে, তাঁকে দয়াবান বলা কি অন্যায়? ঐ মানুষ বা যে বা যাই হোক-না-কেন—যাঁ'তে ঐ দয়া-গুণ active হ'য়ে রয়েছে, তাঁ'কেই আমরা দয়াবান বলতে পারি তো? সে সাড়ে-তিন-হাতই হোক আর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণই হোক তা'তে কিছু এসে যায়?

তাহ'লে যে সম্মিলিত ষড়গুণকে ঋষিরা ভগ-আখ্যায় অভিহিত করেছেন ঐগুলি যাঁ'তে active হ'য়ে রয়েছে, তাঁ'কেও আমরা ভগবান, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি যদি বলি—তিনি সাড়ে-তিন-হাতই হোন আর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণই হোন—তা' কি আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে? *

এমনভাবে প্রমাণ করিতে পার যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? এইরূপ অদ্ভুত বিচার-বুদ্ধিদ্বারা কি লব্ধ হয়? কিছুই নয়—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র।

এখন হইতে যদি কোন লোক এইরূপ অবতার-পূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি? সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও এতদ্বিধ শব্দে কি বোঝায়, তাহা তিনি ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বোঝেন? এ সকল শব্দের দ্বারা তাঁহার মনে কোন ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থ স্বরূপে এমন কোন্ ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না যাহাতে তাঁহার মানবীয় প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। এই বিষয়ে, রাস্তার যে-লোকটি একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত ইঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে-লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না—আর এই লম্বা-চওড়া বাক্যব্যয়কারী ব্যক্তি সমাজে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে। তাহার প্রতি কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিলে তাহাকে প্রলাপভাষী বলিতে হয়। তাহার ধর্ম্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কহীনগণেরই উপযুক্ত"। —স্বামী বিবেকানন্দ

* "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" —পাতঞ্জলদর্শন

অর্থাৎ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়দ্বারা অপরামৃষ্ট যে বিশেষ-পুরুষ তিনিই ঈশ্বর। পাতঞ্জলে আরো আছে—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" অর্থাৎ, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ নিরতিশয়ভাবে রহিয়াছে। আরো আছে—"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" অর্থাৎ, "সঃ ভগবান্ পূর্ব্বেষাং আত্মানাং স্রষ্ট ণাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি গুরুঃ উপদেষ্টা যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ।"

আবার, তিনি যদি রক্তমাংস-সঙ্কুল মনুষ্যশরীরী সাড়ে-তিন-হাত-ওয়ালা মানুষই হ'ন সেটা কি অন্যায়? একটা দেশলাইর কাঠি ঘর্ষণের ভিতর-দিয়ে যেই জ্বলে' উঠল, তা'কে যদি আমরা আগুন বলি—যে-আগুন কত রকমে সারা বিশ্বে ফুটন্ত হ'য়ে আছে, ঐ দেশলাইর কাঠিতে অমনি ক'রেই যদি তাকে অনুভব করি, সে-অনুভব করাটা কি অন্যায় হবে? দেশলাইর কাঠির আগুন কি আগুন নয়কো? আগুন যা' সৃষ্টি করতে পারে, দেশলাইর কাঠির আগুন দিয়ে কি তা' হতে পারে না? *— এইতো আমি যা' বুঝি।

"অণিমা, লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥" —এইগুলিকে ঐশ্বর্য্য বলে।

* কর্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা।
ঘটস্য কর্ত্তা খলু কুম্ভকারঃ কর্ত্তা শরীরী ন চ নাশরীরী॥ —শতদূষণী

যখন সৃষ্টিকার্য্যে কর্ত্তা পুরুষকে মানা যায়, তখন তাঁহার শরীরসিদ্ধি সহজেই উপলব্ধি হয়। তাঁহাকে সগুণ বলিয়া মানিলে, গুণের আশ্রয় বলিয়া না মানিলে চলিবে কেন? লিঙ্গ-শরীর, স্থূল-শরীর বা কারণ-শরীর বলিতে পার।—আশ্রয়স্থানকেই শরীর বলে।

এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—দেশলাইর কাঠির আগুন যেমন কোন আগুনের চেয়েই কম নয়, ছোট্ট দেশলাইর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ঐ আগুন বিশ্বব্যাপী আগুনের স্ফুরণ করতে পারে, তেমনই মানবরূপী ঈশ্বরের মধ্যেও এমন ঈশত্ব বর্ত্তমান আছে যা' বিশ্বের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে।—আর তার এই ঈশত্ব ঐ সাড়ে-তিন হাত মানবদেহ-যষ্টিতে কোনপ্রকারেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate তাঁহার 'Man the Unknown' পুস্তকে বলিতেছেন—

"Among the multitude of weak and defective there are, however, some completely developed men. These men, when closely observed, appear to be superior to the classical schemata. In fact, the individual whose potentialities are all actualized does not resemble the human being pictured by the specialists. He is not the fragments of consciousness which psychologists attempt to measure. He is not to be found in the chemical reactions, the functional process, and the organs which physicians have divided between themselves. Neither is he the abstraction whose concrete manifes-

প্রশ্ন। আবার 'ব্রহ্ম' কথাটির কত রকম ব্যাখ্যাই যে আজ পর্য্যন্ত শুনলাম, কিন্তু তার মানে তো ততই আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে,—এই 'ব্রহ্ম' মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে common factor স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম, ব্যষ্টি, সমষ্টি ইত্যাদিতে প্রকট হইয়া, প্রত্যেক এক অন্যের নিকট সাড়ায় দীপ্ত হইয়া অবিরাম বৃদ্ধিতে প্রগতিপরায়ণ—সেই common factor with all those qualities inherent in itself হ'চ্ছে ব্রহ্ম।*

মনে করুন, যেমন চিনির দোকানের নানারকম চিনির খেলনা। চিনি নানারকম খেলনা হ'য়েও যেমন আসলে চিনিই আছে,—তেমনি নানারকম হওয়ার quality-শুদ্ধ যে চিনি তা-ই খেলনা-জগতের ব্রহ্ম-চিনি।†

---

tations the educators try to guide. He is almost completely wanting in the rudimentary being manufactured by social workers, prison wardens, economists, sociologists and politicians. In fact, he never appears to a specialist unless this specialist is willing to look at him as a whole. He is much more than the sum of all the facts accumulated by the particular sciences. We never apprehend him in his entirety. He contains vast, unknown regions. His potentialities are almost inexhaustible. Like the great natural phenomena he is still unintelligible. When one contemplates him in the harmony of all his organic and spiritual activities, one experiences a profound aesthetic emotion. Such an individual is truly the creator and the centre of the universe."

* "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" —ঈশোপনিষৎ। ৫।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান ইতি।" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।১৪।১

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।৩।১।

† "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্॥" —কঠোপনিষৎ।৫।১৩।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" ঐ ২।২০

প্রশ্ন। ব্রহ্ম আর আত্মায় তাহ'লে তফাৎ কোন্‌খানে—বুঝতে তো পারলাম না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহা যাহা-কিছুতে evolved হ'য়ে নিয়ত-চলৎশীল —এই রকমটার ভিতর-দিয়ে ঐ ultimate factor-কে দেখলে তা'কে 'আত্মা' বলা যায় *—আর evolved যা'-কিছু বৃদ্ধি হ'তে আরো বৃদ্ধিতে চলেছে, এই বৃহতের দিক দিয়ে যখন সেই আদিকারণ বা ultimate factor-কে দেখতে পাই—ঐ বৃহৎ-ভাব-সমন্বিত বৃদ্ধিপরতা সহ ultimate factor-কে তখন 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করি—এই হ'ল আত্মা বা ব্রহ্মের রকম-ফের।†

প্রশ্ন। আরও আছে—পরব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্ম—এ কথাগুলিরই বা মানে কী ?

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" —ছান্দোগ্য ৬।২।১

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" —ব্রহ্মসূত্র

"যদ্‌রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্‌রূপং ন ব্যভিচরতি।"

* "যথোর্ণনাভিস্তন্তু নোচ্চরেদ্‌যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" —বৃহদারণ্যক ২।১।২০

"যেমন উর্ণনাভ তন্তু উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গীরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইতেছে।"

† "তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি।" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৩।৪

সেই ব্রহ্মের নাম সত্য। সত্য কথাটি হইয়াছে অস্‌-ধাতু হইতে ; অস্ ধাতুর মানে গতি, দীপ্তি। আর ব্রহ্ম কথাটিও আসিয়াছে বৃংহ্‌-ধাতু হইতে। বৃংহ্‌-ধাতু মানে দীপ্তি পাওয়া। ইহা হইতেই 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা'র প্রভেদ বা রকম-ফের বোঝা যায়।

"স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ,
স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্ব্বমিতি।"

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।২৫।১

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্ম ব্রহ্মেরই নানারকম stages মাত্র—আর কিছুই না।*

প্রশ্ন। ব্রহ্মকে তো বললেন ultimate factor, তার আবার stages কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, chemist-রা alkaloid বের করেন তো—গাছপালা, পাতা-টাতা, শিকড়-টিকড়ের ভিতর থেকে ? Alkaloid-টা isolate হওয়ার অনেক আগের থেকেই alkaloid-এর test ক্রমশঃ prominent হতে থাকে। এমনি ক'রে total alkaloid isolated হয়—অবশ্য তা' chemist-এর জানা যতটুকু ধরতে পারে তেমনতরভাবে। আবার, ঐ total alkaloid analyse করতে-করতে তা'র ভিতর আবার অনেক জিনিসের অনেকগুলি alkaloid বের হ'তে পারে—ঐ অমনতরই মনে করুন না।†

প্রশ্ন। আরো দুটো কথা আছে--'মুক্তি' আর 'উদ্ধার'। আপনার

---

* "এতদ্ বৈ সত্যকাম ! পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।" —প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২

"দ্বে পরব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে, শব্দশ্চ অশব্দশ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।" —মৈত্রী ৬।২২

"এতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ। তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি।" —প্রশ্নোপনিষৎ ১।১-২

"সুকেশা, সত্যকাম, গার্গ, কৌশল্য, ভার্গব, কবন্ধ—ইঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ। তাঁহারা পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইয়া 'ইনি আমাদের সমস্ত উপদেশ করিবেন' এই আশায় সমিৎহস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপস্থ হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, পূর্ণ এক বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করিয়া বাস কর ; পরে ইচ্ছামত প্রশ্ন করিও, যদি আমার অবিজ্ঞাত না হয়, সমস্তই ব্যাখ্যা করিব।"

† রাসায়নিকগণের গাছপালা হইতে 'Alkaloid' উপক্ষার বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানের শ্রীশ্রীঠাকুর তুলনা করিতেছেন। প্রথম যেমন রাসায়নিক উপক্ষার-গুলি সমবেতভাবে, সমষ্টিগতভাবে বাহির করেন, পরে আবার তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম উপক্ষারগুলি আবিষ্কার করেন, সেইরূপ মানব বিধিমাফিক চলিতে-চলিতে ব্রহ্মবোধে উপনীত হইয়া পরব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত হয়—ইহাই এই বাণীর তাৎপর্য্য।

কাছে তো অনেকেই মুক্তি আর উদ্ধার পেতে আসেন—জিজ্ঞাসা করলে তাঁরাও বলতে পারেন না, কি তাঁরা সত্যি-সত্যি চান। এদেরই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মুক্তি মানুষের তখনই হয়—মানুষ যখন তা'র Ideal-এ এমনতরভাবে attached হয়, যাতে তার complex-গুলি আর তার উপর কোন প্রকারেই আধিপত্য করতে পারে না; বরং তার attachment of Ideal-ই বৃত্তিগুলিকে rule করে।*

---

* "মুচ্-ধাতু ক্তি-প্রত্যয় করিয়া 'মুক্তি' কথাটি হইয়াছে। মানুষ যখন কোন জীবন্ত আদর্শের টানে তাঁরই প্রয়োজনপূরণ, তুষ্টিসাধন ও প্রতিষ্ঠাবিধানের জন্য স্বতঃ-স্বেচ্ছায় নিজ প্রবৃত্তি বা complexগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই সে প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি, আর এমনতর যার হইয়াছে সেই প্রকৃত জীবন্মুক্ত। এমনই করিয়া—জীবন্ত আদর্শে একানুরক্তির মধ্য-দিয়াই প্রবৃত্তিগুলির উপরে মানুষ আধিপত্য করিতে পারে। তাই গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" ১৪।২৬

আরও আছে—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"চিত্তৈকাগ্র্যাদ্‌যতো জ্ঞানং মুক্তিঃ সমুপজায়তে।" —মুক্তিকোপনিষৎ

চিত্তের একাগ্রতা হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে।

আবার যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি-প্রকরণে আছে—

"যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ, মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হইলে সেই মন মরিয়া যায়। সেই মৃত মনই তপস্যার ফলে মোক্ষরূপ হয়—ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

আবার শিবগীতায় আছে—

শ্রীরাম উবাচ

ভগবন্ করুণাবিষ্ট সদয় ত্বং প্রসীদ মে।
স্বরূপলক্ষণং মুক্তেঃ প্রব্রূহি পরমেশ্বর॥

আর উদ্ধার হয় আমি বুঝি তখন, মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি সর্ব্বতোভাবে ঊর্দ্ধ্ব বা উচ্চকে ধারণ করে যখন। *

প্রশ্ন। ঊর্দ্ধ্ব বা উচ্চ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এমনতর Ideal যিনি মানুষের Being and Becoming-কে higher elevation-এর দিকে accelerate করে দিতে পারেন বা যাঁর প্রতি attachment-এ higher becoming accelerated হয়।

প্রশ্ন। আবার ছেলেবেলা থেকেই 'বোধোদয়' পড়তে আরম্ভ করেই শুনে আসছি, 'ভগবান চৈতন্যময়'। তার মানে ?

শ্রীভগবান্ উবাচ
সালোক্যং অপি সারূপ্যং সার্ষ্টিং সাযুজ্যমেবচ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা॥
মাং পূজয়তি নিষ্কামঃ সর্ব্বদা জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥
জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্‌যস্তু সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমানরূপঃ সন্ মম লোকে মহীয়তে॥
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
যৎকরোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তৎ সর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্॥
মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মমতুল্য-প্রতাপবান্।

এই মুক্তি আসিলেই মানুষ আর তার প্রবৃত্তির দাস থাকে না, তখন সে ইষ্টের জন্য কর্ম্ম করে, ইষ্টানুরাগই তার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে তখন নিয়ন্ত্রিত করে। সে হয় অপ্রমাদী, অক্লান্ত-কর্ম্মী,—কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত তখনই হয় মানুষ, কারণ তার ইষ্টানুরাগই তার প্রবৃত্তিগুলিকে তখন নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্ম করায়।

* উদ্ধার=উদ্+ধৃ+অ। ঊর্দ্ধে ধারণ করার ভাবকেই উদ্ধার বলে। বৃত্তিগুলি সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেষ্ঠে বিধৃত হয় যখন, তখনই হয় উদ্ধার। ইহাই এই 'উদ্ধার' কথাটির বাস্তব অর্থ। তাই আছে—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।" —গীতা ১২—৬।৭

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান মানে হচ্ছে ঐশ্বর্য্যবান—আর যিনি ঐশ্বর্য্যে আধিপত্য করেন তিনিই ঈশ্বর। আর, এই আধিপত্য করাটা তাঁরই স্বাভাবিক যাঁর চৈতন্য অর্থাৎ সাড়াপ্রবণতা * বিশেষভাবে keen. এই সাড়াপ্রবণতা যাঁর যত keen, তিনি বিষয় বা বস্তুকে তত বোধ করতে পারেন—আর এই বোধ করা হতেই তিনি তাদের manipulate করতে পারেন। আর, এই manipulation-ই আরো ক'রে আধিপত্য করতে পারে। তবেই এই চৈতন্য যিনি top to toe conscious, তিনিই ভগবান, তিনিই ঈশ্বর। †

প্রশ্ন। আপনি যে চৈতন্য মানে বললেন সাড়াপ্রবণতা—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাড়াপ্রবণতা মানে হচ্ছে অন্য কিছুর সংঘাতে যথাযথভাবে তৎসম্বন্ধে অনুভূতি বা জানার শক্তি।

প্রশ্ন। আপনি ভগবান মানে বললেন বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে সবার কাছে শুনে আসছি এই ভগবান সূক্ষ্মদেহে আকাশে বিরাজ করেন—তাই কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি আকাশেও থাকতে পারেন, পাতালেও থাকতে পারেন, মাটিতেও থাকতে পারেন, পশুতেও থাকতে পারেন, মানুষেও

---

* 'চৈতন্য' কথাটির সত্যিকার অর্থ সাড়াপ্রবণতা। যাহার এই সাড়াপ্রবণতা যত বেশী, তাহার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ তত অধিক।

তাই চরকসংহিতার সূত্রস্থানে রহিয়াছে—

"সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্ ॥"

অর্থাৎ, দ্রব্য ইন্দ্রিয়যুক্ত হইলে তাহাকে চেতন বলে, আর ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে তাহাকে অচেতন বলে। ইন্দ্রিয়যুক্ত হইলেই আমাদের বাহিরের বস্তুর সংঘাতে অনুভূতির উদয় হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

† ঈশ্বর তিনিই যিনি চৈতন্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাই ব্রহ্মসংহিতায় আছে,

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥"

থাকতে পারেন—ফলকথা, যেখানে ঈশত্ব অর্থাৎ আধিপত্য আছে, সেখানেই ঈশ্বরত্ব আছে।*

প্রশ্ন। ঈশ্বরকে মানুষ কোথায় খুঁজবে তাহ'লে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পাতঞ্জলে আছে—ক্লেশ, কর্ম্ম আর তদ্ভূত বিড়ম্বনা, বৃত্তিসম্ভূত বাসনা ইত্যাদি যাহাকে আমর্দ্দিত করিতে পারে না এমনতর যে বিশেষপুরুষ তাহাকে ঈশ্বর বলা যেতে পারে।† আবার অটুট ইষ্টৈক-প্রাণ—সমস্ত বৃত্তির চাহিদাগুলি যাঁর ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতৎপর, আর সেই উন্মাদনা-উদ্বোধনায় ঐ অটুট ইষ্টপ্রাণতা-হেতু তৎস্বার্থ ও পুষ্টির আত্মপ্রসাদী সম্বেগে ক্লেশ, কর্ম্ম আর তদ্ভূত বিড়ম্বনা, বৃত্তিসম্ভূত বাসনা ইত্যাদি দ্বারা সতত অমর্দ্দিত থেকে কৃতকার্য্যতায় কৃতার্থ ও সার্থক সঙ্কল্প-বিকল্পমনা যিনি—সব বিষয়েই তিনি প্রভুত্ব লাভ ক'রে থাকেন—এমনতর তাঁকেও আমরা ঈশ্বর-আখ্যায় অভিহিত করতে পারি।

প্রশ্ন। শাস্ত্রে আছে—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী—এর মানেও তো কিছু বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তবেই বুঝুন, যিনি তাঁর ভূত বা বিষয়ের উপর আধিপত্য

---

* 'ঈশ্বর' কথাটি হইয়াছে 'ঈশ্'-ধাতুর সহিত 'বর' প্রত্যয়যোগে। ঈশ্-ধাতু মানে আধিপত্য করা। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, যেখানেই ঈশত্ব বা আধিপত্যের ভাব আছে সেখানেই ঈশ্বরত্ব আছে।

† মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে বলিতেছেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"

অর্থাৎ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট যে বিশিষ্ট পুরুষ তিনিই ঈশ্বর। কামনা, বাসনা প্রভৃতির উপর যাঁর আধিপত্য আছে তিনিই তদ্দ্বারা অপরামৃষ্ট—আর সেই ব্যক্তিই ঈশ্বর। 'ঈশ্বর' কথাটি চিরদিনই শাস্ত্রে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" —গীতা ১৮—৬১

করতে পারেন, তিনিই তাঁর ভূতসমূহের সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, প্রকৃষ্টরূপে দেখেন এবং আধিপত্য থাকার দরুন সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ও করতে পারেন।*

প্রশ্ন। আমাদেরই মত দেখতে কোন ব্যক্তিতে এ-গুণ থাকবে কেমন ক'রে? তিনি ব্যক্ত হ'ন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গুণকে গুণীতেই দেখতে পাওয়া যায়। গুণী বাদ দিয়ে গুণকে কি কেউ দেখেছে, বের করতে পেরেছে? আপনাদের কি এমনতর কিছু জানা আছে—বিজ্ঞানে-টিজ্ঞানে, দর্শনে-টর্শনে? সেই অব্যক্তই বিধিক্রমে যথাযথরূপে জগদাকারে এবং জাগতিক যা-কিছু প্রতিপ্রত্যেকরূপে ব্যক্ত হয়েছেন। আর, যা' মানুষের সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-গোচর নয় তা-ই বোধ ও জ্ঞানের অগোচর†—আর, ঐ বোধ ও জ্ঞানের বাস্তবভাবে গোচরীভূত যার যত যা', তা'কে আমরা তাদেরই প্রতীক বলতে পারি তো? তাই, এই সমস্ত principle and process যার বাস্তবভাবে গোচরীভূত, সে সেই অব্যক্তেরই ব্যক্ত প্রতীক—তা' বললে কি ভুল হবে?

আবার সেই প্রতীকের ভিতর-দিয়েই—যা'-কিছু আমাদের কাছে অব্যক্ত ছিল—সেগুলি ক্রমশঃই গোচরীভূত হ'য়ে উঠতে পারে,—আর এই ওঠবার রকমটা আমাদের ভিতরেই ঘুমিয়ে আছে, কারণ আমরা

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিতেছেন—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

† পূর্ব্বোল্লিখিত চরকসংহিতা হইতে উদ্ধৃত ২১ নং পাদটীকায় রহিয়াছে—

"সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।"

ইন্দ্রিয়যুক্ত হইলেই চেতন হয় আর ইন্দ্রিয়বিহীন হইলেই তাহাকে অচেতন বলে। তাই, ইন্দ্রিয়গোচর না হইলে বোধ এবং জ্ঞানেরও অগোচর হয়। ইন্দ্রিয়েরই সূক্ষ্মশক্তি বা fineness ছাড়া অতীন্দ্রিয় বলিয়া কোন কিছু নাই।

প্রতিপ্রত্যেকেই যে একমাত্র তাঁরই উপক্ষেপ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তঃ মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥"

আবার বলেছেন, "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" তাহ'লেই বুঝুন, principle যখন বাস্তব বেত্তৃত্বে personified, তখনই তাহাকে প্রভু—প্রকৃষ্টরূপে হওয়া—বলতে পারা যায়, ঈশ্বর বলতে পারা যায়—আর তিনিই সেই অব্যক্তেরই ব্যক্ত প্রতীক নয় কি ?*

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি ব্রহ্ম মানে তো ঐ-রকম বললেন, কিন্তু উপনিষদে তো দেখি কোথাও জলকে ব্রহ্ম বলেছে, কোথাও মরুৎকে, কোথাও ব্যোমকে—এ কথাগুলির তাহ'লে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার মানে হ'চ্ছে, pursue বা অনুধাবন করতে-করতে যখন যেটাকে common factor বলে প্রতীয়মান হয়েছে তাঁদের কাছে, তা'কে তখনই তাঁরা বা তিনি ব্রহ্ম ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। †

---

* "ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর-দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকেই আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য। এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

† "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি—তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥" ইত্যাদি।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লীনাম তৃতীয় বল্লী ॥

"ওঁ খং ব্রহ্ম।" —যজুর্ব্বেদ ৪০।১৭

প্রশ্ন। ব্রহ্ম কি তবে বৈজ্ঞানিক সত্যের মত ? এই atom জানা গেল, তারপর electron, তারপর sub-electron, এমনতর ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্ম কি বৈজ্ঞানিক সত্য নয় ? এই ব্রহ্মজ্ঞানকেই তো ঋষিরা বিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন ?*

প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক সত্য আর আধ্যাত্মিক সত্যে কি তবে কোনই তফাৎ নাই ? ধর্ম্ম আর বিজ্ঞানে তো শুনি চিরবিরোধ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আধ্যাত্মিক fact মানে আমি বুঝি evolving নিয়ত-চলৎশীল principle, যাকে অধিকার ক'রে যা'-কিছু grow করেছে, রয়েছে ও চলেছে ; † আর, মানুষের জানা—তা' দর্শনের ভিতর-দিয়েই হোক, বিজ্ঞানের ভিতর-দিয়েই হোক আর যেমন ক'রে সম্ভব তেমন ক'রেই হোক,—ঐ তা'কেই মানে ঐ principle-কেই জানতে হবে—ও বাদ দিলে কেই বা জানবে আর কী-ই বা জানবে ?

তাই, বৈজ্ঞানিক fact ও আধ্যাত্মিক fact পরস্পর তফাৎ তো

---

* "বিজ্ঞানমানন্দং" "সত্যং জ্ঞানং" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" —ইতি শ্রুতিবচন ॥
ব্রহ্মৈব পর এব যঃ অশনায়াদ্যতীতো বিজ্ঞানময়ঃ।" —শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য
"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা।
মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥" —প্রশ্নোপনিষৎ ৯।২

"There is a science, or a universal science which contains all others in itself, and parts of which can, as it were, be resolved into these and those particular sciences. Such a science is not acquired by learning, but it is connate, especially in souls which are pure intelligences. Unless the souls were furnished with such a science it would be unable to adapt all its organic forms to the inmost and secret laws of Mechanics, Physics, Chemistry and many other phenomena." —Swedenborg

† 'আধ্যাত্মিক' কথাটির মানেই আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা আছে তদ্বিষয়ক। তাই, আধ্যাত্মিক fact মানে যে fact আত্মাকে অর্থাৎ evolving নিয়ত চলৎশীল principle-কে অধিকার ক'রে grow করছে অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তাটিকে অধিকার ক'রে যা'-কিছু grow করছে তাই আধ্যাত্মিক fact—তা' শুধু intellectual fact নয়।

নয়ই, বরং আমার আরো fulfilling ব'লেই মনে হয়।* বৈজ্ঞানিক fact-কে study ক'রে analytically—কতক through instrument, কতক through distinctive analysis, এর ভিতর-দিয়ে inter-linking fact-গুলির অনেকটাই escape ক'রে যাওয়া সম্ভব। আর, আধ্যাত্মিক fact অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতাকে stimulate ক'রে এই শরীর-বিধানকেই যথাযথ সাড়াপ্রবণ ও সাড়াগ্রহণক্ষম ক'রে, বোধোপযোগী ক'রে তুলে যথাযথভাবে living and growing fact-কে through stimulus and sensation ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রকম ক'রে যাঁরা দেখতে পান—আর ঐ-দেখা থেকে যাদের জানা,—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন এটার কিম্মৎ কতখানি।†

---

* "The Philosophy of Croton was not the inventor but the light-bearing arranger of these fundamental truths in the scientific order of things. Observation and reasoning are not sufficient. In addition to and above all else is intuition. As he joined to these transcendent faculties of an intellectual and spiritual soul a careful and minute observation of physical nature and a masterly classification of ideas by the aid of his lofty reason, no one could have been better equipped than himself to build up the edifice of the knowledge of the Cosmos."

—'Pythagoras and the Delphic Mysteries'

† "Einstein talks about the development of our faculties of perception as science goes on. He says scientists will arise who will have a much keener perception than the scientists of to-day. They will have more delicate instruments. But the point is that what we need to develop are the perceptive faculties themselves. It may be that a race of scientists trained in the laboratory will be able eventually to perceive the profound and manifold operation of causation in nature just as the great musical genius perceives inner harmonies which the philistine cannot dream of. The development of the powers of perception therefore is one of the main tasks we have to meet."

—Marx Planck

তাই ব'লে বৈজ্ঞানিকদের জানা শুধু যে একটা বদহজমী ব্যাপার তা' আমি বলছি না,—আর এই জানতে হ'লে যে এক-রকমেই জানতে হবে তারই বা মানে কী ?

এই জানার factor—জানতে গেলে যেমন ক'রে যত রকম ক'রে জানতে পারা যায় সবগুলি combined হ'য়ে যেখানে investigate করতে সুরু করেছে, জানার নিখুঁতত্ব যে সেখানে নিখুঁত দীপ্তিতে দেখিয়ে দেবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ঋষিদের ভিতরও যে এমনতর ছিল না বা বৈজ্ঞানিকদের জানার উপায়গুলি তাঁরা ignore করতেন বা নিজেরা তাদের মত ক'রে মোটেই জানতে পারেননি তা' কিন্তু মোটেই নয়কো। তৎসাময়িক জানার সবগুলি উপায়কেই তাঁরা উপায় ব'লে গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্যবহার ক'রে জেনেও ছিলেন।* তাহ'লেই বুঝুন, যা'তে যা'-কিছু

---

* "Pythagoras represents to us an adept of the highest type, possessed of the scientific mind and cast in philosophic mould to which the spirit of modern times most nearly approaches. Such was Apollonius of Tyana also. His look alone often penetrates the thoughts of men. Sometimes in the waking state he sees events taking place a-far off."

—'Pythagoras & the Delphic Mysteries'

ভারতের রাসায়নিক নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভরদ্বাজ প্রমুখও ছিলেন একাধারে ঋষি ও অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক।

বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা ভারতীয় আর্য্যঋষি কণাদ পরমাণুবাদী ছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণ দ্বারা পরমাণুসমূহের সংযোগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তেজ ও আলোক যে এক মূল পদার্থের অবস্থান্তর হইতে উৎপন্ন, ইহা ইনি প্রচার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কেকিউলে (Kekule) রসায়নশাস্ত্রের পরমাণু সম্বন্ধীয় চিন্তায় শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া একদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে সহসা জ্যোতিষ্মান্ পরমাণু-সমূহের নর্ত্তন তাঁহার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাকেই দর্শন বলে। যোগীর দর্শনও এইরূপই। বৈজ্ঞানিক ও দ্রষ্টা Kekule-র পরমাণুর নৃত্যদর্শন আধুনিক বিজ্ঞানজগতে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহা হইতেই তিনি Benzene-এর গঠনসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রকাশ করিলেন।

আধ্যাত্মিক fact বা অনুভূতি সম্বন্ধে Swedenborg বলেন—

"It is not the exceptional individual in this world who is to enjoy

থাকে, বাড়ে তাই তার ধর্ম্ম ;—বৈজ্ঞানিকই হন, আর যেই কেন না হন, একে কি-ক'রে ignore ক'রে চলতে পারেন তা' তো বুঝতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে যাঁরা চিরবিরোধ ব'লে থাকেন তাঁদের হামবড়াইশীল, পাগলাটে, বেকুবী-মস্তিষ্কওয়ালা ভদ্রলোক-ছাড়া আর কী ভাবতে পারা যায়, বলুন দেখি ?*

প্রশ্ন। তাহ'লে একটা কথা, ব্রহ্ম আর ঈশ্বরে সম্বন্ধ কী ? ঈশ্বরও তো ব্রহ্ম বা আত্মা নিশ্চয়ই ? আপনি তো বলেন, যখন সর্ব্বভূতে ইষ্টস্ফুরণ হ'তে থাকে তখন থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান সুরু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঈশ্বরত্বই বলুন, আর ভগবানত্বই বলুন, এ-সবই

---

this supreme vision by means of some process of self-discipline. It is rather the sole principle of every individual."

* "Before Pythagoras' time there had been natural philosophers on the one hand and moral philosophers on the other ; Pythagoras included in a vast synthesis morality, science and religion."

—'Pythagoras and the Delphic Mysteries'

"It has been said that science is opposed to, and in conflict with revelation. But the history of the former shows that the greater its progress and the more accurate its investigations and results, the more plainly it is seen not only ont to clash with the latter. but in all things to confirm it. The very sciences from which objections have been brought against religion, have by their own progress removed those objections and in the end furnished full confirmation of the inspired word of God."

—Tryon Edwards

"The person who thinks there can be any real conflict between science and religion must be either very young in science or very ignorant in religion." —Prof. Henry

"Those who speak of the incompatibility of science and religion either make science say that which it never said or make religion say that which it never taught." —Pope Pius XI

হচ্ছে আয়ত্ত ক'রে, অধিকার ক'রে বা ধারণ ক'রে, পালনে, পোষণে ও পুষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ করার faculty অর্জ্জন করার ভিতর-দিয়ে হওয়া (to become)। তার মানেই হচ্ছে—দর্শনের ভিতর-দিয়ে জ্ঞানে উপনীত হ'য়ে পালন ও পোষণে জীবন-বৃদ্ধিদ প্রয়োজনীয় ক'রে তোলা। কথা হচ্ছে এই,—through acquisition to make the knowledge instinctive part and parcel of being—যার ফলে ঐ জানাগুলির অধীশ হয়ে প্রয়োজন-মাফিক সেগুলিকে সত্তার উৎকর্ষপ্রদ কাজ ও উপভোগে যদৃচ্ছা লাগান যায়।* আর ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি হচ্ছে অনুভবগম্য বোধ যা'কে বিশদভাবে জানলে, যা'-কিছুকে জেনে যদৃচ্ছ নিয়ন্ত্রণে আধিপত্যে বা ঈশ্বত্বে উপনীত হ'য়ে ঐশ্বর্য্যবত্তায় বা ভগবত্তায় উৎসৃত হয়—এই হচ্ছে ব্যাপার যা'।†

মনে করুন, আপনি আপনার ইষ্টে অটুট ও আপ্রাণভাবে এমনতর inclined ও interested যা'তে আপনি তাঁ'কে তুষ্ট, পুষ্ট ও তাঁ'র wishes-গুলিকে fulfil করার আবেগে এতই উদ্দীপ্ত—যা'তে দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেক যা'-কিছু আপনার ইন্দ্রিয়ের গোচর হ'চ্ছে সবগুলিকেই যথাযথ-ভাবে analyse ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে সামঞ্জস্য-সমাধানে এনে তাঁ'কে অর্থাৎ

---

* "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বানঃ এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ; স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭।১৫।২

অর্থাৎ, এই প্রকার দেখিতে-দেখিতে, এই প্রকার বিচার করিতে-করিতে এবং এই প্রকার সবিশেষ জানিতে-জানিতে তাঁহার আত্মাতেই রতি হয়, আত্মারই সহিত তিনি ক্রীড়া করেন, আত্মারই দ্বারা তিনি দ্বন্দ্বজনিত সুখ অনুভব করেন এবং আত্মানন্দ হন। তিনি তখন স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হন অথবা স্বয়ং নিজের অধীশ হন এবং সমস্ত লোকেই তাঁহার স্বেচ্ছাবিহার হয়।

† "অদ্বৈতমনির্বাচ্যং ব্রহ্ম। পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম কিং তৎপাদ চতুষ্টয়ং ব্রহ্ম ভবতি। অবিদ্যাপাদঃ, সুবিদ্যাপাদঃ চানন্দপাদস্তুরীয়-পাদশ্চেতি। কথং পাদচতুষ্টয়স্য ভেদঃ।...... তত্রাধস্তনমেকং পাদমবিদ্যাশবলং ভবতি। উপরিতন-পাদত্রয়ং শুদ্ধবোধানন্দলক্ষণমমৃতং ভবতি। তচ্চালৌকিক-পরমরমানন্দলক্ষণা খণ্ডামিততোজোরাশির্জ্জ্বলতি। তচ্চানির্বাচ্যমনির্দেশ্যমখণ্ডা-নন্দৈকরসাত্মকং ভবতি।"

—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ

আপনার ইষ্টকে fulfil না-ক'রেই পারেন না, এবং এর থেকেই দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেক যা'-কিছু দেখছেন সবগুলিকেই তন্ন-তন্ন ক'রে অনুধাবনে বিচার-বিবেচনায় নিয়ন্ত্রণে ইষ্টানুকূল তৃপ্তিপ্রদ পূরণ ও পোষণীয় ক'রে ইষ্টবর্দ্ধনশীল ক'রে না-তুলেই থাকতে পারছেন না—আর ঐ হ'চ্ছে আপনার সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ বা স্বার্থ।

আবার, এই করতে গিয়েই আসছে আপনার বাস্তব জানা যা'তে বস্তুকে আপনি যথোচিত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—এমনি করতে-করতে এর ভিতর-দিয়েই ক্রমশঃই ব্রহ্ম ও আত্মানুভূতি ইত্যাদিতে উপনীত হ'য়ে উঠতে লাগলেন। জগতের প্রতিপ্রত্যেককে যখনই আপনি ইষ্টস্বার্থ, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার আকুল চাহিদার ভিতর-দিয়ে দেখতে লাগলেন, নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্য-সমাধানে এনে তা'কে ইষ্টসম্বর্দ্ধনী ক'রে, ইষ্টপুষ্টিপ্রদ ক'রে তুলতে লাগলেন, তখন ঐ প্রতিপ্রত্যেক আপনার চেতনাকে যেমন সাড়া দিতে লাগল, সেই সাড়ার প্রতিপ্রত্যেকটি থেকে আপনার অন্তরে হরদম ইষ্টস্ফূর্ত্তি হ'তে লাগল।*

ঐ ইষ্টস্ফূর্ত্তি আবার ক্রমশঃ বিরাগ-সম্বেগের সৃষ্টি ক'রে তৎপ্রয়োজনে ইষ্টনিয়ন্ত্রণপ্রয়াসী ক'রে আপনাকে চালাতে লাগল। এর ভিতর-দিয়েই আপনার করা ও জানা ক্রমশঃই একটা বৃহৎ একত্বীরূপে পরিণীত হ'তে লাগল—আর ঐ-থেকেই সুরু হ'ল আপনার ব্রহ্ম বা বৃহতের অনুভূতি।†

* "যদা সদ্গুরুকটাক্ষ ভবতি তদা ভগবৎকথাশ্রবণধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাদ্ হৃদয়স্থিতানাদি-দুর্ব্বাসনাগ্রন্থিবিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি। তস্মাদ্ হৃদয়পুণ্ডরীককর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তয়া বৈষ্ণবীভক্তির্জায়তে।"
—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ

তারপরই—

† "ততঃ বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাদ্বুদ্ধিবিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাত্তজ্জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপক্বং ভবতি। পক্কবিজ্ঞানাজ্জীবন্মুক্তো ভবতি। ততঃ শুভাশুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি সবাসনানি নশ্যন্তি। ততো দৃঢ়তর শুদ্ধ সাত্ত্বিকবাসনয়া ভক্ত্যাতিশয়ো ভবতি। ভক্ত্যাতিশয়েন নারায়ণঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু বিভাতি।" —ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ

আবার, এতে যখন আপনার বিশেষভাবে আয়ত্ত বা অধিকার জন্মে উঠল, তখন এই জানার ভিতর-দিয়ে যা'-কিছুকে কর্ম্ম-পরিচালনে যথাপ্রয়োজনীয় ক'রে তোলবার সামর্থ্যে আপনি স্বতঃই সামর্থ্যবান হ'য়ে উঠলেন। যেমন আপনার দৃষ্টিশক্তি বা কর্ম্মশক্তি। এগুলি এমনতরই অভ্যাস হ'য়ে গেছে যা'তে এ শক্তিগুলিকে আপনি শক্তি ব'লেই গণ্য ক'রে থাকেন না—ঐ অমনতরই; আর, এমনি ক'রেই ফুটে উঠলো আপনার ভিতর ঈশত্ব বা ভগবত্তা।* আর, এটা একটা intuitive and instinctive unfolding of the being যাঁর, তাঁকে শুদ্ধ-চৈতন্য বা ক্ষরাক্ষরাতীত ঈশ্বর, পুরুষোত্তমের প্রতীক সত্তা—যা'-নাকি বিশেষ বেত্তশরীরী—বলা যেতে পারে; যেমন God the son, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—তিনি ক্ষর, অক্ষর এবং ক্ষর ও অক্ষরের অতীত হ'য়েও ঘন-বিগ্রহ নর-শরীরী হয়ে বিদ্যমান।†

তারপর—

* "সর্ব্বাণি জগন্তি নারায়ণময়ানি প্রবিভান্তি। নারায়ণব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদস্তি। ইত্যেতদ্‌বুদ্ধা বিহরত্যুপাসকঃ সর্ব্বত্র। নিরন্তর-সমাধিপরম্পরাভির্জগদীশ্বরাকারাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাসু প্রবিভান্তি। অস্য মহাপুরুষস্য ক্বচিৎ ক্বচিদীশ্বরসাক্ষাৎকারো ভবতি।"

—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ

† "The incarnation is a particular manifestation of Infinite Being on the plane of matter and the demonstration of the divine as essentially personal." —Swedenborg

"No man hath seen God at any time. The only begotten son which is in the bosom of the Father, he hath declared Him." —St. John

আবার বাইবেলে আরো আছে—

"আমিই পথ, আমি সত্য, আমিই জীবন—আমার মধ্য-দিয়া ছাড়া কেহই পিতার নিকট আসিতে পারে না।"

গীতায়ও রহিয়াছে—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"

আচ্ছা, আর একটা কথা—মনে করুন, আপনাদের কোন বৈজ্ঞানিক electronic-কণাগুলিকে জানলেন। জেনে সেগুলিকে নিজের ভিতর ধারণ ক'রে পরিপালনে সেগুলিকে এমনতরই আয়ত্ত ক'রে ফেললেন—যার ফলে তিনি অনুধাবনে তাঁর প্রয়োজন-মাফিক ক'রে ব্যবহার-সক্ষম হ'য়ে উঠলেন। তিনি হয়তো তার ফলে electronic valve, আরো কত-কত কি তৈরী ক'রে জনসমাজের কতই হিতসাধন করতে পারলেন তার ইয়ত্তা নাই। ঐ হ'ল তাঁর electron-এ ঈশত্ব। আবার, ঐ হ'ল তাঁর electronic ঐশ্বর্য্যবত্তা, তাঁর electronic ভগবত্তা—আর electron-গুলি হ'ল তাঁর কাছে ঐ electronic ব্রহ্মই বলেন বা আত্মাই বলেন যা'-কিছু—আমার খাপ-ছাড়া কথা দিয়ে কি কিছু বোঝা সম্ভব ?*

প্রশ্ন। এই খাপ-ছাড়া কথায়ই যা' বুঝতে পারছি, এতদিনের এত শাস্ত্র পড়ায় তার কিছুই তো বুঝিনি। আচ্ছা, শাস্ত্রে যে বলে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে ধরুন, ঈশ্বর যা'ই হোন—যাঁর চেতনা বা চৈতন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারের, তিনি যা'-কিছু সবকেই তো ঐ রকমে অনাদি, অনন্ত, 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'—ব'লেই জানেন ;— আর এই-সবের ভিতর তিনিও বাদ পড়েননি।

আরো আছে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

* Electron-এর বোধের সহিত ব্রহ্মবোধের তুলনা করা হইয়াছে—আর electron-কে বোধ করিয়া electron-বিৎ যেমন wireless প্রভৃতির যন্ত্রের জন্য electronic valve প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবোধ লইয়া ব্রহ্মময় জগতের উপর যখন ঈশত্ব লাভ করিতেছেন তখনই ব্রহ্মজ্ঞ ঈশত্বের অধিকারী হ'ন। ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য্য। Electron—একপ্রকার সূক্ষ্ম তড়িৎকণা যার সমবায়ে সমস্ত জড়বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে।

প্রশ্ন। আবার, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ শুনে আসছি—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্ম সেই common factor—যিনি বা যাহা যা'-কিছু হ'য়ে আছেন—তিনি তো স্বভাবতঃই সমস্ত গুণের পার হবেনই; কেননা, সমস্ত গুণই তাহাতে আছে। আবার, যিনি যা'-কিছু হ'য়েও তা'-ই আছেন, তিনি তো স্বভাবতঃই নির্ব্বিকার; আর, নিরাকারও ঐরকমই, সব রকম আকারকে transcend ক'রে যাঁর সত্তা তিনি তো নিরাকার অবশ্যম্ভাবী।*

প্রশ্ন। ব্রহ্মকে "অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌"ই বা বলে কেন? তাই যদি হয়, তবে জীবের সে ব্রহ্ম দিয়ে প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। "অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌" মানে এই বুঝি—বাক্য দিয়ে তা'কে প্রকাশ করা যায় না, কারণ তার সমকক্ষ কিছু নাই; আর, মন যা'-নাকি বৃত্তিসম্ভূত—পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে যার অস্তিত্ব—তিনি তার গোচর হবেন কেমন ক'রে? কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ একটা গানে লিখেছেন,

---

* "আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।"

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।১৪।২

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥" —শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১৭

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্‌ধৃতভূতবর্গঃ।
তেজোবলৈশ্বর্য্য মহাববোধস্ববীর্য্যশক্ত্যাদি গুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তিপরাবরেশে॥"

—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১, সূত্রের শ্রীভাষ্য

"ব্রহ্মন্‌ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥" —শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রুত্যধ্যায়

"কিমাকাশং অনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিম্‌।"

—যোগবাশিষ্ঠ, কর্কটী প্রশ্ন

যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তিপ্রকরণে রহিয়াছে—তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চরম সমন্বয়—supreme unity of all contradictions.

সকল গুণের আকর তাই নির্গুণ, সকল আকার তাঁহাতে আছে তাই নিরাকার।

"অবাঙ্মনসগোচরম্—বোঝে প্রাণ বোঝে যার"—এই প্রাণের স্পন্দনই তাঁর অস্তিত্বের স্পন্দনকে শুধু ধরতে পারে।*

প্রশ্ন। মানুষ ভগবান পেতে চায়ই বা কেন, পায়ই বা কেমন ক'রে—আর পেলেই বা তার হয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ মরতে চায় না—সে চায় তার eternal becoming †; আর, এই becoming মানুষের accelerated হয়, তার Beloved-এ—আবার, মানুষের Beloved এত প্রয়োজন এইজন্য—সে Beloved দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে এবং ভোগ করে।‡

আবার, সেই beloved-ই মানুষের তত প্রিয় যার প্রতি attachment-এ তার becoming higher and higher-এর দিকে unfolded হ'তে থাকে;—আর এমনি ক'রেই তার Beloved-এর সহিত যুক্ত হওয়ার

---

* যোগবাশিষ্ঠে রহিয়াছে—

"অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোঽপি কোঽবিনাশপ্রকাশকঃ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাৎ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততি॥"

অর্থাৎ, "কে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান্, কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক?"

† "সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মানভুবম্ ভূয়াসমেবেতি। ন চাঽননুভূত-মরণধর্ম্মকস্যৈবা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে॥ —ব্যাস

‡ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনা—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥"

আর, মানবের ভগবদাকাঙ্ক্ষা ঋষির বাক্যে স্বতঃই নিঃসৃত হইয়াছে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

ভিতর-দিয়ে unfoldment of his knowledge চলতে থাকে। আর, যতই অমনতর চলে, সে তখন তার Beloved-এর ভিতরই ঈশ্বর, ভগবান বা ব্রহ্মকে দেখতে পায় বা জানতে পারে—যেমন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ। আর, এই নিয়ে তার eternal becoming with various enjoyments চলতে থাকে। সে মনে করে—আমি তাঁর নিত্যদাস, তিনি আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁতে নিত্য অনুরক্ত,—নিত্য ভোক্তা, নিত্য সেবক—আর এটা eternal ! তাহ'লেই বুঝুন, মানুষ কেন ভগবান চায়—আর তাতে তার লাভই বা কী ?

প্রশ্ন। আমাদের দেশে তো দেখতে পাই, মানুষ ভগবান পাওয়ার জন্য জীবন ও সংসারকে তুচ্ছ ক'রে কি একটা কাল্পনিক সুখের জন্য লালায়িত হয়। তা'তে ইহকালও যায়, পরকালেও কিছু পায় কিনা ভগবানই জানেন ! সেইজন্যই তো বর্ত্তমানে দেশের অনেক—এমনকি নেতাদেরও কেহ-কেহ ধর্ম্ম আর ভগবানের উপর এত চটা !

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্যাপারটা যথাযথ না বুঝে বিপরীতভাবে বুঝলে ও-সমস্ত গণ্ডগোল হওয়া তো স্বাভাবিকই। আবার দেখুন, প্রায় মানুষই দেখা যায়—বিয়ে ক'রে এমনতর বিগড়ায় যে বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন—যা'-নাকি বউর পক্ষে favourable নয়—তা' একদম automatically ত্যাগ ;—আবার সে-ত্যাগ বিষয়ে তেমন কোন প্রশ্নই occur করে না কারু, অথচ বিয়ে ব্যাপারটা চলছে—ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিতে বাপ-মা'ই এত উৎসুক এবং আকুল—মনে করে জীবনে তাদের সাধই বুঝি অপূর্ণ হ'য়ে থাকে। এতে বিরক্তি হওয়া সাধারণ মানুষের অনেকদিনই তো উচিত ছিল কিন্তু তা' এখনও হয়নি। এই বিদঘুটে ব্যাপার যে ঘটে তা' কিন্তু কম-বেশী সবাই জানে।

মানুষ যখন তার Ideal-এ attached হয়, তখন তার অনেকটা ঐ রকমই ঘটে। সে তার সব মনের টান নিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে সর্ব্বতোভাবে তাঁকেই তার জগৎ দিয়ে পূজা করতে চায়, আর এই আকুল চাওয়ার ভিতর-দিয়েই তার পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে ঘটে একটা দ্বন্দ্ব,

সংঘর্ষ, কাড়াকাড়ি! কিন্তু সে তার Beloved-এ এতই আপ্রাণ হয় যে তার পারিপার্শ্বিক জগতের প্রত্যেকটির অবস্থা জেনে-শুনে তা'কে এমনতরভাবে adjust করে--যা'তে নাকি সে তার Beloved-কে পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে, উপঢৌকন দিয়ে, পূজায় তৃপ্ত ও তুষ্ট ক'রে সার্থক হয় ;—আর, এর ভিতরই এমনি ক'রেই তার জ্ঞান বা জানা ক্রমশঃ unfolded হ'তে থাকে ; আর, যত এমনতর হয়, সে পারিপার্শ্বিক জগতেও তত তাঁর আধিপত্য infuse ক'রে দেয়—এইতো হ'ল ব্যাপার!

তাহ'লেই, পারিপার্শ্বিকের ভিতর মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন সবই রইল। সে যদি really guided হয়, তাহ'লে automatically তার environment অমনতরভাবে fulfilled হ'য়ে surrender করে। তবেই এখানে ব্যাপারটা সাধারণ বিয়ের চাইতে ঢের superior নয় কি? আর, ধর্ম্ম হ'ল সেই করা, চলা ও বলা—যা' মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে ধ'রে রেখে, uphill becoming-এ accelerate করতে থাকে। মানুষ যদি এ চায়ই, তার যদি এ বাঞ্ছনীয়ই হয়, উন্নতি যদি তার আদরেরই হয়—ঐ করা, চলা ও বলাকে ignore ক'রে, কিছুতেই সে তা' কখনও পেতেই পারে না। তাই, ধর্ম্মকে ignore ক'রে, বাঁচা ও বাড়াকে পাওয়া কিছুতে হবে না। ধর্ম্ম যা'কে বলে তার উপর রুষ্ট হওয়া বা তা'কে ignore করা মানেই হ'চ্ছে জীবন ও বৃদ্ধিকে ignore করা। না বুঝে যদি কেউ বেকুবী করে, সেই বেকুবীর ফল সে-বেকুব ছাড়া আর কে ভোগ করবে?

২

প্রশ্ন। গীতায় আছে যজ্ঞের কথা। 'যজ্ঞ' মানে কী? এই 'যজ্ঞ' কথাটি অতি প্রাচীন কাল হ'তেই ভারতে চ'লে আসছে। অথচ আজকাল পুরোহিতদের তো দেখি—কতগুলি মন্ত্র আওড়াতে আর আগুন জেবলে ঘি ঢালতে। এমন নিরর্থক কাজের আজও কি কোন সার্থকতা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'যজ্ঞ' মানে আমি বুঝি সম্বর্ধনা করা অর্থাৎ মানুষ যা'তে সম্যক্‌প্রকারে বৃদ্ধি পায় তা'-ই করা—সেবা করা, সম্মান করা।* যজ্ঞের এইগুলি প্রধান করণীয় ব'লেই যজ্ঞ করা, পূজা করা—আর, এই যজ্ঞই ছিল আর্য্যজাতির characteristic. তাই, পুরাকাল থেকেই তাঁদের যা'-কিছু করণীয় ছিল, সবের ভিতরেই যজ্ঞ ওতপ্রোতভাবে করণীয়, অবশ্য আচরণীয় ছিল। তা' এই সম্বর্দ্ধনা, সেবা বা পূজা—আগুনে ঘি-ঢালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়েই পারিপার্শ্বিককে চারিয়ে যেত বা অন্য-কিছুর ভিতর চারিয়ে যেত—যে-যে school-এ যেমনতর বিধান ছিল তেমনই তাঁরা করতেন। ফলকথা, এটা ঠিকই—আগুনে ঘি-পোড়ান সেবা, সম্বর্দ্ধনা বা পূজাকে বাদ দিয়ে তাঁরা করেননি। আর

---

* "তারপর ক্রিয়া অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চমহাযজ্ঞের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।"
—ভক্তিযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ

'যজ্ঞ' কথাটি হইয়াছে যজ্-ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় করিয়া। যজ্-ধাতু মানে পূজা করা, সংবর্দ্ধনা করা, সেবা করা। তাই যজ্ঞ মানে পূজা বা সেবা করা। তাই, আর্য্য গৃহস্থের প্রধান করণীয় ছিল পঞ্চমহাযজ্ঞ,—ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ।

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" —গীতা

এইগুলি বাদ দিয়ে যদি কেবল আগুনে ঘি পোড়ানই যজ্ঞ হয়, সে-যজ্ঞ তো ছাইয়ে ঘি-ঢালা।

প্রশ্ন। কিন্তু এই আগুন জ্বালাই বা কেন, আর ঘি ঢালাই বা কেন? এগুলি বাদ দিলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যদের একটা ঝোঁক ছিল দেখা যায় ceremonial something-এর উপর ;—আর এই ceremony-গুলি environment-এর উপর এমনধারা একটা impulse দিয়ে তাদের এমনধারা একটা elevation এনে দিত, যা'তে নাকি proposed করণীয় যা', তা' easily and actively সবাতে carried হ'ত। তাছাড়া, আগুনে ঘি ও উপযুক্ত কাষ্ঠ-চন্দনাদি উত্তম উপকরণ প্রয়োগের ফলে external atmosphere-টা medicated ও ionised particles দিয়ে এমনতর surcharged-হ'ত যা'তে তথাকার সমবেত জনমণ্ডলী vitally elevated হ'য়ে শারীরিক ব্যাধি ইত্যাদি বিপদ-আপদ থেকেও অনেকটা রক্ষা পেতেন। তাহ'লেই দেখা যায়, তাঁদের যা'-কিছু করণীয় ছিল মানুষের সেবা, সম্বর্দ্ধনা বা পূজার জন্যই প্রায়শঃ। তাই তখন সময় ও অবস্থা উপযোগী তাঁরা যা' যা' করণীয় মনে করতেন তা'-ই করতেন। এতে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

প্রশ্ন। এরূপ আচারের আজকালও কি কোনরকম সার্থকতা নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রধান উদ্দেশ্য বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে nourish ক'রে, elevate ক'রে তোলা—এই হ'ল সেবা, সম্বর্দ্ধনা বা পূজা। আর, আমরা যদি আরো সুবিধার ভিতর-দিয়ে এগুলিকে more perfectly serve করতে পারি—সে তো আরো ভাল কথা! আর, ঋষিদের ভিতরও সবাই সব কাজে সব সময়েই যে ঐরূপই করতেন তারও তো কোন নিদর্শন নাই। ফলকথা, করণীয় ঐ-ই—আর তা' যেমন ক'রেই যে পারে।

প্রশ্ন। আজকাল তো দেখি—অনেকে আর্য্যসমাজের revival আনতে

এই আগুন-জ্বালা আর ঘি-ঢালাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। আপনি যে বললেন যজ্ঞের প্রধান জিনিস ঐ সেবা ও সম্বর্ধনা—তার দিকে তা তো তাঁদের কোন নজর নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেদিকে নজর না দিলে যজ্ঞ যে ছাইয়ে ঘি-ঢালাতেই পর্য্যবসিত হয়। তাহ'লে তার ফলও তেমনই হয়—তার ফল ঐ ionised vapour inhale করান ছাড়া আর কি হয় জানি না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, গীতায় আছে—সন্ন্যাস আর যোগের কথা। এই দু'টি কথার সত্যিকার অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যোগ মানে বুঝি আমি কিছুতে attachment, আর এই যোগের ফলেই মানুষের সন্ন্যাস (অর্থাৎ, সম্যক্ প্রকারে মন ও বৃত্তিগুলির ন্যস্ততা) আপনিই আসে।* আর, এই attachment-ও weak, অথচ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে-সন্ন্যাসী—সাজের সন্ন্যাসী ছাড়া আর কতদূর কী তা' ভাল ক'রে বুঝতে পারি না। আপনাদের কাছেই

---

* 'যোগ' কথাটি আসিয়াছে যুজ্-ধাতু—যুক্ত হওয়া হইতে। তাই যোগ মানে attachment.

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" —গীতা ৬।৪৭

'যোগ' আর 'যুক্ততম' এই দুইটি কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে ঐ যুক্ত হওয়া অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

আদিত্যপুরাণেও রহিয়াছে—

"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো মধ্যেকচিত্ততা।"

আরো আছে—

"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥" —ভাগবত ৩।২৫।২৮

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।" —গীতা ৬।৪

শুনতে পাই, গীতায় আছে—

"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥"

প্রশ্ন। 'যোগী' বলতে তো সাধারণতঃ বুঝায় প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা ও চিত্তসংযম প্রভৃতি যাঁরা অভ্যাস করেন তাঁদেরই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন প্রিয়তে মানুষ সাধারণতঃ attached হয়, আর এই প্রিয় মানেই হ'চ্ছে মানুষ যা'তে তৃপ্ত থাকে ;—তার মানেই দুনিয়ায় তা'কে ছাড়া আর কাউকে সে চায় না—আর তার অন্য লাখ চাওয়াগুলি তখনই কেবল নন্দিত হয় যখনই সে তার চাহিদাগুলি আহরণ ক'রে তার প্রিয়কে সম্বর্দ্ধিত করতে পারে।

তাহ'লেই, এই প্রাণায়ামের প্রধান উপকরণই হ'ল সে যা'তে তৃপ্ত হয় তা'কে পেয়ে তৃপ্ত থাকা,—আর এই নিয়ে অন্য যা'-কিছু কসরৎ—যা' নাকি তার being-টাকে আরো sensitively elate করতে পারে—তাই করা। সেইজন্যই আসন, মুদ্রা, পূরক, রেচক, কুম্ভক ইত্যাদির অবতারণা। এটা ঠিকই—কেউ যদি তার প্রিয়তে অটুট ও আপ্রাণ থাকে, আর সে যদি কোন কসরৎ না করে—কেবল তার পারিপার্শ্বিককে নিজের প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা এবং যা'তে প্রিয় সম্বর্দ্ধিত, নন্দিত, জীবন ও প্রাণনে অক্ষুণ্ণ ও পর্য্যাপ্ত হয় এই নিয়েই জীবনটাকে ভাবভঙ্গী ও কর্ম্মে তরতরে ক'রে রাখে, তাহ'লেও সে যে মহৎ গতি লাভ করবে—এ অতি স্থির নিশ্চয়।*

প্রশ্ন। ধ্যান, ধারণা আর সমাধি মানে কী? আবার সমাধি নাকি দুই রকমের—সবিকল্প আর নির্ব্বিকল্প—তাই বা কী? সমাধি হ'লে হয় কী?

---

* "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" —গীতা ১৮—৬৫
"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" গীতা ৬—৪৭

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধ্যান মানে কোন-কিছুর চিন্তা করা—আর ধারণা হয় তখনই যখন এই চিন্তাটা এমনতর তৃপ্তির হ'য়ে ওঠে যে তা' মনে নিরন্তর লেগে থাকে; আর লেগে থাকায় মন যখন তার সমস্ত বৃত্তিগুলি নিয়ে এমনতরভাবে absorbed হয় যা'তে বাইরের impulse-গুলির সাড়া বোধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ লেগে-থাকাকে ভেঙ্গে দিতে পারে না তখনই আসে সবিকল্প সমাধি—'সমাধি' মানে হ'চ্ছে সম্যক্‌প্রকারে ধারণ করা *—যোগদর্শনে যদিও আছে—"যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টা-বঙ্গানি", তথাপি আমার চলতি রকমটার ভিতর-দিয়ে বলবার সুবিধার জন্য এমনতর ক'রেই নিয়েছি।

এই 'ধারণা'র ভিতর আছে কিন্তু দান করা আর প্রীত করা। নিজের যা'-কিছু দিয়ে ধারণা ও দানে প্রীত ক'রে, প্রীতির উদ্দামতায় মানুষ যখন বাহ্যিক সাড়া থেকে একদম বিচ্যুতি লাভ ক'রে, প্রিয়তে মত্ত হ'য়ে প্রিয়র এবং নিজের অস্তিত্বের রেখার বোধও হারায়—তখনই

"ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥
বৃত্তয়স্তু তদানীমপ্যজ্ঞাতা আত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাঃ॥" —অধ্যাত্মোপনিষৎ ৩৫।৩৬

* সমাধি=সম্+আ+ধা-ধাতু (ধারণ করা)+ই।
=সম্যক্ প্রকারে ধারণ করার ভাব।

ধা-ধাতুর মানে আবার—ধারণ করা, দান করা, প্রীত করা। ধ্যান কথাটি হয়েছে ধ্যৈ-ধাতু থেকে। ধ্যৈ-ধাতু মানে চিন্তা করা। আমরা যখন কোন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করি তা'কে বলে ধ্যান। তাই আছে—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" আবার, ঐ চিন্তাটা মনে নিরন্তর যখন লেগে থাকে তারই নাম ধারণা। তাই পাতঞ্জলে আছে—"বিষয়বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" আর, এই ধারণা আরো গভীর হ'লে হয় সমাধি বা সম্যক্ ধারণ। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে আছে—

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ॥"

ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পিত যোগীর সমাধিসিদ্ধি হয়।

আসে নির্ব্বিকল্প সমাধি।* এই সমাধি হ'তে গেলেই তার পথেই মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি—যা' environment-এর সংঘাতে মাথায় অবিন্যস্তভাবে, পর্য্যাপ্তরূপে ইতস্ততঃ নানাভঙ্গীতে consciously, subconsciously ও unconsciously arranged ছিল—সেগুলি adjusted হ'য়ে with solution attachment-কে aggravate ক'রে, প্রিয়তে দানে এবং প্রাণনে মত্ত ক'রে তুলে' পারম্পর্য্যক্রমে জ্ঞানে পর্য্যবসিত হ'য়ে, চৈতন্য-আলিঙ্গনে প্রিয়কে নিয়ে নিঝুম হ'য়ে নির্ব্বিকল্পত্ব লাভ করল। তাই, মানুষ যখন অমনতর সমাধি থেকে ফিরে তার এই being-এ appear করে, তখনই সে একটা অসীম জানার ভাণ্ডার নিয়ে ফিরে আসে।†

প্রশ্ন। এ রকম সমাধি তো আমাদের দেশে অনেকেরই হয় শুনতে পাই—কিন্তু তাদের একটা অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে ব'লে তো বোঝা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহ'লে কি ক'রে বোঝা যাবে তাঁদের ও-রকম সমাধি হয়েছিল? যাঁদের ওরকম সমাধি হয় তাঁদের কথাবার্ত্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গী—সবগুলিই তারস্বরে ঘোষণা করে যে তাঁরা Superman—যদিও তাঁরা নিজে

---

* "এই সমাধির প্রথমাবস্থায় বাইরের impulse-গুলির সাড়া বোধ হ'লেও ঐ ধারণাকে ভেঙে দিতে পারে না। মনের সেই অবস্থাকে বলে সবিকল্প সমাধি। আর, যখন প্রিয়তমে মত্ত হ'য়ে তাঁর এবং নিজের অস্তিত্বের রেখার বোধও হারায়, তা'কেই বলে নির্ব্বিকল্প সমাধি। যোগ বা attachment যদি আমার প্রিয়তমের উপর সম্যক্‌ভাবে ন্যস্ত হয়, তখন পর-পর মনের এই অবস্থাগুলি আসে। তাই যোগশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা, সমাধির কথা রহিয়াছে। Psychology of love বা একাগ্র মনের এই লক্ষণগুলি আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ সূক্ষ্ম বোধের মধ্য-দিয়া বিশ্লেষিত রহিয়াছে এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। একাগ্র মনই সর্ব্ববিধ শক্তির উৎস। তাই এই সকল শাস্ত্রীয় বর্ণনা হইতেই আর্য্যসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ ও প্রাধান্য সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হয়।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" —পাতঞ্জল

† তাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "রাজযোগে" বলিয়াছেন—এই সমাধি হইতে মহামূর্খও মহাপণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

ঠাহর. পা'ন না তেমন, কিন্তু আর সবাই তা' কিছু-না-কিছু ঠাহর পায়ই— অবশ্য এই ঠাহর পাওয়াও যার যেমন, তার তেমন।

প্রশ্ন। তবে যে মহাপুরুষ বা prophet-দের একদল নিন্দুক থাকেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁর environment-এর ভিতর যতরকম disguise থাকে আর এই disguised propensity যা'-নিয়ে বা যা'-দিয়ে—তার গোড়ায় rapping পড়ে ব'লেই তারা আপ্রাণ চেষ্টায় exposed হওয়ার অমূলক ভীতিকে আঁকড়ে ধ'রে persist করতে চায় তাদের সেই ছদ্মবেশে। আর, সেইজন্যই এই ভীতি যাদের বেশী তারা সবসময় এমন coloured spectacles of complex নিয়ে সাবধান হ'য়ে থাকে যেন কেউ তাদের ভিতর আসলের ছিটে-ফোঁটা মেরেও তাদের disguised propensity-কে expose করতে না পারে। তারই ফলে নিন্দুক যারা, কুক্রিয়াশীল যারা, প্রাণপণে তাঁকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করে, এমন কি তাঁর জীবনের উপরও অপঘাত করতে ছাড়ে না।*

প্রশ্ন। তাঁর environment-এর ভিতর disguise থাকে তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Disguise থাকে মানে ভাল-করার নানারকম আবৃত্তি আউড়িয়ে মানুষকে কায়দায় এনে নিজের বৃত্তিস্বার্থপুষ্টির প্রবৃত্তি। আর যেখানে প্রদীপ জ্বলে, তেমনতর জায়গায় যেমন অনেক পোকা-মাকড় এসে আলো-মুগ্ধ নিরীহদিগকে শিকার ক'রে খায়, আলোর কাছে যাওয়ার মতলব ঐ তাদের হ'ল আলো-মুগ্ধদিগকে শিকার ক'রে খাওয়া—তাছাড়া

* "It has occurred not infrequently in history that the greatest leaders have come to a bow end by the hand of some diminutive helots."

—Adolf Hitler

গীতায় শ্রীভগবান্‌ও ব'লেছেন—

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

তাঁর প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁর নিন্দক বহুলোকই ছিল।

আর কোন interest নাই—আর এ করতে হ'লেই আলোর কাছে না-গিয়ে উপায় নেই,—যেতেই হয় ঐ অমনতরই।

প্রশ্ন। গীতায় আছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এরই বা মানে কী? কত রকম ব্যাখ্যাই তো শুনতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'স্বধর্ম্ম' মানে এই বুঝি নিজের temperament with instincts, এক-কথায়—individual characteristic বা বৈশিষ্ট্য-সম্ভূত ঝোঁক! কিছুকে attend করতে হ'লেই, জানতে হ'লেই—এ-কে ignore ক'রে যদি আমরা কিছু করতে যাই তাহ'লে কিছুতেই আমাদের তা' করা বা জানা হ'তে পারে না। কারণ, আমার এই বৈশিষ্ট্যে যা' যা' আছে তা'ই তা'ই নিয়েই আমার থাকা, চলা—অতএব তা'-ই আমার স্বধর্ম্ম, কারণ আমাকে ধ'রে রেখেছে তা'ই তা'ই। সেগুলি ছাড়া আর যা', তা' আমার কাছে একদম unknown বা foreign.

তাই, আমি যদি আমার জানার মধ্য-দিয়ে proceed না করি, তাহ'লে যা' আমার জানা নেই তার impulse-গুলি আমার কাছে হয়তো ধরাই দেবে না। তাই, আমার এই characteristic-এর ভিতর যদি কোন disqualification-ও থাকে তার ভিতর-দিয়েই আমার চলতে হবে—আমার acquisition of qualification-এর দিকে।* তাই, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" মনে করুন, আমি যোদ্ধা, কি আমি নাবিক—স্বভাববৈশিষ্ট্যে। এদের ভিতরের বিপদগুলিকে manage

---

* "The teacher cannot change the hereditary possibilities of pupils; he must accept pupils as he finds them and make the most of them. Even if he succeeds in lifting them to the highest place possible, all the work has to be done over again in the next generation. This non-transmissible feature of education ensures that the mistakes of teachers will not be perpetuated......"you cannot make a silk purse out of a sow's ear, neither can you gather grapes of thorns or figs of thistles."

'Educational Psychology'—Peter Sandiford

করতে না-পারার দরুন যদি আমি মরেও যাই তা'-ও বরং ভাল ; কিন্তু আমার কাছে যা' foreign—যা'-নাকি আমাকে impulse দিয়ে আমার becoming-কে accelerate করতে পারে না, তা' সুন্দর বা সু-অনুষ্ঠিত হ'লেও এ মৃত্যুর চাইতে তা' আমার পক্ষে ভয়াবহ—ওর মানে আমার ঐ-রকম মনে হয়।*

প্রশ্ন। তবে তো কামার, কুমোর, জেলে, বামুনকে চিরদিনই তাই থাকতে হবে—সবার উন্নতির পথই তো তাহ'লে বন্ধ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদি কেউ তাদের principle of affairs-এর ভিতর-দিয়ে approach ক'রে higher becoming-এর পথ না দেখিয়ে দেয়, তবে তো তাদের পক্ষে যা' ছিল তা'-ই থাকা ছাড়া আর উপায় কি ? যে যা'তে accustomed তার ভিতরকার একটা টোটকা কথা যেমনতর solution এনে দেয়, লাখ ভাল কথার বহরও তার কাছে appeal করে না বা কোন ভাবের সৃষ্টি করে না—যদি তার accustomed affairs-এর principle-কে excite ক'রে জোড় না খায়।† আপনি যা'ন না একটু ফাঁকে, খুব বড়-বড়

---

* "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥"
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"—গীতা ১৮—৪৫, ৪৭, ৪৮

† "Experimental Psychology এখনও কোন স্থির উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। সুতরাং মনে হয়, জাতিবিহীন দেশে যেরূপ লোকদিগকে ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেওয়াই হয়, তাহাই করিতে হয়, না হয় এদেশে যেরূপ বংশানুক্রমিক জাতি ও বৃত্তি আছে তাহা করিতে হয়। প্রথমোক্ত প্রথায় কে কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত তাহা জানা যায় না—সুতরাং অধিকাংশই যে কার্য্যের উপযুক্ত নয় তাহা করিতে যায়, বৃথা শক্তি ও সময় ক্ষয় করে ও বিফলতার কষ্টভোগ করে।" 'নারী—পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে'

"Conditioned reflexes never originate spontaneously. They only develop in association with another previously established reflex. In the simplest case, conditioned reflexes are based upon an inborn reflex and

কথার বহর নিয়ে, যার-তার কাছে—আপনাকে পাগল ব'লে সবাই hoot out ক'রে দেবে।

প্রশ্ন। গীতায়ই যে আবার আছে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", তার মানে তবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি যেমন মানুষেরই মতন হ'লেও গরু প্রকৃতির জন্তু—বিদ্যাবুদ্ধিতে কেমন দিগ্‌গজ তা' তো দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, কথাগুলো আয়েস ক'রে জাবর কেটে ফেনিয়ে তোলা যাক, দেখা যাক কি দাঁড়ায়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্' মানে বোধ হয় অনেকগুলি ধর্ম্ম—যা' আমাতে আছে —যে-ধর্ম্মগুলির সমবায়ে আমার এই বৈশিষ্ট্যশীল ব্যক্তিত্ব—যা'-দিয়ে আমার চলনা, চাহিদা, বোধ, উপভোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে। তাহ'লে সেগুলি কী ? আমি বুঝি, প্রবৃত্তি ও তদনুস্যূত সংস্কার। সেগুলিকে পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ যে interest-এর খাতিরে সেগুলি active হ'য়ে আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সে জায়গায় 'মামেকং' মানে একমাত্র আমাকেই 'শরণং'— 'শরণং' মানে রক্ষা করা তো ? আর 'ব্রজ' মানে তো চলা, গমন করা ? তবেই 'মামেকং শরণং ব্রজ' মানে হ'ল—আমাকে রেখে বা আমাকে রক্ষা ক'রে চল, অর্থাৎ তাদের দিয়ে আমাকে পালনে পুষ্ট ক'রে চল।

তার মানেই আমি এই বুঝি—তোমার ভিতর যত-কিছু ধর্ম্মই থাক না কেন, সর্ব্বতোভাবে তাদের interest যেন আমিই হই অর্থাৎ সে-interest-এর initiative-এ যেন আমিই থাকি, আমিই যেন তার নিয়ামক হ'য়ে দাঁড়াই। এক-কথায় হ'চ্ছে—তোমার যা-কিছু চাহিদা, চলনা বা উপভোগ থাকুক না কেন, যত রকম প্রবৃত্তিই তোমার ব্যক্তিত্বকে ধ'রে রাখুক না কেন, সবগুলিতেই আমাকে রেখে চল অর্থাৎ সে-সব-

---

since conditioned reflexes are not hereditary, we must look upon all conditioned reflexes as being an associative development of the unconditioned inborn reflexes which ultimately lie at their root."

—'Sarling's Physiology

গুলিতেই তুমি আমার interest রক্ষা ক'রে চল—আমি যেন তোমার সবগুলিতে মলিন না হ'য়ে পুষ্টই হ'য়ে উঠি—তোমার ব্যক্তিত্বে সেগুলি prevail করলে তাদের নানা interest-এর নানান টানে তুমি different personality-তে disintegrated হ'য়ে ক্রম-মলিনতায় ছিন্ন-ভিন্ন না হ'য়েই থাকতে পারবে না *—কাজে-কাজেই তোমার প্রতিপাদ্য বা অভিধেয় যে আমি—সেই আমি মলিনতায় উবেই যেতে থাকব—আর, ওগুলি আমাতে interested হ'য়ে আমাকে পালন ও পুষ্টির initiative নিয়ে যেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে, with every experience integrated হ'য়ে অটুট ব্যক্তিত্বে অধিরূঢ়ই হ'তে থাকবে,—আর সঙ্গে-সঙ্গে ওগুলির interest, প্রতিপাদ্য বা অভিধেয় এই আমিও পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হব,—তোমার ঐ ধর্ম্মগুলির অভীপ্সিত interest—সেই পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত এই বাণীর বক্তা আমি—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ'—আমার দিগ্‌গজী বুদ্ধির এমনতরই ইয়াদ! আপনি বুঝলেন তো?

প্রশ্ন। আচ্ছা, গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আছে তার মানে কী? কামনাহীন কাজ হয় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কামনাহীন কাজ হয় না বটে, কিন্তু কাজ ক'রে তার ফলভোগে নিজে তৃপ্ত হব বা পদস্থ হব—এ বুদ্ধিদ্বারা guided না হ'য়ে যখন আমার এ কর্ম্মফলদ্বারা আমার Beloved the Great-কে,

---

* "We were continually met by the objection that the worker could never completely attach himself to us as long as his professional and eonomic interests were looked after by men." —Adolf Hitler

গীতায় আছে—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ॥
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

Superior Beloved-কে নন্দিত করব, তৃপ্ত করব, প্রতিষ্ঠা করব—এই রকম প্ররোচনায় যে attitude এবং action আসে, তা'-ই হ'ল বাস্তবপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম। আর, এমনতর হ'লেই মানুষ বাস্তবিক অনাসক্ত in its real essence হ'য়ে ওঠে। * অনাসক্ত মানেই সে তার নিজের জন্য কিছুই চায় না, নিজে কিছুই ভোগ ক'রে সুখী হয় না—কিন্তু চায় সমস্ত universe-এর প্রত্যেক individual-টি পর্য্যন্ত একটা পরম আকুল আগ্রহে তার Superior Beloved-এর জন্য acquire করে, সব দিয়ে তাঁকে তুষ্ট ক'রে—পরমসুখে Beloved-কে উপভোগ করতে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শাস্ত্রে যে আছে কূটস্থ আর তুরীয় অবস্থার কথা—তাদের মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কূটস্থ মানে মননদ্বারা মনকে খুব fine sensation-এ তুলিয়া রাখা—যা'তে সে খুব finest affairs-ও ধরতে পারে।

---

* "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥" —গীতা ১৮—৪৯

অর্থাৎ, সন্ন্যাসের দ্বারা সম্যক্প্রকারে আদর্শে মন ন্যস্ত ক'রে পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ বাসনাবন্ধনযুক্ত বৃত্তিস্বার্থী কর্ম্মের অতীত হয়।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥"
"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

যোগযুক্ত কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিও না, কর্ম্মহীনও হইও না—ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

"To live for oneself is irrational. Therefore, since people existed, they have sought an aim of life outside themselves; and live for their child, their family, their tribe or for humanity." '—What I believe'

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। —গীতা ৯—২৭।২৮

তাই আবার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেও কূটস্থ বলে *—কারণ, কোন fine perception করতে গেলেই brain-cell-গুলি যা'তে easily actively excited হয়, প্রকৃতি automatically তা'-ই করতে থাকে। তাই ভ্রূদ্বয়ের মাঝে চিন্তা করায় brain-cellগুলি সহজেই active হ'য়ে, fine thinking-এর help করে ব'লে ও-জায়গাকে কুটস্থ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে।

আর, তুরীয় এমনতর একটা অবস্থা—যা' নাকি সত্ত্ব, রজঃ, তমের বা স্বপ্ন, নিদ্রা, জাগরণের পার—চতুর্থাবস্থা। † প্রিয়ের চিন্তায় অবিরাম চলতে-চলতে সমাধির ঘনীভূত অবস্থার গাঢ়তম বিলীনতাকেই তুরীয় বলা যায়।

প্রশ্ন। এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মানে কী? প্রায়ই এই কথা তিনটি শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সত্ত্ব মানে আমি এই বুঝি—perfect state of being at ease—যা'-যা' দিয়ে আমরা বেঁচে থাকি সে-সবগুলি at ease যেমনতরভাবে থাকতে পারে, চলতে পারে ঠিক তেমনতরই যথাযথতা; আর, রজঃ আমি তা'কেই বুঝি—being-টা perfectly at ease না থাকে অর্থাৎ যথাযথতায় না থেকে, বিষয় ও ভাবে তদনুপাতিক অনুরঞ্জিত হ'য়ে ইচ্ছার উৎক্রমণে active হ'য়ে ওঠা; আর, তমঃ তা'কেই বলি—

* "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥" —গীতা ১৫।১৬

† আরো আছে "কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।"

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।······অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যম্, অগ্রাহ্যম্, অলক্ষ্যম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং, শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে॥" —মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

"নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্দ্ধি সংস্থিতম্॥" —ব্রহ্মোপনিষৎ

"পঞ্চাবস্থাঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়তুরীয়াতীতাঃ।" —মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ

যখন এই সত্তা বা being কোন-কিছুর দ্বারা obstructed হ'য়ে তার ease থেকে, activity বা willingness থেকে deviated হ'য়ে বা hampered হ'য়ে তার glow-কে গলাচাপা দিয়ে গ্লানিতে বিকল ক'রে তোলে। এই হ'চ্ছে সত্ত্ব, রজঃ, তমের আদত রূপ যা' আমি বুঝি। এই রকমে আমরা তমঃ, রজঃকে অতিক্রম ক'রে, যখনই আয়ত্তে এনে সত্তায় স্বাভাবিকতায় উপনীত হই, সত্তা তখনই সত্ত্বে অধিরূঢ় হ'য়ে দেদীপ্যমান থাকে। *

প্রশ্ন। আবার পাতঞ্জলদর্শনে যে আছে শুনি, 'ঈশ্বরে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ আছে'—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার মানেই হ'চ্ছে তাঁ'তে সব জানার instincts আছে—যে-কোন affair-এ-ই তিনি পড়ুন না কেন, তিনি সবটাকেই conceive ক'রে adjust করতে পারেন। †

প্রশ্ন। আরো আছে—'সেই ঈশ্বরের বাচক প্রণব, তাহা জপ কর, আর তার অর্থ ভাবনা কর'—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনঞ্চ॥' এরই বা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রণব মানে হ'চ্ছে—প্রকৃষ্টরূপে স্তব যাহা দ্বারা হয়।‡

---

* "ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥" —গীতা ১৮—৩৩।৩৪।৩৫

† "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্॥" —পাতঞ্জলদর্শন

‡ "স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।১৪

প্রণব=প্র+নু (স্তব করা)+করণে অ।
=যা উচ্চারণ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি প্রিয়তে অটুট ও আপ্রাণ প্রাণতায় মানুষের মস্তিষ্কের fine sensitiveness বেড়ে ওঠে—আর সে বেড়ে ওঠার একটা symptom হ'ল ভিতরে ওঁ-এর প্রতীক একপ্রকার শব্দ অনুভূত হয়। ইহাকে চলতি কথায় অনাহত নাদ বলে।* আর, এই নাদ হ'ল প্রমাণ—মস্তিষ্কের cell-গুলি sensitively active হ'য়ে উঠেছে। আর, এই sensitiveness দিয়েই object and affairs-গুলিকে বোধ করতে পারা যায়—তাই, এই প্রণব যাঁর বাচক বা বোধক তিনিই ঈশ্বর।

আবার, এই বোধক প্রণবেরও বহু degree বা স্তর আছে—আর এই stages বা degrees যার যত fine, comprehension of fineness-ও তার তত বেশী। আবার, এই প্রণব-জপ এবং ইহা যাহা হইতে আসিয়াছে অর্থাৎ যাঁহার বাচক তাঁহার চিন্তায় বৈধানিক কোষগুলি

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।" —গীতা ৮।১৩

"ওমিত্যেকাক্ষরমইদং সর্ব্বম্।" —মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

* "আমি হই বিকাশ আবার,—
মম শক্তি প্রথম রচনা বাজে মহাশূন্যপথে
শুনি তথা অনাহত নাদ তব ধ্বনি, প্রস্তুত সতত
দাস, সাধিতে তোমার কাজ।"
'বীরবাণী'—স্বামী বিবেকানন্দ

অনাহত নাদ বা শব্দব্রহ্মের কথা শাস্ত্রে বহু উল্লেখ আছে, মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—

"ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ
ইসী মে উঠত ফুহারা॥"

"চংদা ঝলকৈ য়হি ঘট মাহি।
অংধী আখন সুঝৈ নাহি॥
রহি ঘট গাজৈ অনহদ তুর॥"

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হয়—Perception of sound due to auto-stimulation of the auditory nerve centres in the cerebrum.

তদ্রূপে আন্দোলিত হইয়া তেমনতর অবস্থায় গমন করিতে থাকে—তাই ইহার জপ ও ইহার বাচকের চিন্তায় তদবস্থা লাভ করা যায়।

প্রশ্ন। প্রণবের যে বহু degree বা স্তর আছে বললেন সে আবার কি রকম? প্রণব, পরাপ্রণব এমনতর সব কথাও শুনেছি শাস্ত্রে পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, শুনতে পাওয়া যায় এমনতর দূরে থেকে মনোমুগ্ধকর একটা সেতার বাজনা শুনছেন—তা'তে আকৃষ্ট হ'চ্ছেন, আর শোনার আবেগে একটু-একটু ক'রে এগুচ্ছেন। যতই এগুচ্ছেন, ততই বাজনা আরো আপনার কাছে distinct হ'য়ে উঠছে তো? তার ভিতরকার fineness-গুলি তো ক্রমেই একটু-একটু ক'রে টের পাচ্ছেন? এমনি ক'রে-ক'রে যেখানে সেতার বাজছে, তার নেহাৎ সন্নিকটে গিয়ে কি দেখতে পেলেন? যা' পূর্ব্বে-পূর্ব্বে বোধ করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের তফাৎ হ'য়ে উঠবে তো? তাহ'লে ভেবে নিন না—ক্রমে এগিয়ে গিয়ে যেমন টের পাচ্ছিলেন, ঐ সেতার বাজনার তা'-তা' তেমনি-তেমনি স্তর—এই এমনতরই।

প্রশ্ন। এই প্রণবকে আবার সাবিত্রী মন্ত্র বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রণবকে সাবিত্রী বলার কারণ—এই শব্দতরঙ্গ থেকেই যাহা-কিছু সৃষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয়, vital wave of all that has been created—তা' এই শব্দতরঙ্গই। সাবিত্রী মন্ত্র—যাঁ'-থেকে জ্যোতির উদ্ভব হয়েছে, আর সূ মানে হ'চ্ছে প্রসব করা, সবিতা—যিনি প্রসব করেন অর্থাৎ যাঁ'-হ'তে জগৎ প্রসূত হয়েছে—তাই সূর্য্যকে আমরা সূর্য্য আখ্যা দিয়ে থাকি—আর এই জ্যোতি বা সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হ'চ্ছেন সাবিত্রী শব্দ। এই শব্দ হ'তেই সূর্য্য অভিব্যক্ত হয়েছেন—আবার, সূর্য্য হ'তেই পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ যা'-কিছুর উদ্ভব। তাই সাবিত্রী-মন্ত্র ওঁকার জপ এবং তদর্থভাবনাদ্বারা এগুলি আমাদের কাছে সম্যক্

প্রতিভাত হ'তে পারে। সেই জন্য ওঁকারকে সাবিত্রী মন্ত্র বলে ঋষিরা আখ্যা দিয়েছেন। *

প্রশ্ন। এ একটা বোধই মাত্র—purely psychic state, না এটা objectively-ও true, science-এর সঙ্গেও মেলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Objectively-ও true না হ'লে কি psychic fact বা scientific phenomenon হ'তে পারে ? Psychic যা'-কিছু হোক না, তার একটা objective fact থাকবেই—তা' যেমনতরভাবেই হোক। শুনেছি, Gurwitsch vital ray বের করেছিল, আর তার wave-length-ও detect করেছিল—আরো-আরো অনেকে নাকি করেছেন ; চিন্তার wireless wave-ও তো আজ scientific fact হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুনতে পাই।

প্রশ্ন। Subjective আর objective দুই রকম phenomenon-ই তো আছে। যা'-কিছু subjective সবই তো আর objective নয় ? যেমন, ভুত দেখা, ভুতে পাওয়া, waking dreams—এগুলো তো আর বাহ্যিক সত্যি নয়, মনের ভাব হিসাবেই সত্যি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনের ভাব-হিসাবে সত্যি হ'লেও objective কোন-কিছুর জোড়া-তাড়া নিশ্চয়ই !

প্রশ্ন। আপনি একবার বললেন, অনাহত নাদ বা শব্দশ্রবণ হ'চ্ছে brain-cells-এর fine sensitiveness-এর indication, আবার বলছেন, ঐ শব্দতরঙ্গ হ'তেই যা'-কিছু সব সৃষ্ট হয়েছে। এদের সামঞ্জস্য কোথায় বুঝলাম না তো ?

---

* "ওমিত্যেতদক্ষরস্য চৈতৎ। তস্মাদোনিত্যনেনৈতদুপাসীতাজস্রমিতি।"

—মৈত্র্যুপনিষৎ ৬—৪গ

"শশ্বৎ স্থয়মানাৎ স্থর্য্যঃ সবনাৎ সবিতা।" ঐ

"সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিধাস্থিতঃ।
বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে॥" —দক্ষসংহিতা ২

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ সাবিত্রী-মন্ত্র ওঁকার-জপাদি করার ভিতর-দিয়ে, অমনতর চলনা ও চিন্তার ভিতর-দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি এমনতর sensitive ও receptive হ'য়ে ওঠে যা'তে নাকি অনায়াসেই ঐ শব্দতরঙ্গ-গুলিকে ধরতে পারি—আর, ঐ হিসাবে অনেক-কিছু বুঝতেও পারি, করতেও পারি। এইতো ওদের সামঞ্জস্য যা' আমার ইয়াদে আসে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যেরূপ ধ্যানের কথা বললেন, অনেকেই তো আবার মনে করেন কোন-কিছুর মূর্ত্তি-চিন্তার কসরতই ধ্যান। কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি চিন্তা করতে-করতে যদি আমি তা'কে কল্পনায় জীবন্ত দেখতে পাই তা'তে অসীম জ্ঞান আসবে কোত্থেকে? আবার, আমার মনে যে-সব চিন্তার উদয় হয় তা' তাড়াতে চেষ্টা করলেই কি ধ্যান হয়? ধ্যান কেমনতর চিন্তা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধ্যান মানে আমি যা' বুঝি—চিন্তন, মনন, চিন্তা করা, মনন করা।* ধ্যান করতে গেলেই যা' ধ্যান করব তা'তে চাই interest, inclination—একটা অদম্য urge. সেই urge and interest-সম্ভূত চিন্তা অর্থাৎ যা'তে আমার interest আছে, urge আছে তদ্বিষয়ক চিন্তা—

---

* আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি বা নিরন্তর
স্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে।"

—ব্রহ্মসূত্র, ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র

"ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবাস্মৃতিঃ।"

—ব্রহ্মসূত্র, রামানুজ ভাষ্যে প্রথম সূত্রের ভাষ্য

"What-interest-us and what-we-attend-to are synonymous terms."

—William James

"চেতসো বর্ত্তনঞ্চ তৈলধারাসমং সদা।" —দেবী ভাগবত, ৭।৩৭।১১

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥" —পাতঞ্জলদর্শন

"ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ॥" —পাতঞ্জলদর্শন

যে চিন্তায় আমরা engaged না হ'য়েই পারি না, যা' না করলে ভালই লাগে না, তা' করতে গেলেই আমার পারিপার্শ্বিকের প্রতিপ্রত্যেক চিন্তার ভিতর ঐ আমি যাঁ'তে interested তাঁরই interest বের করতে একটা স্বতঃ-অনুসন্ধিৎসা আমাদের পেয়েই ব'সে থাকে। আমরা তখন ঐ অনুসন্ধিৎসা দিয়ে পারিপার্শ্বিকের যে ছাপগুলি আমার মাথায় মজুত আছে সেইগুলিকে আমার ঐ interest-মাফিক বিশ্লেষণ করতে থাকি—মননে নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে, সমাধানের ভিতর-দিয়ে, সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে ঐ interest-মাফিক তা'কে অনুকূলে বাগিয়ে নিতে চেষ্টা করি। আবার, যখন এমনি ক'রে বাগিয়েই ফেলি,—তা' বাস্তবতায় পরিণত করবার প্রলোভনে সেগুলিকে যা'তে বাস্তবভাবে আয়ত্ত করতে পারি, ঐ মনন-চোঁয়ান বুদ্ধি ও বিবেচনা-মাফিক সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করি।

এই করার থেকেই আমাদের আসে experience. Experience মানে আমি বুঝি—to try out. আবার, experience-এর resultant-গুলি হ'চ্ছে আমরা যা'কে অনুভূতি বলি তার সত্যিকার রূপ।* এমনি ক'রেই আমাদের জগৎখানার প্রতিপ্রত্যেক যা'-কিছুগুলিকে ঐ interest, ঐ চিন্তন-মননের ভিতর-দিয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার তরজমায়, নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে, অনুকূলে adjust ক'রে বাস্তবতার experience ও অনুভূতিতে শ্রেষ্ঠ বা ইষ্টকে সম্যক্‌প্রকারে ধারণ করা বা ধারণায় আনা হ'চ্ছে সমাধি। মানুষের যখন এই সমাধিলাভ হয়, সে তখন ঐ অমনতরই জ্ঞান-চৈতন্যের অধিকারী হ'য়ে থাকে। আর, ঐ রকমের শ্রেষ্ঠ-চিন্তাকেই আমি ধ্যান ব'লে থাকি। 'ধ্যান' কথাটাও নাকি এসেছে ধ্যৈ-ধাতু থেকে—ধ্যৈ-ধাতু মানেও নাকি চিন্তন, মনন।

* অনুভূতি=অনু+ভূ-ধাতু+ক্তি। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও করার পশ্চাতে যাহা হয় তাহাই Experience বা অনুভূতি।

তাই, আমরা ধ্যান করতে গিয়ে অন্য যত সব চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়ে বা ignore ক'রে যদি চলতে থাকি, তাহ'লে কিছুদিন পরে দেখতে পাব—mal-co-ordinated motor-sensory-র incoherence-এ ক্রমে-ক্রমে একটা ক্ষ্যাপা বা পাগলের মতন বা অসাড় জড় স্থবিরের মতন irresponsible, improper চিৎ-ওয়ালা হ'য়ে উঠেছি। তাই, ধ্যান মানে কিন্তু অমনতর চাপা দেওয়া বা ignore করা নয়কো, বরং চিন্তাগুলিকে শ্রেষ্ঠ-স্বার্থে এনে বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে integrated ক'রে তুলে'—তারই সম্যক্ ধারণা।

তা'-ছাড়া, আমার মস্তিষ্ক-জগতে যত দেবদেবীই দেখি না কেন,—আলো, জ্যোতিঃ ও শব্দের অশেষ সমাবেশই হোক না কেন, তা'তে যদি একটা শ্রেষ্ঠ-সার্থকতা না থাকে, সেগুলিকে তৈরী করা ব্যাধিও বলা যেতে পারে।* তা' বরং ব্যাধিরই সমাধি—এই যা' আমি বুঝি।

প্রশ্ন। সাংখ্যদর্শনে আছে—'প্রকৃতি আর পুরুষ হ'তে জগতের উৎপত্তি হয়েছে'—তার মানে? বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব তো বোঝা যায় কিন্তু পুরাণ আর দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব পড়তে গেলে তো মাথাই খারাপ হ'য়ে যায় মনে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর। জানার ভিতর-দিয়ে মিলিয়ে না নিতে পারলেই মাথা খারাপ হওয়ারই তো কথা। 'প্রকৃতি' মানেই হ'চ্ছে তা'-ই, যা'-দ্বারা প্রকৃষ্ট-

---

* "আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠম্ প্রাপয়তি।" —ছান্দোগ্য ৪।৯।৩

"যথা জাতান্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তস্মাৎ সদ্‌গুরুকটাক্ষলেশবিশেষেণাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি।"

—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ

পাতঞ্জলে আছে—

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।"

ঈশ্বরে প্রণিধান না হইলে সমাধিতে সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরে অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে সর্ব্বভাবার্পণই ঈশ্বর-প্রণিধান।

র‍ূপে করা হয়—আর 'প‍ুর‍ুষ' মানে হ'চ্ছে তা'-ই যা' নাকি প‍ূরণ করে।* তাই, 'প্রকৃতিপ‍ুর‍ুষ' মানে, যা-দ্বারা প্রকৃষ্টর‍ূপে করা হয় তা'কে যে প্রকৃষ্টর‍ূপে প‍ূরণ করে, fulfil করে বা enliven করে, affinity-ওয়ালা সমান অথচ বিপরীত-সত্তা—যেমন electric battery-র positive ও negative pole. কিছ‍ুর output বা becoming হ'তে গেলেই affinity-ওয়ালা দ‍ু'টো opposite-এর প্রয়োজন, প্রকৃতি-প‍ুর‍ুষও তা'-ই।

প্রশ্ন। ঠিক-ঠিক ব‍ুঝতে পারলাম না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভেবেই দেখ‍ুন না আপনাদের Chemistry-র hydrogen gas আর oxygen gas;—যেই proportion-মাফিক দ‍ু'টো এক সাথে মিলেছে, অমনি third object জলের অভ্যুত্থান—এই এমনতরই সব।†

প্রশ্ন। আবার উপনিষদে আছে—বিদ্যা আর অবিদ্যা। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বিদ্যা' মানে আমি ব‍ুঝি জানা, আর 'অবিদ্যা'

---

* 'পুরুষ' কথাটি হইয়াছে পৃ-ধাতু (পূরণ করা) + কর্তৃ উষ—অর্থাৎ, যিনি অন্যের অভাব পূরণ করেন তিনিই পুরুষ।

"Each has what the other has not; each completes the other and is completed by the other." —John Ruskin

"The man and the woman are each organs, parts of the other. And in the strictest scientific, as well as, in a mystical sense, they together are a single unit, an individual entity, there is a physiological as well as a spiritual truth in the words 'They twain shall be one flesh'."

—Marie Stopes

"তদমন্তং তদদ্বেধাভুদূরিতমেকং রক্তমপরম্। তত্র যদ্রক্তং তৎ পুংসোরূপভূৎ। যদূরিতং তন্মায়ায়াঃ। তৌ সমগচ্ছতঃ। তয়োর্বীর্য্যমেবমনন্দৎ। তদবর্দ্ধত। তদণ্ডমভূদ্বৈমম্। তৎ-পরিণমমাণমভূৎ। ততঃ পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত।' —অব্যক্তোপনিষৎ

† "দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥" —মনু-সংহিতা ১—৩২

মানে না জেনে বৃত্তি-বুভুক্ষার করা। উপনিষদে যে আছে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"— তার মানে আমি বুঝি, করার ভিতর-দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ'য়ে, জানাদ্বারা অমরত্ব লাভ করা।

প্রশ্ন। করার ভিতর-দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হব কেমন ক'রে ? কেউ কি কখন তা' পেরেছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার মানেই হ'চ্ছে—যা' জান না অথচ দেখতে পাচ্ছ, তাই নিয়ে নাড়া-চাড়া কর,—কি, কেমন বা কেমন ক'রে তা'—লেগে থেকে বুঝতে চেষ্টা কর। এমনি করতে-করতে তার মরকোচগুলি সব তোমার ইয়াদে নিয়ে এসো—আর এমনি ক'রে তোমার জানায় নিয়ে এসে, তা'কে তোমার বাঁচা-বাড়ার অনুকূল ক'রে অর্থাৎ তোমার মরণকে প্রতিহত করতে পারে এমনতর ক'রে অনুকূলে নিয়োজিত কর। যে যতদূর যা' পেরেছে, তা' তো এমনি ক'রেই—এ বাদ দিয়ে কেউ কিছু করেছে বা করতে পেরেছে, তা' তো আমার জানা নেইকো—আপনাদের কি কিছু জানা আছে ?

প্রশ্ন। আমাদের শাস্ত্রে তো দেখতে পাই কতগুলি কথারই মার-প্যাঁচ—অথচ অন্যান্য ধর্ম্মে তো philosophy বেশী দেখা যায় না। তাদের আছে Ideal বা prophet আর তাঁর বাণী ও তদনুযায়ী কর্ম্ম। শুধু আমাদের ধর্ম্মই এমনধারা দুর্ব্বোধ্য কথায় ভরা কেন ? অথচ করার বেলায় তো কেউ কিছুই করে না !

শ্রীশ্রীঠাকুর। Ideal—তাঁর বাণী, আর with attachment তাঁর wishes and interest fulfil করা—এই হ'ল becoming-এর practical formula. তা'কে practice করতে হবে, work out করতে হবে—আর এই work out করতে-করতেই ওসব philosophy আপনা-আপনিই আসে ;—ওসব নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার কথা কি কোন আর্য্যশাস্ত্রে আছে ?

প্রশ্ন। আমাদের শাস্ত্রে আছে—

"শাস্ত্রেষু কথিতা হ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেকুবের মত perception-এর ব্যাপার শুনে নিয়ে যদি ধ্বস্তাধ্বস্তি করা যায়, তাহ'লে যা' work out করলে being accelerated হয়, তা' কি ক'রে আসবে? আরে, তুই যদি জানতে চাস্ তো বিধিমত becoming-এর formula-টাকে work out ক'রে চল্—আপনা-আপনি যার যেমনতর instinct বা temperament, ক্রমে-ক্রমে পারম্পর্য্যানুসারে জানাগুলি এসে পড়বে।

প্রশ্ন। তবে লোকব্যামোহকারক যে শাস্ত্র তা' দিয়ে আমাদের অনর্থ ছাড়া তো আর কোনই লাভ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ওরে শালার ডাকাত! শাস্ত্র মানে কী? যা' শাসন করে তাইতো?* যেমন ক'রে যা' হয়, তা' না ক'রে তা' হবে না—এই হচ্ছে শাসন। তাই, ঐ উপদেশগুলির নাম হয়েছে শাস্ত্র। শাস্ত্রের মাথা-ধড় বাদ দিয়ে শুধু ল্যাজা অর্থাৎ ফল নিয়ে টান পাড়াপাড়ি যারা করে, তারা তো লোকব্যামোহকারী হবেই? যেমন ক'রে যা' পাব তা' না ক'রে পাওয়ার প্রতি ব্যামোহকারী অতিলোভ শাস্ত্রকে অমনতর ক'রেই ভাবিয়ে থাকে বা দেখিয়ে থাকে। শাস্ত্রে আছে, গরুর দুধ অতি সুস্বাদু বলকারক ও মস্তিষ্কবর্দ্ধক—এখন গরু বলতে গাভীও বুঝায়, ষাঁড়ও বুঝায়। স্বাদের লোভে যদি এখন ষাঁড়ের অণ্ডকোষ ধরে টান পাড়াপাড়ি করি, তাহ'লে দুধ তো পাবই না,—গুঁতোনীর চোটে জীবন থাকে কি যায়! দুধ খাওয়ার লোভে এমনতর তরও সইল না—ঐ শাস্ত্র খুঁজে দেখি, কিরকম গরুতে দুধ পাওয়া যায়, ষাঁড়ের অণ্ডকোষ টেনে হয়রান

* 'শাস্ত্র' শাস্-ধাতু হইতে হইয়াছে। শাস্-ধাতু মানে শাসন করা। তাই, শাস্ত্র মানে যাহা বা যদ্দ্বারা শাসন করে। শাস্ত্রের আর এক নাম অনুশাসন, যেমন "অথ যোগানুশাসনম্।"

হ'য়ে মহাপণ্ডিতি ভাষায় শাস্ত্রকারের চোদ্দপুরুষের মাথায় জুতো মারতে লাগলাম—বলতে লাগলাম, এমনতর লোকব্যামোহকারী শাস্ত্রের কথা শুনে লাভ কী? তা'তে শাস্ত্রেরও কিছু হ'ল না, দুধেরও কিনারা ঘটল না—হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা ঝেড়ে হয়রান-পেরেশানী হওয়াই সার হ'ল।

প্রশ্ন। প্রাণায়াম মানে কী? বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাণায়াম করলে শক্তিবৃদ্ধি হয়। কিন্তু দেখতে তো পাই, শক্তি কমতে আমাদেরই কমলো—পাশ্চাত্য দেশের প্রাণায়াম না ক'রেও কেমন অফুরন্ত শক্তি!

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রাণ মানে হ'চ্ছে যা' দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বাঁচা যায় অর্থাৎ, the vital energy by which the physique is enlivened with moving growth. আর, 'আয়াম' বলতে বুঝি—যা' দিয়ে জীবনীশক্তি সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহ'লে প্রাণায়াম মানে হ'ল জীবনীশক্তির সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ। *

আবার, এই জীবনীশক্তির প্রধান একটা functional symptom-ই হ'চ্ছে libido বা সুরত † অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে রত বা ক্রীড়াশীল হওয়ার ঝোঁক—tendency to unification that begets an active move. তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে, এই libido বা সুরতই হ'চ্ছে জীবের জীবত্ব। আর, এ

---

* প্রাণায়াম মানে প্রাণের আয়াম। 'আয়াম' কথাটি আ-পূর্ব্বক যম্-ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, আয়াম মানে সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ।

† Libido বা সুরত হ'চ্ছে আমাদের সমগ্র সত্তার একটা ঝোঁক বা টান।

"The sexual expression corresponding to hunger not being found colloquially, science uses the expression 'Libido'."

'Three Contribution to the Theory of Sex'

—Freud

"For general use, the word 'Libido' is best translated by 'Craving'."

'Journal of Abnormal Psychology' Vol. IV, 6

—Prof. J. J. Putnam

ঠিকই—মানুষের এই libido যখনই stunted, bruised, damaged বা distorted হয়, তখনই মানুষের vital flow ক্রমশঃই খিন্নের দিকে চলতে থাকে। আবার, এই libido যেখানে তৃপ্ত হ'য়ে অভিনিবেশ-সহকারে তোষণ, পোষণ ও শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠামুখর হ'য়ে থাকে সেখানেই দেখা যায় life, love and vigour-এ মানুষ সমৃদ্ধ হয়।

তাহ'লেই প্রাণায়ামের প্রথম এবং প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে একটা higher বা superior কোন tangible কিছুতে সংবদ্ধ হওয়া—যা'তে তৃপ্ত হ'য়ে higher becoming-এ চলতে পারা যায়। তবেই দেখুন, tangible superior কিছুতে libido-কে তৃপ্ত করাতে হ'লে চাই এমনতর একজন মানুষ যাঁর প্রতি অনুরক্তি, ভক্তি বা আসক্তিবশতঃ প্রাণের টানে তাঁর wishes-গুলি fulfil করতে গিয়ে আনন্দের সহিত spontaneously becoming-এর পথে চলতেই হয়—আর, এই চলাই তার নিজেকে life, love and vigour-এ successfully সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে।

মানুষের বৃত্তিগুলি environment-এর impulse-এ excited হ'য়ে কত রকমে, কত ভাবে, বিভিন্ন কত বিষয়ের সংঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে vitally stunted হ'তে থাকে—তার কোন ইয়ত্তা নেই ;—এমনি ক'রেই Ideal না থাকার দরুন, fixity of purpose হারিয়ে অজানিতভাবে অবশ আতঙ্কে সর্ব্বনাশের কোলে গা ঢেলে দিয়ে হতাশাপূর্ণ অবসন্নতায় নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

আবার, এই বৃত্তিগুলি মানুষের tendrils of libido-র উপর environment ও individual-এর প্রলুব্ধ ও বিকৃত রাগদ্বেষসম্ভূত বিভিন্ন impulse-এর সংঘাতেই মস্তিষ্ককোষের নানারকম সমাবেশ-সমন্বয়ের সহিত সৃষ্ট হ'য়ে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের উদ্বোধনে দুনিয়ায় থাকে ও চ'লে বেড়ায়। এই রাগদ্বেষ-সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বৃত্তি-সহকারে নানা সংঘাতের

সংস্পর্শে এসে যখন যেমনতর বিষয়ে গমন করে, উপভোগ করে, আকৃষ্ট বা উৎক্ষিপ্ত হয়, শারীরিক বিধানগুলিও সেই সংঘাতে নানারকমে আন্দোলিত হ'য়ে নানারকম চঞ্চলতায় পরিবর্ত্তিত হয়,—আর, তারই একটা প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে irregularity of breathing—শ্বাস-প্রশ্বাসের বৈষম্য। যখনই দেখা যায়, মানুষ কোন elevative প্রিয়তে অনুরক্তির সহিত engaged ও absorbed হ'চ্ছে,—লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে regulated হ'য়ে আস্তে আস্তে gravity of absorption অনুযায়ী ক্রমে স্থিরত্বের দিকে যাচ্ছে। আর, এই observation হ'তেই ধীমানেরা মনকে স্থির করার একটা mechanical process আবিষ্কার করেছেন—সতর্কতার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে control করা।

তাই, আমি বলি, যার Superior Beloved নেই, অর্থাৎ Superior Beloved-এ আপ্রাণ অনুরক্তি নেই*—যাঁ'কে ভাবতে, যাঁর wishes-গুলি fulfil করতে তার প্রাণশক্তি উপচে ওঠে না, সে যদি mechanically শ্বাস-প্রশ্বাসকে control করতে যায়—রেচক, পূরক, কুম্ভকদ্বারা—তার তো সমূহ বিপদেরই সম্ভাবনা। শারীরিক বিধান তার সহজেই বিধ্বস্ত ও রুগ্ন হ'তে পারে।

আর, যদি Superior Beloved-এ অমনতর আপ্রাণ অনুরক্তি থাকেই, তবে তো প্রাণায়াম—মানুষ তাঁ'তে যতই absorbed হ'য়ে উঠছে—ততই অজানিতভাবে আপনা-আপনিই হবে ; মোটের উপর কথা হ'চ্ছে এই—কোন Superior Individual-এ যদি কারও এমনতর অনুরক্তি থাকে, যাঁর মননে তার তৃপ্ত ও সহজ-উদ্দীপ্তি-সহকারে absorbed হওয়ার knack থাকে—সে যদি একটু-একটু প্রাণায়াম অভ্যাস করে, এই mechanical process তা'কে অনেকটা নির্ব্বিঘ্নে acceleration-এর

* Superior Beloved বা সদ্‌গুরু ব্যতিরেকে প্রাণায়াম ইত্যাদি শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিনিয়ন্ত্রণ ভেবে নিয়ে যদি হঠকারিতা করা যায়, তবে তাহার ফল বিপজ্জনক।

দিকেই নিয়ে যেতে পারে। নতুবা কিন্তু যা'-তা ক'রে প্রাণায়াম করা সুবিধাজনক নয়—আর, প্রাণায়ামে উল্লিখিত কারণ-প্রযুক্তই শক্তির সংবৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।

মানুষ কোন Ideal-এ imbued হ'লেই, libido তৃপ্ত হওয়ার দরুন, তার vital energy stunted বা distorted না হ'য়ে upheaval of energy ঘ'টে থাকে—তা' পাশ্চাত্য দেশেই হোক আর এ দেশেই হোক। তা'-ছাড়া প্রাণায়াম, as a breathing exercise, সতর্কতার সহিত, একটু attentive হ'য়ে করতে পারলে circulation বা রক্তচলাচলকে accelerate ক'রে tissue-তে more oxygenated blood জুগিয়ে metabolism-কে বাড়িয়ে শরীরের পুষ্টিসাধন করে, আর lungs বা ফুসফুসকেও অনেক সবল ক'রে তোলে। *

প্রশ্ন। আর আসন ও মুদ্রা কী? ওসব করলে হয়ই বা কী? এদেশে অসংখ্য লোক ধর্ম্মের নামে ব'সে-ব'সে ঐ-সব কত-কী করছে—ফল যে কী হ'চ্ছে তা' ভগবানই জানেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর। আসন ও মুদ্রা আর কিছুই নয়—physical manipulation-এর দ্বারা psychical change ঘটান।† যেমনতর

---

* আর, শুধু as a breathing exercise যদি সাবধানতার সহিত ইহা করা যায়, তবে শারীরিক পুষ্টি সাধিত হয়; কারণ, শরীরাভ্যন্তরে অতিরিক্ত Oxygen যাওয়াতে শরীরের অধিকতর পরিপোষণ ও পুষ্টি হয়। ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও শরীরবিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

† "আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্॥" —ঘেরণ্ড সংহিতা

"মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব॥" —ঘেরণ্ড সংহিতা

"মুদং কুর্ব্বন্তি, দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।

তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যাঃ কুলেশ্বরী॥"—কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭।৫৭

† আসন ও মুদ্রাকে Psycho-physical Exercise-ও বলা যেতে পারে। শারীরিক ব্যায়ামাদির মধ্য-দিয়াও আমাদের মনকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

আছে—আমরা যদি রাগের বা কামের action, attitude and expression করি—physically—তাহ'লে আমাদের মনেও সেই-সেই বৃত্তিগুলি excited হ'য়ে ঐ-ঐ ভাবের উচ্ছলতা ঘ'টে থাকে। তাই, শাস্ত্রে নানারকম ভাবের আবির্ভাব করানর উদ্দেশ্যে বহুরকমের আসন ও মুদ্রার উল্লেখ আছে;—তা'-ছাড়া তার দরুন মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ'ও অনেকাংশে ঘটে থাকে। এই আর্য্যাবর্ত্তে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার culture এতই হয়েছিল যে জীবন ও বৃদ্ধির তিলমাত্র অনুকূল ব্যাপারও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ব'লে গৃহীত হয়েছিল। বস্তুতঃ, প্রত্যেকে কিছুই প্রত্যেকের করণীয়—তা' ব'লে কোন-কিছু জবরদস্তি ছিল ব'লেও মনে হয় না।

প্রশ্ন। প্রত্যাহার মানে? এসব যৌগিক প্রক্রিয়ার এদেশে এত বাহুল্য কেনই বা হয়েছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন বিষয়ে actively attached বা engaged হ'য়ে মনের যে-কোন বৃত্তিকে ignore ক'রে তা'-থেকে aloof হওয়াকে প্রত্যাহার ব'লে জানি।* মনে করুন, লোভের বিষয় লোভের বৃত্তিকে আপনার ভিতরে এমনতর excite করেছে যা' আপনার পক্ষে নেহাৎই অমঙ্গলজনক। আপনি তা-হ'তে aloof হওয়ার উদ্দেশ্যে, with action and expression, লোভের সংস্রব নাই এমনতর বিষয়ে ঐ লোভবৃত্তিকে

---

* "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য সরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥" —পাতঞ্জলদর্শন

"ততঃ পরমবশ্যতা ইন্দ্রিয়াণাম্॥" —সাধনপাদ, ৫৪।৫৫

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রত্যাহারমনুত্তমম্। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কামাদিরিপুনাশনং ॥ ১ ॥ ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২ ॥ পুরস্কারং তিরস্কারং সুশ্রাবং ভাবমায়কং। মনস্তস্মান্নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৩ ॥ সুগন্ধো বাপি দুর্গন্ধো ঘ্রাণেষু জায়তে মনঃ। তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৪ ॥ মধুরাম্লকতিক্তাদিরসগাদি যদা মনঃ। তস্মাৎ প্রত্যাহরেদেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৫ ॥" —ঘেরণ্ড সংহিতায়াং চতুর্থোপদেশঃ

"বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনোনিরোধনং প্রত্যাহারঃ।" —মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ

ignore ক'রে engaged হ'লেন—যাতে ঐ লোভবৃত্তি আপনার মনের উপর আর কোনরকম তরঙ্গ বিস্তার ক'রে বিব্রত করতে পারল না। আমি একেই প্রত্যাহার ব'লে জানি।

পৃথিবীর সকলেই—consciously-ই হোক আর unconsciously-ই হোক—প্রয়োজনানুরূপ প্রত্যাহারকে অবলম্বন ক'রেই থাকে। যাঁরা experienced তাঁরা consciously-ই কায়দাটুকুকে বেশ ক'রে এস্তামাল ক'রে নিয়েছেন। যেখানেই দরকার, তাঁরা সেখানেই ইহা এই রকমেই apply ক'রে থাকেন,—আর, এতে যেমনতর সুবিধা হয় তাই হয়ে থাকে।

৩

প্রশ্ন। তন্মাত্র, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ কথাগুলির মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'তন্মাত্র' মানে the 'instincted' energy from which evolves a specific species, অর্থাৎ, অনুস্যূত শক্তি যাহা বিশেষ সমাবেশের দরুন বিশেষ-বিশেষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে—আমি তাহাকেই 'তন্মাত্র' বুঝি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই factor-গুলি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদির function-এর ভিতর-দিয়া underlying 'instincted' energy-র উপর যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে তাহাই সেই-সেই ভূতের 'তন্মাত্র'।

আর, সেই energy-রই একটা special সাড়াপ্রবণতার function-কেই 'চিত্ত' বলে। মনে করুন—আপনার environment-এর কোন বস্তু আপনার ভিতরে তদ্বিষয়ে যে বোধের সৃষ্টি করিল—তাহা আপনার ভিতরকার চিত্তকে বস্তুর নিজের রকমে আন্দোলিত করিয়াই। আর, আপনার এই normal 'instincted' flow of life-কে disturb করার দরুন আপনার ভিতরে যেমনতর sensation-এর সৃষ্টি হইয়া মস্তিষ্কে যে রেখা রাখিয়াছিল তাহাই আপনার 'বোধ'—আর মস্তিষ্কে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া রাখিল তাহাই 'স্মৃতি'। এই স্মৃতিকে ইচ্ছাদ্বারা অনুধাবন করিয়া যাহা করিতেছেন, তাহাই আপনার 'বুদ্ধি'—বিচার বা বিবেচনা।

আর, 'অহংকার' হ'ল ঐ 'instincted' energy যেমন-যেমনভাবে evolved হ'য়ে শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে পর্য্যবসিত হয়েছে তাহারই একটা সমবেত unit. আর 'মন' হ'চ্ছে—বাহ্যবস্তু-সংঘাত আপনার সত্তা বা vital 'instincted' energy-কে আন্দোলিত ক'রে যে-সমস্ত দাগ বা বৃত্তিমালা সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই একটা thrilling সমাবেশ, ইহা ছাড়া বেশী কিছু বুঝিতে পারি না।

প্রশ্ন। আবার আছে "দীক্ষা নেওয়া"। তার মানেই বা কী, আর প্রয়োজনীয়তাই বা কী? ওদের দেশে তো এ-সব বালাই কিছু নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। "দীক্ষা নেওয়া" মানে হ'চ্ছে—কাজের ভিতর-দিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির অনুপূরক জানাকে অর্জ্জন করা।* তাহা হইলেই যিনি করিয়া জানিয়াছেন তাঁহাতে attached হইয়া অনুকরণ করা ছাড়া জানার উপায় আর কী হইতে পারে? ইংরাজীতে initiation কথারও root-meaning নাকি to go in. তাহা হইলে দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী, ইহাতেই বুঝিতে পারেন। যে যেখানে যা' যেমনভাবে শিখিয়াছে তা' এই রকমেই। এখনও ওদের দেশে শুনতে পাই, অমুক অমুকের ছাত্র—university degree-র চাইতে যেন অমুকের pet student এটা more honourable and precious. †

প্রশ্ন। আচ্ছা, মন্ত্র নেওয়া মানে কী?

---

* "দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥"
"দিব্যভাবপ্রদানাচ্চ ক্ষালনাৎ কল্মষস্য চ।
দীক্ষেতি কথিতা সদ্ভির্ভববন্ধ-বিমোচনাৎ॥" কূলার্ণবতন্ত্রঃ ১৭।৫১
"দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ।
সদ্‌গুরোর্দ্দর্শনাদেব সূর্য্য-পর্ব্বে চ সর্ব্বদা॥
শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্য্য কদাচন॥" —পুরশ্চরণোল্লাসতন্ত্রঃ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২০৩ পৃঃ, গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ
"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥" —তন্ত্রসার

† "তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমুচ্যতে।" —ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম সূত্র—শাঙ্কর ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাহার অনুধাবন ও অনুসরণে মন জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপক কোন-কিছু হইতে অপসারিত হইয়া উন্নতিতে অধিগমন করে তাহাই মন্ত্র।*

প্রশ্ন। বীজমন্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, কুলগুরু—এ-সব কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'বীজমন্ত্র' মানে formulated symbol—যাহা work out করিতে-করিতে জানাকে অর্জ্জন করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত হওয়া যায়। আর, 'সিদ্ধমন্ত্র' সেই-রকমের যাহা-লইয়া অভ্যাসের ফলে তাহা চরিত্রগত হইয়া সহজ প্রকৃতিতে অধিরূঢ় করাইয়া দেয়। আর 'কুলগুরু' তিনিই †—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এক সত্তাবোধে যিনি জ্ঞান, কর্ম্ম ও সমৃদ্ধিতে স্থির হইয়াছেন কিংবা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যত gradation আছে, যিনি তার

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—

"ভগবান শঙ্কর বলেন, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরু'র ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর নিদেশবর্ত্তী হয় তা'কেই ঐরূপ বলে।"

* মন্ত্র—"মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ।"

মননাত্তত্ত্বরূপস্য দেবস্যামিততেজসঃ।

ত্রায়তে সর্ব্বভয়তস্তস্মান্মন্ত্র ইতীরিতঃ॥ —কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭।৫৪

† "জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।

ক্ষিত্যপ্‌তেজো বায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥

ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।

কুলাচারঃ সঃ এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্—সপ্তমোল্লাসঃ, ৯৯, ১০০

অর্থাৎ, জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, আকাশ, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু 'কুল' নামে অভিহিত। এই সকল বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ তাহাই কুলাচার, আর ঐ কুলাচার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ।

এই কুলাচারবিৎ যিনি তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু মানে প্রচলিত কুলের বা বংশের গুরু নহে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আরো রহিয়াছে—

"সিদ্ধমন্ত্রাঃ স্বসিদ্ধিদাঃ"

সবগুলি জানিয়া শান্ত হইয়াছেন তিনিই কুলগুরু বা কৌলগুরু। আর 'গুরু' তাঁকেই বলা যায়, যিনি জানিয়া জানাইতে পারেন—শব্দ, ভক্তি, স্তুতি ইত্যাদি দ্বারা কোন-কিছুকে digest করিয়া বা হজম করিয়া মানুষকে তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন যিনি তিনিই গুরু।*

অর্থাৎ, সিদ্ধমন্ত্র মানে, যে মন্ত্র সুসিদ্ধি প্রদান করে। সিদ্ধমন্ত্র মানে আবার সিদ্ধপুরুষ-দত্ত মন্ত্রও হইতে পারে—যিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র।

আরো আছে—

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ-প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি॥"

আর, 'বীজমন্ত্র' কথাটিরও একটা হেঁয়ালির মত আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আছে। গুরুর প্রতি একানুরক্তি লইয়া মানুষ দীক্ষান্তে নামজপ ও ধ্যান-যাজনাদি যখন যথাবিধি করিতে থাকে, তখন তাহার মস্তিষ্কের কেন্দ্রসমূহ স্বতঃ-উত্তেজিত হইয়া বাহিরের আঘাতজনিত কোন শব্দ না হইলেও অন্তরুত্তেজনায় শব্দ বোধ করিতে থাকে। এই শব্দসমূহ যখন শ্রুত হয় তখন বোঝা যায়, সাধকের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রসমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা auto-stimulation of the auditory centre বলি। এই শব্দ-শ্রবণের একটা স্তর-পারম্পর্য্য আছে। একাগ্রতার প্রথম স্তরে ঘণ্টাশব্দবৎ 'ক্লীং' জাতীয় শব্দ শ্রুত হয়। এইরূপে একাগ্রতার ক্রম-গভীরতায় স্বতঃই হ্রীং, ওঁ প্রভৃতি নানা শব্দের বোধ হইতে থাকে। একাগ্রতাজনিত ঐ অনুভূত শব্দানুকরণে যে নাম বা মন্ত্রগুলি ঐ একাগ্রতার ও ঐ মানসিক অবস্থার উদ্দীপনার জন্য দীক্ষা লইয়া আমরা যথাবিধি জপ করি তাহাদিগকেই বলে বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রগুলি ঐ অনুভূত অনাহত নাদেরই বাচনিক প্রতিরূপ—যাহা বিধিমাফিক জপ করিলে আমরা একাগ্রতার ঐ উচ্চস্তরে উন্নীত হই।

* "উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥" —অগম সংহিতা
"আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টম্ প্রাপয়তি।"
—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪।৯।৩

"If we turn to Buddha we find him with his 'Arhats' to whom his sacred teachings were given. The Hebrew had his "Schools of the Prophets" and his Kabbalah. The Schools of Pythagoras and those of the Neo-Platonists kept up the tradition for Greece. The Pythagorean had pledged disciples as well as an outer discipline."

'The Ancient Wisdom'—Annie Besant

প্রশ্ন। তারপর বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের পরে এক-একটি অনুস্বার লাগিয়ে কতকগুলি মন্তর করা হয়েছে—সেইগুলিরই বা তাৎপর্য্য কী? আবার মন্ত্রের সঙ্গে আরো কী সব যন্ত্র আছে—তারই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক-এক রকম stimulus-এ এক-এক জীব এক-এক রকম শব্দ করিয়া থাকে। এই শব্দ হইল stimulus-দ্বারা যেমনতর sensation সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই expression, বাচক বা বর্ণ। মানুষ যেমন-যেমন stimulus-এ যেমনতর শব্দ করিয়া থাকে, সেই শব্দ হইল সেই sensation-এর বর্ণ বা রূপ। আবার, মনে-মনে এই মন্ত্র জপ করিয়া স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর ঐ রকম stimulus সৃষ্টি করিতে পারিলেই তেমনতর sensation, feeling ও observation ঘটিয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে বীজমন্ত্র যাহাকে বলে তাহা তদাত্মক stimulus-এরই বাচক বা বর্ণ—আর, এই উদ্দেশ্যেই উহা জপ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। *

"আচার্য্যবান পুরুষো বেদ।"
"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" —তন্ত্রসার

* যেমন শাস্ত্রে আছে—

"শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং।
প্রথমং ঝিঞ্ঝী নাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং॥
মেঘঝর্ঝর-ভ্রমরী-ঘণ্টাকাংস্যন্ততঃ পরং।
তুরীভেরীমৃদঙ্গাদি নিনাদানক-দুন্দুভিঃ॥
এবং নানাবিধো নাদো জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"

—ঘেরণ্ড সংহিতা, ৭৮—৮১

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, 'যন্ত্র'—যাহা তান্ত্রিক বা যৌগিক ক্রিয়ায় psychical change ঘটাইবার জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য এই—light, shade and colour-এর এমনতর সমাবেশ করা যাহার উপর মনোনিবেশে move-এর উপর এমনতর একটা peculiar change ঘটায় যাহাতে যে উদ্দেশ্যে তাহা রচনা করা হইয়াছে তাহার পরিপূরণে স্নায়ুর উপর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, মনকে নানা aspect হইতে সংকুচিত করিয়া ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা করা। সেই জন্যই শাস্ত্র উহাকেও গ্রহণ করিতে ছাড়ে নাই।*

"আমূর্দ্ধং বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদুত্থিতঃ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা॥
ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
ব্যোমরন্ধ্রগতে বায়ৌ চিত্তে চাত্মনি সংস্থিতে॥
যোগিনস্তৎপরে হ্যত্র বদন্তি শমচেতসঃ।
তদানন্দী ভবেৎ দেহী বায়ুস্তেন জিতো ভবেৎ॥"

—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্, ৫৭—৫৯

আরো আছে—

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনম্॥
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্ম্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভরম্।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥"

—শিব-সংহিতা, ৪৬—৪৮

এই বর্ণিত শব্দগুলিই অনাহত নাদ। ইহারই অনুকরণে বীজমন্ত্রসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

* "যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং মন্ত্রাত্মা দেবতৈবহি।
দেহাত্মনোর্যথা ভেদা যন্ত্রদেবতয়োস্তথা॥" —শব্দকল্পদ্রুমঃ
"আদৌ লিখেদ্ যন্ত্ররাজং দেবতায়াশ্চ বিগ্রহম্।
কামক্রোধাদি-দোষোত্থসর্ব্বদুঃখনিয়ন্ত্রণাৎ॥
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ।
বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তান্ত্রিক ক্রিয়া যে বললেন তার মানে কী? তন্ত্র কী? বৈদিক ক্রিয়া আর তান্ত্রিক ক্রিয়া তো শুনি বিভিন্ন রকমের—ইহাদের সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তন্-ধাতু মানে হ'চ্ছে বিস্তার—তাতে 'ত্র' যোগ ক'রে হয়েছে তন্ত্র। তন্ত্র মানে হ'চ্ছে যাহা দ্বারা বিস্তার লাভ করা যায়। আবার, এই তন্-ধাতু উ-প্রত্যয় ক'রে হয়েছে তনু—মানে শরীর, অর্থাৎ যা' জন্মাবধি বিস্তার লাভ করে, বাড়তে-বাড়তে চলে।*

আবার, এই তন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় through physical manipulation যথাযথ psychical attitude-কে আমন্ত্রণ ক'রে বিস্তারের conception-কে গজিয়ে তোলা—এমনতর ক'রে বিস্তারের conception মানুষের ভিতর গজিয়ে তোলে—ব'লে ওর নাম হয়েছে তন্ত্র—যে-শাস্ত্রদ্বারা নিজেকে বিস্তারের conception-এ আনা যায় বা উপনীত করা যায়।

আর, বিদ্-ধাতু মানে হ'চ্ছে জানা, জ্ঞান। বৈদিক শব্দটি হয়েছে 'বেদ' শব্দে ইক-প্রত্যয় ক'রে—তার মানে হ'চ্ছে জানাকে অধিগমন করেছে এমন। তার মানে—through observation জানা, আর যে-ক্রিয়াদ্বারা observation-এর ভিতর-দিয়ে যথাযথরূপে জানা যেতে পারে—তাই হ'চ্ছে বৈদিক ক্রিয়া।

দুঃখনিয়ন্ত্রণাদ্ যন্ত্রমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ
ইতি যন্ত্রপূজাপ্রাধান্যম্॥

* তন্ত্রস্য লক্ষণম্। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ তন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্। তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রানাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ। উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তন্ত্রাণাং কল্পসংজ্ঞিতম্॥ সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ। কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্॥ শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্। হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসাঞ্চৈব লক্ষণম্। রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ। ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্॥ ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে। —শব্দকল্পদ্রুমঃ

জানতে হ'লেই—দেখা-করার সমন্বয়ী চলনে চ'লেই জানতে হবে—এটা মহৎ সত্য। আর তাই, তান্ত্রিক ক্রিয়াই হোক আর বৈদিক ক্রিয়াই হোক—সবেরই প্রতিপাদ্য বিষয় হ'চ্ছে জানা,—আর জেনে জীবন-বৃদ্ধির অনুকূলে এনে, পোষণীয় পুষ্টিদ ক'রে যা'-কিছুকে ব্যবহার করা,—আর এমনতর করতে পারাই হ'চ্ছে অধিগমন ক'রে আধিপত্য স্থাপন করা—ঈশত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। তাহ'লে বৈদিক ক্রিয়া ও তান্ত্রিক ক্রিয়া জানাকে attend করার রকমফের মাত্র—এই তো আমি যা' বুঝি! আবার এটাও হয়েছে, কি-রকম psychical state-এ কেমনতর physical pose ও posture হয় তারই observation-এর ফল থেকেই, আমার মনে হয়—তাই তন্ত্র বৈদিক যুগেরই পরবর্ত্তী প্রসব।

প্রশ্ন। আবার আছে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। সুষুম্নার রন্ধ্রপথে নাকি হেলেদুলে কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধ্বগামিনী হ'য়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ওঠে—এর মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইড়া, পিঙ্গলা—sympathetic autonomic cerebro-spinal nervous system; আর সুষুম্না—spinal cord-এর ভিতরের যে ফাঁক মস্তিষ্কের ভিতর-দিয়ে frontal lobe-এর base-এ এসে ভ্রূদ্বয়ের junction-এর সমান্তরালে মস্তিষ্কের centre-এ শেষ হয়েছে--আর এই ফাঁক spinal fluid দিয়ে ভরা। *

কোন-কিছুর প্রতি grave attachment ও বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়ার সমাবেশ motor ও sensory nerve-এর stimulation-এ ঐ fluid-এর

* "যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। ঐ মেরুমজ্জার বামভাগে ইড়া, দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা। আর, যে শূন্য নালী মেরুমজ্জার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে তাহাই সুষুম্না।" 'রাজযোগ'—বিবেকানন্দ

"সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিণী।
ইড়া তিষ্ঠতি বামেন পিঙ্গলা দক্ষিণেন তু॥
তয়োর্মধ্যে পরং স্থানং যস্তং বেদ স বেদবিৎ।" —ক্ষুরিকোপনিষৎ

"মূলাধারাদারভ্য ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং সুষুম্না সূর্য্যাভা।" —মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ

ভিতর একরকম fine আন্দোলন সৃষ্টি করে, আর, attachment-এর intensity-র অনুপাতে এই আন্দোলন কম-বেশী হয়। আর, তদ্দরুন sexual stimulation-জাতীয় একরকম sensation-ও বোধ করা যায়। এই আন্দোলনের দরুন মস্তিষ্ক ও মেরুর কোষগুলিও stimulus পেয়ে excited হ'তে থাকে। তার ফলে, কোষগুলির sensitiveness-ও বেড়ে যায়, আর উহাদের অন্তর্নিহিত impulse-গুলিও excited হওয়ার দরুন নানারকমে বোধগম্য হ'তে থাকে। আবার, এই motor ও sensory nerve-এর stimulus-এর তারতম্য-অনুযায়ী নানারকম শব্দ ও জ্যোতির আবির্ভাব হ'তে থাকে। এ-সব কোষগুলির এবং higher nerve centres-এর sensitiveness-এরই indication.

হেলিয়া-দুলিয়া কুণ্ডলিনী * ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করেন,—তার মানেই হ'চ্ছে এই thrilling of the spinal fluid হওয়ার দরুন brain-cells sensitive ও active হ'য়ে ওঠে। হেলিয়া-দুলিয়া গমন করা হ'চ্ছে spinal fluid-এর আন্দোলন হওয়ার দরুন যে sensation হয় তাই। আর, ইহারই ফলে brain-cell-গুলি sensitive ও active

---

* "যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হ'ন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য-দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক-এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের পর স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে; আর, সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্যদর্শন ও অদ্ভুত শক্তিলাভ হইতে থাকে।" 'রাজযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ

"তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা স্যাৎ মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্॥ ১৮
দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকম্।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ॥ ২০

—শিব-সংহিতা, দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

এই ব্রহ্মবিবর দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে সহস্রারে গমন করতঃ পরমব্রহ্মে মিলিত হয়েন। এই হেতু ইহা ব্রহ্মবিবর, ব্রহ্মপথ বা ব্রহ্মরন্ধ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হওয়ার দরুন যে finer vision ও perception-গুলি* সংঘটিত হয় সেইগুলিই ব্রহ্মানুভূতির অঙ্গ। আর, Ideal-এ grave attachment থাকার দরুন ওগুলি আরো accelerated তো হয়ই—moreover একটা continuous tension থাকার গতিকে cell-গুলির activity ও sensitivity-র সঙ্গে একটা ingrained receptivity-ও grow করে।

প্রশ্ন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—ষট্‌চক্রের ভিতর কত কি আছে জানিও না—তাদেরই বা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Spinal cord বা মেরুদণ্ডের যে-যে অংশ হ'তে nerve plexus with ganglia বেরিয়ে স্নায়ুর জাল বিস্তার ক'রে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে—সেই-সেই অংশই এক-একটা চক্র—যেমন cervical plexus, dorsal plexus, humbar plexus, sacral plexus, আর base of the cerebrum—যা'কে বলে আজ্ঞাচক্র।† মনঃসংযোগ দ্বারা ঐ এক-

---

* "ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা। অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা॥ গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে। অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥ গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে॥ গুরু-প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ। তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ। গুরুসন্তোষ-হীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন॥" —শিব সংহিতা

† ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নাং সা সমাশ্লিষ্য দক্ষনাসাপুটং গতা॥ ২৫
পিঙ্গলা নাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্য বামনাসাপুটং গতা॥ ২৬
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
যট্‌স্থানেষু চ যট্‌শক্তিং যট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ॥" ২৭

—শিব সংহিতা, দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

"মেরু-মজ্জা কটিদেশস্থ মেরুদণ্ডাংশস্থিত কতকগুলি অস্থির পরেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তথা হইতেও একটি সুসূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে ঐ স্থানে খুব সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral plexus) অবস্থিত। আজকালকার শরীরবিধান-

একটা region-কে excite ক'রে স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে তেমনতর stimulus দিয়ে তাদের sensitiveness ও receptivity-কে বাড়িয়ে তোলা। এই difference of stimulus-এর দরুন যেমন-যেমন ভাব ও বোধ ঘ'টে থাকে তাই হ'ল ষট্‌চক্র-ভেদ। ষট্‌চক্রকে different finer and finer planes বললে যেন আমার ভাল লাগে।

প্রশ্ন। ভাব ও বোধ তো ঘটে বাইরের জগতের সংঘাতে নানা কাজের ভিতর-দিয়ে। ঐ-রকমে স্নায়ুজাল excite করলে আমাদের সুবিধা কি হয়—যার জন্য মানুষ আমাদের দেশে সব ছেড়ে-ছুড়ে একটা বিকৃত জীবন যাপন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের মস্তিষ্ক যেমনতর sensitive ও receptive, জাগতিক সাড়াও আমরা তেমনতর গ্রহণ করতে পারি—মস্তিষ্কে তাদের impression-ও তেমনতরই থাকে, আর তদনুরূপই বিবেচনা ও বিচারে আমরা সমর্থ হই। কারণ, ঐ বোধই হ'চ্ছে জগৎ-সম্বন্ধীয়, আমাদের দর্শন। এই দর্শনটা যত gross হবে, imperfect হবে, আমাদের বোধ, বিবেচনা, বিচারও যেমনতর gross ও imperfect হবে—এটা তো ঠিকই।

আর, যদি আমরা কোনক্রমে মস্তিষ্কের সাড়া নেওয়া ও সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে অভ্যাসের দ্বারা at ease খুব powerfully sensitive ও receptive ক'রে তুলতে পারি, আমাদের দর্শনও হবে তত keen ও অন্তর্ভেদী, আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচার-শক্তিও তদনুপাতিক সূক্ষ্ম,

---

শাস্ত্রের (Physiology) মতে, উহা ত্রিকোণাকৃতি। ঐ সমুদয় নাড়ীজালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে অবস্থিত ; উহাদিগকেই যোগিগণের ভিন্ন-ভিন্ন পদ্মস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগীরা বলেন, সর্ব্বনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম পর্য্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা এই পদ্মগুলিকে পূর্ব্বোক্ত নাড়ীজাল বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আজকালকার শরীর-বিধান-শাস্ত্রের দ্বারা অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে।"

'রাজযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ

সহজ ও যথাযথ হ'তে পারবে—এ তো বুঝতে পারেন? তাহ'লেই দেখুন কি সুবিধা,—আর এটা কেমনতর বিকৃত জীবন;—এটা যদি বিকৃত জীবন হয় তবে আর সুকৃত জীবন কোন্‌টা তা' তো বুঝতে পারি না!

প্রশ্ন। আবার আমাদের বর্ত্তমান সমাজে তো বহু দেবদেবীর পুজো হ'চ্ছে—তার ভিতর মনঃকল্পিত কালী, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিও আছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব এঁরাও আছেন। দেবতা মানেই বা কী, আর দেবদেবী পুজা করলেই বা হয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি service দিয়ে মানুষের বা জীবের interest-কে elevate ক'রে being ও becoming-কে accelerate করতঃ মানুষের মনে জাজ্জ্বল্য ও দীপ্তিমান থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাদের দেবতা—আর বিষ্ণু, নারায়ণ, কালী, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর পুজা মানে—কেউ hero, কেউ বা manifested energy of the Almighty—তাঁদেরই worship করা। আর, এঁদের worship করলে আমরাও ঐ-ভাবে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে সাফল্যে উপনীত হ'তে পারি—worship-এর গোড়ার উদ্দেশ্যই হল এই। এঁরা Almighty নয়কো, দেবতা। এঁদের ভিতর-দিয়ে আমরা এমন-কি Almighty-র coast-এও উপনীত হ'তে পারি—যেমন যীশু বলেছেন, "I am the way, the truth, the life."

প্রশ্ন। আচ্ছা, আমাদের বর্ত্তমান গুরুজনদের পুজো করলে ঐ সব অতীত ও কল্পিত দেবতা-পুজার কোন আবশ্যকতা আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কেন, শাস্ত্রেই তো আছে, "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।" তাই ব'লে দুনিয়ার কোন-কিছুকেই neglect ক'রে ফেলে রেখে জানার পাল্লাকে বধির অন্ধ ক'রে রাখা কি উচিত? দেবদেবী অথবা hero ইত্যাদির তো কথাই নাই!

প্রশ্ন। তপস্যা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-কিছু সিদ্ধির মানসে তার অন্তরায়গুলি অপনোদনের জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম, বিধি ও বিবেচনার আগুনে তা'দিগকে নিঃশেষ করাকেই তপস্যা বলে।*

প্রশ্ন। কেউ নাকি হাজার বছর তপস্যা করেছে, কেউ দশ হাজার বছর—এ সব কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'তপস্যা' কথার উদ্ভবই হয়েছে তাপের থেকে। কোন-কিছুতে লেগে থেকে তার আয়ত্তে যখনই আমরা কৃততৎপর হই, তখনই আমাদের ভিতরে তাপ, heat-এর সৃষ্টি হয়—আর সেই heat-এই আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি excited হ'য়ে ওঠে—তারা impression নিতে থাকে, আর impression-মাফিক বিবেচনা চ'লে আরো-আরো invention-এর দিকে নিয়ে যায়। এই জন্য তপস্যার মাহাত্ম্য অত ক'রে মুনি-ঋষিরা বলেছেন। ফলকথা, হাজার-হাজার বছর তপস্যা কেউ ক'রে থাকেন বা বংশপরম্পরা ধ'রে হাজার-হাজার বছর ধ'রেই ক'রে থাকেন বা শত-শত বা দু'চার বছর ধ'রেই ক'রে থাকেন,—জানা ছিল না, এমনতর কোন তথ্য আবিষ্কার করতে হ'লে যেখানে যেমনতর সময় লাগতে পারে বা লেগেছিল তা' লেগেছিলই; কিন্তু সে তথ্য বা'র করার পর তা'কে পরবর্ত্তী যাঁরা

---

* "তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেচনম্॥
... ...
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥"
—মনু সংহিতা, ১১—২৩৫, ২৩৬, ২৩৯

attend করেছেন, তাঁদের আর তা' লাগেনি—এ-কথা ঠিকই। তাঁরা খুঁজেছিলেন দিশ্বিদিক্ পথহারার মতন।

তারপরে, তাঁরা অতিকষ্টে হয়তো তাঁদের চাহিদাকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন ; কিন্তু আয়ত্তে আনার পর তাঁদের অনুসরণ ক'রে যাঁরা আয়ত্ত করার চলনায় চলেছিলেন তাঁদের আর অমনতর কিছু হয়নিকো। আবার, আয়ত্ত করার পর, দিশ্বিদিক্ পথহারা উন্মাদী খোঁজগুলিও যে জানাকে অর্জ্জন করেছিল তাও সার্থকতা লাভ করেছিল—আর তা' ক'রেও থাকে। এ যুগেও কি অমনতর হয় না ? আপনাদের কাছে শুনি, photography নাকি এখনও perfection-এ আসেনি—এমনতর আরো কত কি আছে। অদম্য উন্মাদের মতন জ্ঞান-বুভুক্ষুরা with great tenacity and intensity তার পেছনে লেগেই আছে—আবার কত-কত নূতন-নূতন তথ্যের দরজাও মানুষের চোখের সামনে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এ কি একটা আজগুবি কথা ? এ তো চিরদিনই হ'য়ে আসছে !

প্রশ্ন। মানুষ নাকি দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির জন্য তপস্যা করে ? দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যখন তার ইষ্টে এমনতর তৃপ্ত ও তুষ্ট হ'য়ে থাকে যখন তার এই তৃপ্তি বা তুষ্টিকে বিপরীত বা বিরোধী কোন-কিছু একদম টলাতে পারে না—বাস্তবিকপক্ষে তখনই তার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হ'য়ে থাকে। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কিন্তু এ-কথা নয়কো—দুঃখের অস্তিত্বই তার কাছে নেই, বরং কোন দুঃখই তার কিছুই করতে পারে না, অথচ সে দুঃখকে জানে এবং অবলীলাক্রমে সুখে manage করতে পারে। অথবা, নিবৃত্তি মানে দুঃখের বৃত্তিকে (অর্থাৎ, মানুষের unmanageable instinct that occurs directly from ignorance due to weakness and abuse of endeavour which deprives one from attaining prosperity and a position

of successful enjoyment) নিরোধ ক'রে, adjust ক'রে ঐ instinct-এর অপলাপ করা। তবে এ হতে তাই এল—upheaval of flow of libido—যা' নাকি মানুষের প্রিয়কে সার্থক করবার জন্য pessimistic attitude-কে বিধ্বস্ত ক'রে তাঁকে প্রতিষ্ঠার উপভোগে উপভোগ করবার জন্য indomitable optimistic মন নিয়ে চলে!

প্রশ্ন। সংসার অনিত্য, তাইতো মানুষ নিত্যানন্দ লাভ করতে চায়! নিত্যানন্দ-লাভ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিত্যানন্দ * মানে এই বুঝি—একটা unyielding zeal of becoming which glows through overcoming resistance with the pleasing thrill of enjoyment maintaining a normal constancy—কোন circumstance-এই যা' রুদ্ধ হ'তে পারে না—তা' এমনতরভাবে চরিত্রগত হওয়া যা' নাকি Superior Beloved-এ rightly adjusted love থেকে সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে—আর নিত্য মানে constant, unchanging.

প্রশ্ন। কৃপা মানে কী? ভগবানের কৃপা লাভ করলে মানুষের মুহূর্ত্তে নাকি সব হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান বা ইষ্টে এমনতর করা যা'তে নাকি অমনতর

* 'আনন্দ' কথাটি আসিয়াছে—আ-পূর্ব্বক নন্দ্-ধাতু হইতে। নন্দ্-ধাতু মানে সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধির ভাবই আনন্দ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—

"স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ
সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ।" ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ঋদ্ধিশালী, সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি, সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ তাহাই মানুষের পরম আনন্দ।

পাওয়াটা spontaneously হ'য়ে থাকে—সাধারণতঃ তা'কে কৃপা ব'লে জানি।*

প্রশ্ন। তবে যে বলে 'অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু'—তার মানে? আমাদের করা না হ'লে যদি পাওয়া না ঘটে তবে আর কৃপা হ'ল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁ'কে fulfil করার জন্য মানুষ আপ্রাণ হ'য়ে চলতে থাকে এমনতর interested—যাঁ'কে পূরণ ও পোষণ করাই জীবনের উপভোগ ও আরাম, যেখানে পাওয়ার কোন প্রশ্নই নাই, করার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা ও তদনুপাতিক কর্ম্ম যার মস্তিষ্ককে উদ্দাম ক'রে রেখেছে, সেখান থেকে সেই রকমে interested যে, সে যদি কিছু পায়—সাধারণতঃ সে কী ভেবে থাকে? যাঁতে interested তিনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ভেবে মানুষ আনন্দে উৎসর হ'য়ে ওঠে না কি?

প্রশ্ন। বৈরাগ্য, নির্ব্বাণ, মোক্ষ—এ কথাগুলির সত্যিকার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে সমস্ত instinct ও বৃত্তি জীবনপ্রবাহকে খিন্ন করিয়া অজ্ঞতায় পরিসমাপ্ত করে, তাহাদিগকে with solution adjust করিয়া, জানার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া, চরিত্র হইতে একদম অপসারিত করতঃ বাঁচা ও বৃদ্ধির প্রবাহকে সতেজ ও নিরন্তর করাকেই আমি নির্ব্বাণ বলিয়া জানি। নির্ব্বাণ কিন্তু জীবনকে একদম খতম করিয়া দেওয়া নয়।

আর, ইষ্ট বা প্রিয়পরমে ঐকান্তিক আসক্তি বা ভক্তিবশতঃ ঐ আসক্তি বা ভক্তিকে যাহাই অপঘাত করিয়া অবশ করিয়া তোলে, তৎপ্রতি যে স্বাভাবিক অরতি তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য।†

---

* 'কৃপা' কথাটি হইয়াছে কৃপ্-ধাতু+ঙভা+আপ্ যোগে। কৃপ্-ধাতু মানে সামর্থ্য, যোগ্যতা। তাই যে-সামর্থ্য বা যোগ্যতার ভাব আমাদের মধ্যে যথাবিধি 'করা' এনে দেয় তাকেই 'কৃপা' ব'লে থাকে। সাধারণতঃ আমরা 'কৃপা' কথাটি কিন্তু না-ক'রে বা বিপরীত ক'রে পাওয়া অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকি।

† "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হং উপযুক্ততঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।

আবার, যখনই কোন বৃত্তি মানুষকে influence বা entice করিয়া ইষ্ট হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইতে পারে না, বরং সেগুলিকে adjust করিয়া আধিপত্যের সহিত তাহার ইষ্টপ্রতিষ্ঠার উপকরণ করিয়া কাজে লাগাইতে সিদ্ধহস্ত হইয়া ওঠে—তখনই প্রকৃতপক্ষে সে মোক্ষে অধিষ্ঠান করে—আর তাহাকেই আমি মোক্ষ বা মুক্তি বলিয়া জানি।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি কথা এক সঙ্গে ব্যবহার করে কেন—এরা তো বরং অনেকটা পরস্পর-বিরুদ্ধ? এর মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' করলে বা যেমন চললে মানুষের বাঁচা-বাড়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেই করনা ও চলনার ভিতর-দিয়ে মানুষের পাওয়া আসে, তার চাহিদাগুলি fulfilled হয়—আর এই fulfilment দিয়ে কামনাগুলি সিদ্ধ হ'তে থাকে—আর এই কামনা-সিদ্ধি হ'তেই বৃত্তির disintegrating tension-এর বিরতি automatically উপস্থিত হ'য়ে সহজভাবেই মোক্ষ এসে হাজির হয়। তাই, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গই হ'চ্ছে ইষ্টানুরাগ। ইষ্টানুরাগের আকর্ষণে মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে তাঁরই ইচ্ছাকে fulfil করার অমোঘ আত্মপ্রসাদী টানে চাহিদা, বাসনা ও কামনা ইত্যাদিকে নিয়োজিত ক'রে থাকে—আর তার ফলেই বৃত্তিগুলি ইষ্টপ্রীতিমুগ্ধ সম্বেগী হওয়ায় মানুষ বহু আকাঙ্ক্ষার দিগ্-বিদিক টানে বহুধা disintegrated না হ'য়ে ইষ্টে integrated হ'তে থাকে। তখন বাসনা বা কামনা আর বিনাশের কারণ না হ'য়ে ইষ্টপ্রীতি-উদ্দীপনায় মোক্ষকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। তাই, ইষ্টানুরাগেই আছে মানুষের ধর্ম্ম, আর এই ধর্ম্মতেই আছে—অর্থ বা চাহিদা—আর চাহিদার

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগে বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

আকৃতির থেকেই আসে বাসনা বা কামনা; আর এগুলি যখনই করার ভিতর-দিয়ে ইষ্টপ্রীতিকামা হ'য়ে ওঠে, মানুষ তখন থেকেই সিদ্ধ-কাম হ'য়ে মোক্ষে উত্তীর্ণ হয়।*

প্রশ্ন। ঋষি কা'কে বলে? মুনি আর ঋষির তফাৎ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি মনন-কল্পনায় বিষয় বা বস্তুর ধর্ম্মে অধিগমন করিয়া with fact and reason জানাকে অর্জ্জন করিয়াছেন তিনিই মুনি। আর, with sensation and perception সাক্ষাৎকার করিয়া ঐ অধিগমনকে যিনি বাস্তব করিয়া তোলেন তিনিই ঋষিপদবাচ্য—তাই যাঁহারা ঋষি তাঁহারা spontaneously মুনি তো বটেই।†

প্রশ্ন। ভক্তি কাহাকে বলে আর মুক্তিই বা কী? "ভক্তি দিতে কাতর হই, মুক্তি দিতে কাতর নই"—মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Superior Beloved-এ অদম্য constant আসক্তিকেই ভক্তি বলা যায়—যা'তে নাকি higher becoming-এ accelerated হয়।‡ তখন মানুষের complex-গুলি তার প্রিয়পরমের

---

* "ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। 'স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ' ইতি।" —শ্রীরামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য

"এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মৃতির সংতানতা বা একতানতা রূপ যে ধ্রুবা স্মৃতি তাহাই ধ্যান। যখন এইরূপ নিরন্তর সাগ্রহ স্মৃতিলাভ হয় তখন সমস্ত গ্রন্থির মোচন বা মোক্ষ হয়।"

† "ঋষ্‌ দর্শনে।"

"ইহাই ঋষিনামের সার্থকতা। অর্থাৎ, ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বা প্রচারক।" 'উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ত্ব)'—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌

আর, "মনুতে (জানাতি) যঃ স মুনিঃ।"

মন্‌+ই=মুনিঃ —শব্দকল্পদ্রুমঃ

‡ "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" —শাণ্ডিল্যসূত্র, ১ম অধ্যায়, ২য় সূত্র

"ইষ্টে স্বারসিকো রাগঃ পরমাবেষ্টিতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

প্রতি আসক্তিকে disturb করিতে পারে না, বরং adjusted হইয়া তা'কে accelerate করিতে থাকে। তখনই মুক্তি আসিয়া নানারকমের ভিতর-দিয়া নানারকমে তাহার প্রিয়কে উপভোগ করিতে-করিতে infinite becoming-এ চলিতে থাকে। তাহ'লে attachment যখন undisturbed অর্থাৎ ঐ attachment-কে কেহ কিছুতেই যখন disturb করিতে পারে না, তখনই ভক্তি অবাধ হয়—তাই, এই অবাধ-ভক্তি দুরারাধ্য।*

কিন্তু কোন এক purpose-এ infused ও imbued হইলে যখনই অন্য কোন বৃত্তি মানুষকে disturb করিতে পারে না, তখনই মুক্তির অধিকারী হওয়া যায় †—এমন কি physical manipulation-এর দ্বারা

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

* "ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ। ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞান-যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ।" —নারদসূত্র

"এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে।" —শ্রীরামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য

"প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষোবিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি।"
পাতঞ্জলদর্শন, ২৩শ সূত্রের ভোজবৃত্তি

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ন্মাপসর্পতু।" —বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

"ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়। 'অজ্ঞলোকদের ইন্দ্রিয়বিষয়ে যেরূপ মহান্ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়'।" 'ভক্তিযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥" —গীতা

† "কখন কিছুতে যখন তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না তখন তুমি মুক্ত।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥" —ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

action and attitude-কে mould করার অভ্যাস করতে-করতেও ও-রকম হ'তে পারে। তাই গানের পদে আছে, "মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই"।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সাধনাই বা কা'কে বলে, আর সিদ্ধিই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন-কিছু আয়ত্ত করতে বারবার অভ্যাস করাকেই সাধনা বলে—আর তা' চরিত্রগত হলেই সিদ্ধি হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। সন্ধ্যা মানে কী? আপোমার্জ্জন, আচমন, অঘমর্ষণ, তর্পণ, গায়ত্রীজপ, সূর্য্যোপস্থান—সন্ধ্যায় এগুলি করি কেন? প্রতি দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পঞ্চযজ্ঞ নিত্যকরণীয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'সন্ধ্যা' মানে—কোন বিষয় লইয়া সর্ব্বপ্রকারে কেবল তাহারই চিন্তা করা। তাই ইষ্টবিষয়ক যাহা-কিছু লইয়া নানাপ্রকারে তাঁহারই চিন্তা করাই সন্ধ্যা করা নামে অভিহিত হইয়াছে।* আর সন্ধ্যার ভিতরেই আপোমার্জ্জন, আচমন, অঘমর্ষণ, তর্পণ, সূর্য্যোপস্থান ও পঞ্চযজ্ঞ ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

'আপোমার্জ্জন' † মানে জল লইয়া শরীরকে মার্জ্জন করা এবং ঐ ভাবদ্বারা with suggestion আবেগের সহিত অন্তর ও মন মার্জ্জনা

"অতো নির্ব্বিষয়স্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
তস্মান্নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥" —ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

* যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মনং সংধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥" —ব্রহ্মোপনিষৎ, ৩৪

সম্+ধ্যৈ+অঙ+স্ত্রিয়ামাপ্=সন্ধ্যা।
ধ্যৈ-ধাতু মানে ধ্যান করা বা চিন্তা করা।
সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ। —যোগীযাজ্ঞবল্ক্য

† গায়ত্রী-মন্ত্রার্থ-ভাবনাসহ ওঁকার-জপ ও সদ্‌গুরু-ধ্যানই প্রকৃত সন্ধ্যা। মার্জ্জনাদি উহারই অঙ্গ।

মার্জ্জন=মৃজ্+অন্ট=শুদ্ধ করা বা দেহ পবিত্র করা। অবগাহন-স্নানে দেহ পবিত্র হয়। কিন্তু—

"কালদোষাদসামর্থ্যান্ন শক্নোতি যদাম্ভসি।
তদাজ্ঞাত্বা তু ঋষিভির্ম্মন্ত্রৈর্দৃষ্টন্ত মার্জ্জনম্॥

করা—যেন যাহা তাহার পক্ষে অহিতকর তাহা ধুইয়া শোধন করিয়া লওয়া হইতেছে ;—আর think করা,—আমি শুদ্ধ হইতেছি বা শুদ্ধ হইলাম—বাস্তবের ভাব লইয়া with suggestion আন্তরিক পরিশুদ্ধি—শুদ্ধ হইলাম এই ভাব অবলম্বন করিয়া থাকা।

'আচমন'* মানে জল হাতে লইয়া suggestion-এর সহিত actively চুমুক দিয়া think করা—ইহা আমার অভ্যন্তরে শোধিত হইয়া সমস্ত দুষ্কৃতকে বিশোধন করিয়া ফেলিল।

'অঘমর্ষণ'† হ'চ্ছে—পাপ, ignorance—যাহা আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির অপচয় ঘটাইয়া মরণকে আমন্ত্রণ করে,—ভাব ও বোধ লইয়া, সেই সমস্ত কথা উচ্চারণ করা, যাহাতে তাহারও অপনোদন ঘটাইয়া জীবন ও বৃদ্ধির উদ্দীপ্ত সহকারে জানাকে অর্জ্জন করিয়া, স্মরণে জাগরূক রাখিয়া ঐ জীবন ও বৃদ্ধিকে elevate ও accelerate করিয়া তোলে।

শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপেহিষ্টাঘমর্ষণম্।
এভিশ্চতুর্ভিস্ত্রৈ ব্রাত্রৈর্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্॥" —যাজ্ঞবল্ক্য

"কালদোষে কিম্বা অসামর্থ্যহেতু অবগাহন স্নান করিতে অশক্ত হইলে মন্ত্রাদিদ্বারা মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে। ইহাকে মন্ত্রস্নান বলে।" —আহ্নিককৃত্য

নারদীয় পুরাণে আছে—"সম্যক্‌সন্ধ্যামুপাসীত ত্রিকালং স্নানমাচরন্।"

"হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ॥
দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্॥ —ব্রহ্মপুরাণ

"অথাচমনীয়েনাম্বাচামতি অমৃতাপিধানমসীতি। সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তামিতি দ্বিতীয়ম্॥ —আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রম্

† অঘমর্ষণ—অঘ=পাপ ; মর্ষণ=ক্ষালন।

"যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥" —মনুসংহিতা

আশ্বলায়নগৃহ্য পরিশিষ্টে আছে—

"এষ পাপ্মাব্যপোহঃ॥"

'তর্পণ' * মানে শুধু ভাবের সহিত জল-ছিটানই নয়কো—আর তিল-তুলসীর উপকরণেই তার পরিসমাপ্তি নয়কো! পিতৃপুরুষ, শ্রেষ্ঠ বা দেবতাগণ ও দ্রষ্টাপুরুষ ইত্যাদিকে—তাঁহাদের ঈপ্সিত কাজ করিয়া—সম্বর্দ্ধনার সহিত তাহাদিগকে তৃপ্ত করা—যাঁহারা গত হইয়াছেন এবং যাঁহারা আছেন সবাইকেই। আর, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই আচরণে আমরা spontaneously higher becoming-এ চালিত হই। তাই, শ্রদ্ধার সহিত ইঁহাদিগকে মনে স্মৃতিতে জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যেই action and expression-এর উপকরণস্বরূপ আমরা তিল-তুলসী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু মনে যেন ঠিক থাকে, তর্পণের পরিসমাপ্তি ওতেই নয়কো!

'সূর্য্যোপস্থান' † মানে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বা চিন্তাদ্বারা সূর্য্যকে মনন করিয়া with practice and suggestion তার জ্যোতির ঝলকে আমাদের যা'-কিছু জড়ত্বকে বিনাশ করিয়া, with curative and nourishing rays or suggestion জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রম করতঃ জ্যোতিষ্মানে অবস্থান করা।

আর গায়ত্রী ‡ মানে হ'ল তা'ই—ভাবের সহিত বোধকে লইয়া

* তর্পণ=তৃপ্ ধাতু+অনট্।
পিতৃপুরুষাদি তৃপ্ত্যর্থ কর্ম্মকে তর্পণ কহে।

† সূর্য্যোপস্থান—সূর্য্যের উপস্থান অর্থাৎ উপাসনা।

"উত্থায়ার্কং প্রতি প্রোহেত্রিকেণাঞ্জলিমম্ভসঃ।
উচ্চিত্রমিত্যৃগ্দ্বয়েন চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্॥" —ছন্দোগ পরিশিষ্ট

‡ গায়ত্রী-জপই প্রকৃত সন্ধ্যা।
গৈ+ঘঞ্=গায়। গায়েন (গানেন) ত্রায়তে (রক্ষতি) ইতি, গায়+ত্রৈ+ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গানদ্বারা যাহা রক্ষা করে তাহা গায়ত্রী।

"দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্।
ত্রিজন্মজং সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্॥" —ব্যাস

"গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
দেবা একত্র সাঙ্গাংস্ত গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা॥" —কূর্ম্মপুরাণ

যাহা গান করিয়া—যা'-কিছু আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা হইতে —যাহা ত্রাণ করে। তাই, গায়ত্রী-জপ আর্য্যদের একটি অমোঘ করণীয়ের ভিতর গৃহীত হইয়াছিল।*

'পঞ্চযজ্ঞ' মানে finer কিংবা grosser, superior কিংবা inferior সব entity-কেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার সহিত যেমন করিলে তাহারা সম্বর্দ্ধিত এবং জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত হইতে পারে বা পারেন, আমাদের অস্তিত্ব ও উন্নতিকে intact রাখিবার মানসে সেই সমস্ত environment-কে সেবা করা, পূজা করা ইত্যাদি; আর, এগুলিকেই ঋষিরা পাঁচভাগে ভাগ করেছেন—আর এগুলি প্রতি আর্য্যের অবশ্যকরণীয়। তাই 'আর্য্য' হ'চ্ছে the nation of culture. তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা culture-এ initiated হইবার জন্য দ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

---

* শ্রুতিতে আছে—

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।"

মনুতেও রহিয়াছে—

"সাবিত্রীং চ জপেন্নিত্যম্।"

"ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবচ॥" —মনুসংহিতা

ছন্দোগ পরিশিষ্টে আছে—

"অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ।"

আবার দক্ষ সংহিতায় আছে—

"সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।"
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥"

সন্ধ্যা না করিলে নিয়ত অশুচি থাকে, কোনও ধর্ম্ম-কর্ম্মে অধিকারী হয় না এবং অন্য যা'-কিছু করে তার ফলভাগী হয় না। আর, এই সন্ধ্যার প্রকৃত করণীয়ই হ'চ্ছে গায়ত্রী-জপ। প্রকৃত-সন্ধ্যাই গায়ত্রী-জপ। আর্য্যদ্বিজগণ প্রত্যেকেই এই গায়ত্রী ও ওঁকার সাধনার অধিকারী।

"অথাতঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ। দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞ ইতি॥ তান্যেতান যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত।" —আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রম্

—তাঁহারা জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল ও অনুপূরক এইগুলিকে নিত্যকরণীয়ের ভিতরই গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন।*

প্রশ্ন। তীর্থ মানে কী? তীর্থে গেলে নাকি পাপ দূর হয়, পুণ্য হয়? এই পাপ-পুণ্যই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঋষি, অবতারপুরুষ, মহাপুরুষ, hero ইত্যাদি যেখানে বাস করতেন বা যেখানে তাঁদের কর্ম্মগুলি বাস্তবে crystallized হয়েছিল, আর্য্যরা সেই-সব স্থানকেই তীর্থ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। মানুষ শ্রদ্ধা ও admiration-এ আকৃষ্ট হইয়া ঐ তীর্থে গমন করিয়া দেখা, শুনা ও সঙ্গ ইত্যাদি লাভ করায়, সেই-সেই ভাব ও কর্ম্মগুলি তাদের ভিতর এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে—যা'তে মানুষের stunted move একটা living acceleration পেয়ে—সাহস, ভরসা ও উদ্যমের সহিত higher becoming-এ চলতে পারে। তাই আছে তীর্থে গেলে, পাপ—যা' নাকি মানুষকে জীবন ও বৃদ্ধি পাওয়ার চলা হ'তে অবসন্ন করিয়া তোলে তাহা—বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বাঁচা ও বৃদ্ধির কর্ম্মে আপ্রাণতাই পুণ্য—আর তীর্থে গেলে মানুষের ইহাই accelerated হয় বলিয়া পুণ্যার্জ্জন হয়।

প্রশ্ন। সদ্‌গুরু মানে কী? সদ্‌গুরু-লাভ কা'কে বলে? আর সদ্‌গুরু-লাভে নাকি ত্রিকোটীকুল উদ্ধার হয়—তার মানে? আবার সদ্‌গুরুর আদেশ পালনে নাকি নব-নব অনুভূতি হয়,—অনুভূতি মানে?

---

* "ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥" —মনুসংহিতা, ৪—২

"তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চক্‌৯প্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
—মনুসংহিতা, ৩—৬৯।৭০

"দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥" —মনুসংহিতা, ৩—৭২

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি practical operation-এর ভিতর-দিয়ে সৎকে অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার clue-গুলিকে তাঁর experience-এর ভিতর এনেছেন তিনিই 'সদ্‌গুরু'।*

আর, normal easy attachment নিয়ে with pleasure সমস্ত opposition-কে ignore ক'রে জীবনের একমাত্র interest শুধু তিনিই অর্থাৎ সদ্‌গুরু—এমনতর অনুসরণ যার, তারই সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে। আর, এই যদি fact হয়, আপনার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বহুপূর্ব্ব কুল যদি আপনার ভিতর as instincts বেঁচে থাকেন, তাহ'লে—আপনি যদি কোন superior-কে অমনতরভাবে ধারণ করেন, তবে—ঐ ধারণ তাঁদেরও হ'ল না? আর শ্রেষ্ঠকে, ঊর্দ্ধ্বকে বা উচ্চকে সম্যকপ্রকারে ধারণ করাই হ'চ্ছে প্রকৃত 'উদ্ধার'। আর, অনুসরণের ভিতর-দিয়ে বোধ ক'রে যা' হয় তাই 'অনুভূতি'। তাই, সদ্‌গুরুর অনুসরণে যে অনুভূতি হবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রশ্ন। অদ্বৈতাবস্থা, দ্বৈতাবস্থা, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতাবস্থা—এ অবস্থাগুলি কী? আর এ হ'লে হয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার জগৎবুদ্ধির সহিত তৎ বা প্রেষ্ঠসত্তায় আনতি-উদ্বোধনা আবেগ-মুগ্ধ ক'রে তদিচ্ছানিয়ন্ত্রণের বাস্তব অভিদীপ্তিতে তাঁতেই সার্থক করা ও হওয়ার অভিনন্দনায় আমি ও আমার যা'-কিছু যখন নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে, 'দ্বৈতবোধনা' তখন থেকেই অনুভূত হ'তে থাকে।

আর, যা'-কিছু যখন Beloved the Great-এ সার্থক হ'য়ে—কেবল তিনিই, with all consciousness, lover-এর সম্মুখে জেগে

---

* "দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষু চ নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোম মন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥" —আগস্ত্য সংহিতা

থাকেন, lover তার নিজেকেও যখন তাঁরই সত্তা ব'লে বোধ করে—তখনই 'অদ্বৈতাবস্থা'।

আবার, এমনি ক'রেই যখন মানুষ তার Beloved the Great-কে এমনতরভাবে ধারণ করে যে তার consciousness-কে উদ্দীপ্ত করতে তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, এমনি আরো-আরো হ'তে-হ'তে যখন তাঁ'তে এমনতর absorbed হ'য়ে পড়ে যে নিজের অস্তিত্বের impulse-ও হারিয়ে ফেলে—Beloved the Great-এর বোধও থাকে না—তখনই মানুষের দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতাবস্থা আসে।

প্রশ্ন। এ অবস্থাগুলি কি একবার লাভ করলে নিত্যই থাকে, না, মাঝে-মাঝে দেখা দেয়? তা' যদি হয়—তবে তো এ-সব অবস্থা অনিত্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, আপনারা যে স্কুলে অঙ্ক শেখেন,—যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, কিংবা লেখাপড়ার বেলায় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি পড়েন। একটার পর আর একটা—যেমন, প্রথম ভাগ না পড়লে দ্বিতীয় ভাগ পড়া কঠিন, যোগ অঙ্ক না শিখলে বিয়োগ ইত্যাদি শেখা কঠিন,—তেমনি, ওগুলি stages of acquisition,—এগুলি acquisitive experience-এর ক্রমপর্য্যায়। এ'তে উপস্থিত হ'লে ঐরকম দর্শন আমাদের বোধ ও চরিত্রকে এমনতর নিয়ন্ত্রণে রাঙ্গিয়ে দেয়,—যার ফলে জীবন ঐ অনুভূতি-সংবেদনার সৎচলনায় চলতে থাকে—এই যা' বুঝি আমি। ব্যাপার এই,—এ'কে নিত্যই বলুন আর অনিত্যই বলুন।

প্রশ্ন। আর্য্য দশবিধসংস্কার মানে কী? গর্ভাধান হ'তে বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কার যে প্রতি আর্য্যসন্তানকে পালন করতে হয় তার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের normal instinct-গুলিকে ঋষিরা দশ-ভাগে ভাগ করেছিলেন। যে সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ-সমস্ত instinct

পরিচর্য্যায় nourished, developed and improved হয় সেইগুলিই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে গণ্য হয়েছে।*

প্রশ্ন। তার মানে? গর্ভাধান, পুংসবন, অনবলোভন ও সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম ও নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন এবং বিবাহ—এই যে দশবিধ সংস্কার—এদের মানেই বা কী, আর এ না করলে হয় কী? আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়ও কী এগুলি প্রত্যেক জাতকেরই অবশ্যকরণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তো আগেই বললাম—এই দশবিধ সংস্কারের এক-একটাকে যেমনভাবে যা'-যা' ক'রে করতে হয় তা' জাতকের বিশেষ-

---

* "বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈনিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জী-নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥" —মনুসংহিতা

দ্বিজাতিবিদের পবিত্র বৈদিক কর্ম্মসমূহের দ্বারা গর্ভাধান সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কারে ইহ ও পরকালে শরীর-সংস্কার করিতে হইবে। এই সকল সংস্কারের দ্বারা দ্বিজগুণ গার্ভিক (prenatal) ও বীজ-জন্য সকল দোষ অপমার্জ্জিত হয়। মানুষের ভ্রূণাবস্থার বিভিন্ন সময়ে এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে জীবনের বিভিন্ন বয়সে পারম্পর্য্যানুসারে বিভিন্ন সহজ সংস্কার-সমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠে। মনোবিজ্ঞানবিৎ জেম্স্ বলিতেছেন—

"There is one general law, however, that relates to many of our instinctive tendencies, and that has no little importance in education. It has been called the law of transitoriness in instincts. Many of our impulsive tendencies ripen at a certain period, and, if the appropriate objects be then and there provided, habits of conduct toward them are acquired which last. But, if the objects be not forthcoming then, the impulse may die out before a habit is formed; and later it may be hard to teach the creature to react appropriately in those directions. The sucking instincts in animals, the following instinct in certain birds and quadrupeds, are examples of this; they fade away shortly after birth."

বিশেষ বয়সানুপাতিক* সেই-সেই সহজাত সংস্কারসমূহের পরিচর্য্যা বা nurture. আরো, আপনাদিগকে আগে বলেছি—physical nurture-এর ভিতর-দিয়ে, আমরা সন্তানুস্যূত instinct-গুলিকে nourishment দিয়ে, stimulus দিয়ে active ও able করতে পারি এবং further acquisition-এ move করতে পারি ;—গর্ভাধান থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে-যে-গুলি সংস্কার আছে তা' আমাদের অনুস্যূত instinct বা সহজাত সংস্কারগুলিরই physical manipulation-এর ভিতর-দিয়ে উৎসরণী nurture. তাই ও-গুলোকে করতে পারাই ভাল,—এখনও যেমন ক'রে ও-গুলিকে যতটা যা' ভালমত করা যায় তাই করাই শ্রেয়। ওদের যা'তে অভিনিবেশী গবেষণার ভিতর-দিয়ে আরও সহজ ও উন্নত করা যেতে পারে তা' করতে পারা আরও ভাল।†

---

* "In children we observe a ripening of impulses and interests in a certain determinate order. Creeping, walking, climbing, imitating vocal sounds, constructing, drawing, calculating possess the child in succession ; and in some children the possession, while it lasts, may be of a semi-frantic and exclusive sort. Later, the interest in any one of these things may wholly fade away. Of course, the proper pedagogic moment to work skill in, and to clench the useful habit, is when the native impulse is most acutely present. Crowd on the athletic opportunities, the mental arithmetic, the verse-learning, the drawing, the botany, or what not, the moment you have reason to think the hour is ripe. The hour may not last long, and while it continues you may safely let all the child's other occupations take a second place. In this way you economize time and deepen skill ; for many an infant prodigy, artistic or Mathematical has a flowering epoch of but a few months."

Talks to Teachers on Psychology,
And to Students on some of life's ideals.'
—William James

† "One can draw no specific rules for all this. It depends on close observation in the particular case and parents here have a great advantage

যেমন ধরুন, 'গর্ভাধান'*—স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময়ে যেমনতর psychical stimulus থেকে যে instincts ও temperament prevail করে,—সন্তানে মুখ্যতঃ সেইগুলিই ব'র্ত্তে থাকে। তাই গর্ভাধান-সংস্কারে

....

over teachers. In fact, the law of transitoriness has little chance of individualized application in the schools."

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই বিষয়গুলি উপেক্ষিত হইতেছে। তাই বৈজ্ঞানিক Nobel Laureate Alexis Carrel বলিতেছেন :—

"Our ignorance of ourselves has given to mechanics, physics and chemistry the power to modify at random the ancestral forms of life. Man should be the measure of all. On the contrary, he is a stranger in the world that he has created. He has been incapable of organizing this world for himself, because he did not possess a practical knowledge of his own nature......The only possible remedy for this evil is a much more profound knowledge of ourselves.........our present weakness comes both from our unappreciation of individuality and from our ignorance of the constitution of the human being."

* আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রে রহিয়াছে—

"উপনিষদি গর্ভলম্ভনং পুংসবনমনবলোভনং চ।"

"চতুর্থে গর্ভমাসে সীমন্তোন্নয়নম্।" ইত্যাদি

গর্ভাধান-সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিতেছেন—

"সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং হর্য্যক্ষমোজস্বিনং শুচিং সত্ত্বসম্পন্নং পুত্রমিচ্ছেয়মিতি......।" —শারীরস্থানম্

অর্থাৎ—

"স্ত্রী যদি মহাকায়, গৌরবর্ণ সিংহসম পরাক্রান্ত, ওজস্বী, শুচি ও সত্ত্বসারসম্পন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ঋতুস্নানের পর হইতে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মল যবমন্থ মধু ও ঘৃত-মিশ্রিত এবং শ্বেতবর্ণবৎসবিশিষ্ট শ্বেতগাভীর দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া রৌপ্যপাত্রে বা কাংস্যপাত্রে সময়ে-সময়ে পান করিতে দিবে। প্রাতঃকালে শালিধান্য বা যবের অন্নবিকার, দধি, মধু ও ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। রাত্রিকালেও ঐরূপ আহার করাইবে। সেই স্ত্রী সর্ব্বদা শুভ্রগৃহে বাস ইত্যাদি করিবেন।...কিন্তু এই সপ্তাহকালের মধ্যে সহবাস করিবেন না। এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া অষ্টমদিবসে পুত্রকামা স্ত্রী স্বামীর সহিত অভিমত পুত্র কামনাপূর্ব্বক অগ্নিকে পশ্চিমে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণে রাখিয়া

ঐ psychical বা psycho-physical stimulus through manipulation, যা'তে উত্তম হ'তে পারে তারই ব্যবস্থা করা আছে। আবার, পুংসবনে

উপবেশন করিবেন, এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে পুরোহিত সেই পুত্রকামা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রজাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" এই মন্ত্রদ্বারা তাহার যোনিতে কাম্য ইষ্টি প্রদান করিবেন। তৎপর যজ্ঞকার্য্য সমাপ্ত হইলে স্ত্রী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া স্বামীর সহিত যজ্ঞশেষ ঘৃত পান করিবেন। অতঃপর তাঁহারা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অষ্টরাত্রি সহবাস করিবেন। এইরূপ করিলে অভীষ্ট পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবেন।"

চরকসংহিতোক্ত এই "গর্ভাধান-সংস্কার" হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। সুসন্তানলাভের জন্য প্রত্যেক আর্য্যদ্বিজ-পরিবারে এই সংস্কার সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে আবার ভারতে কুমারের সম্ভাবনা হইবে—যে কুমার কু'কে মারিয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত অসুর-জয়ে সমর্থ হইবে।

আবার সুশ্রুত বলিতেছেন—

"ধ্রুবঞ্চতুর্নাং সান্নিধ্যাদ্গর্ভঃ স্যাদ্বিধিপূর্ব্বকঃ। ঋতুক্ষেত্রাম্বুবীজানাং সামগ্র্যাদঙ্কুরো যথা॥ এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বশ্চিরায়ুষঃ। ভবন্ত্যৃণস্য মোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণো হিতাঃ॥"

—শারীরস্থানম্

আবার—

পুংসবনম্—পুং সূয়তে অনেন ইতি 'পুংসবনম্'। যে সংস্কার বা কর্ম্ম বা ceremony দ্বারা পুরুষ-সন্তান লাভ হইয়া থাকে তাহাই পুংসবন ক্রিয়া।

"তস্মাদাপন্নগর্ভাং স্ত্রিয়মভিসমীক্ষ্য প্রাগ্ ব্যক্তীভাবাৎ গর্ভস্য পুংসবনমৌষধমস্যৈ দদ্যাৎ। গোষ্ঠে জাতস্য ন্যগ্রোধস্য প্রাগুত্তরাভ্যাং শাখাভ্যাং শুঙ্গেহনুপহত আদায় দ্বাভ্যাং সম্পদুপেতাভ্যাং মাষাভ্যাং সহ পিবেৎ।"

—বটের শুঁয়োতে Alkali বা ক্ষার আছে।

২৪শে জানুয়ারী 'বার্লিন' পত্রিকায় জার্ম্মাণীর কনিগ্‌সবার্গ দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লিখিয়াছেন—

"Sodium Bicarbonate ব্যবহারে নিশ্চিত পুত্রসন্তান জন্মিয়া থাকে—পরীক্ষাদ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে।"

একখানি জার্ম্মাণ সাপ্তাহিক পত্রে অধ্যাপক উণ্টারবাজার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—

'Sodium Bicarbonate' (সোডি বাইকার্ব্ব) ৫৩ জন নারীকে সেবন করাইবার ফলে ৫২ জন পুত্রসন্তান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গর্ভধারণের পর ১ হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সোডি বাইকার্ব্ব সেব্য। সপ্তাহে দুইদিন বা মধ্যে-মধ্যে দুই তিনদিন ইহা বন্ধ রাখা উচিত। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋষি-প্রবর্ত্তিত এই পুংসবন-সংস্কারে ক্ষার প্রয়োগ করিয়া পুরুষ-সন্তান করা হইত।

সেই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকেই অবলম্বন করা হয়েছে যা'তে নাকি সাধারণতঃ উত্তম পুরুষ-সন্তান লাভ করা যেতে পারে।

তারপর, অনবলোভন ও সীমন্তোন্নয়ন* গর্ভস্থ foetus যখন instinct with life হয়, তাহারই পূর্ব্বক্ষণেই করা প্রশস্ত; এ—স্ত্রী যা'তে স্বামী এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষের মহিমায় puffed up হ'য়ে ওঠে ও ঘৃণ্য লোভিনী না হয়, manipulation-এ তা'ই ক'রে—ভ্রূণকে অমনতর গৌরবময় জীবনে জীবন্ত করারই nurture এই সীমন্তোন্নয়ন। আর, ঐ গৌরবে puffed up করার জন্যই বোধহয় সীমন্তোন্নয়ন নাম হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম ও নিষ্ক্রমণ† হ'চ্ছে psycho-physical hygienic affair—যা'তে জাতক ও প্রসূতি কোনপ্রকার মানসিক, শারীরিক ও বৈধানিক সম্পদে দুষ্ট না হ'য়ে পুষ্ট হ'তে থাকে। আর, নামকরণ হ'চ্ছে—সন্তানের সত্তায় অনুস্যূত instinct বা সহজসংস্কার—যা' তার temperament-এ থেকে prevail ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে, যে বাক্য বা যে নামকরণের stimulus-এ স্থ ও সতের stimulating nurture হ'তে পারে তৎসহায়ক বাক্যে বা নামে তা'কে অভিহিত করা।

আবার 'অন্নপ্রাশন' হ'চ্ছে‡—যখন তা'কে খাওয়ান উচিত সেই সময়ে জাতককে অন্নজলাদি গ্রহণে অভ্যস্ত ক'রে তোলার আচারসমূহ।

---

* "সীমন্তো যস্মিন্ কর্ম্মণি উন্নীয়তে তৎসীমন্তোন্নয়নং চতুর্থেমাসি কার্য্যম্।"

—আশ্বলায়ণীয় গৃহ্যসূত্রস্ত গার্গ্যনারায়ণী বৃত্তিঃ

† "কুমারং জাতং পুরাঽন্যৈরালম্ভাৎ সর্পির্মধুনী হিরণ্যনিকায়ং হিরণ্যেন প্রাশয়েৎ।"

"নামচাস্মৈ দদ্যুঃ॥"

—অশ্বলায়ন

‡ "ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রশানম্॥"

—'আশ্বলায়ণীয় গৃহ্যসূত্রম্'

৬।৭ মাসে সাধারণতঃ শিশুদের দাঁত ওঠে। প্রকৃতিই তখন বলিয়া দেয় শিশুকে অন্নদান করিতে হইবে, তরল খাদ্যই শুধু তার আর প্রয়োজন নাই। চিকিৎসকগণও বলিতেছেন যে ৬।৭ মাসের পরে সন্তানকে মায়ের দুধ দিলে তাহার অনিষ্ট। মায়ের দুধ তখন হইতে বিষাক্ত হইয়া ওঠে।

আর 'চূড়াকরণ'* মানেই হ'চ্ছে প্রেরণকরণ—তা'কে শিক্ষার জন্য গুরুসকাশে প্রেরণ করানর উদ্দেশ্যে তদুপযুক্ত ক'রে তোলার nurture. তার পরেই হ'চ্ছে 'উপনয়ন'—মানে, আচার্য্যসকাশে শিক্ষার্থ উপনীতকরণ।†

তারপর 'সমাবর্ত্তন'‡—শিক্ষা-সমাপনের পর গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসার বিধিমাফিক ব্যবস্থা। তারপরেই হ'চ্ছে 'বিবাহ'—যেমন ক'রে যে-যে প্রকারে বিবাহ করলে সপারিপার্শ্বিক নিজে ইষ্টপ্রাণতার সহিত সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় বাঁচা-বাড়ায় উৎপ্রগতিপন্ন হ'তে পারে—তদনুপাতিক রকমে সহধর্ম্মিণীরূপে যথাবিধি স্ত্রীগ্রহণ।‡

---

* চূড়াকরণ—চূড়-ধাতু মানে প্রেরণ করা। তাই ইহা গুরুসকাশে প্রেরণার্থ nurture.

"চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে ব্বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥" —মনুসংহিতা, ২—৩৫

† উপনয়ন—উপনীত করান—আচার্য্যের সমীপে।

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥" —মনুসংহিতা, ২—১৪০

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥" —মনুসংহিতা, ৩৬

দ্বাদশ বর্ষ আচার্য্যগৃহে বাস করিয়া উপনীতগণ শিক্ষালাভ করিতেন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—Education period of an Aryan twice-born.

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥" —মনুসংহিতা, ৩—৪

‡ এইরূপে ঐ নব-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া আচার্য্যানুরাগ-বিধৃত জীবনে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আর্য্যদ্বিজ বিবাহের অধিকারী হন। সমাবর্ত্তন লাভ না করিয়া কোন দ্বিজ বিবাহের অধিকারী হইত না।

প্রশ্ন। আর্য্য চতুরাশ্রম মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Life-কে চারভাগে ভাগ করিয়া acquisition-এর gradual development-এর জন্য বিশেষ শ্রম করিয়া knowledge and experience-কে অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে ঋষিরা চতুরাশ্রমের রকমারি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এ সবগুলিই ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে যাহা-যাহা ধারণ করে তাহারই আচরণ-উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল।*

প্রশ্ন। এর গূঢ় তাৎপর্য্য ঠিক-ঠিক তো বুঝতে পারলাম না! ব্যক্তি-জীবনকে এই রকমে compulsorily চারভাগে ভাগ করলে ব্যক্তিত্ব কি ক্ষুণ্ণ হয় না ? এ যুগে ঐ পুরাতন প্রথা কি চলতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-যে জীবন বিধিমাফিক normally develop করেছে ঐ চতুরাশ্রম তাদের জীবনে ঘটেছেই। সমস্ত জীবনটাকে একটু অনুধাবন

---

* "The ancient Indian Scheme of Social Organization endeavours to effect just the desiderated compromise between unlimited competition and enforced co-operation, individualism and socialism, all-liberty and no-liberty. It does this by means of the definition and the partition of the rights and duties of each individual as an individual in the successive stages of life (Ashrama-Dharma), and as an adult member of Society, a 'Social' during the stage of the family life as a householder (Varna-Dharma). These rights and duties, work and enjoyment are so partitioned that genuine equitability is achieved (or even equality, 'Samata', but more in a psychological and spiritual sense than in the economic sense of the communist)"

'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagawan Das, D. Litt,

করলেই ঠাহর পাওয়া যেতে পারে। তাই, ঐ normal জীবনটাকে যে-যে বিধিমাফিক acquisition-এর পথে চলৎশীল ক'রে তুলতে তা' যথাযথভাবে সুগম হ'তে পারে, ঐ চতুরাশ্রম পারম্পর্য্যানুপাতিক তারই ব্যবস্থা—এই যা' আমার মনে হয়।*

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্য চাতুর্ব্বর্ণ্য মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Culture-এর ভিতর-দিয়া মানুষের being and becoming-কে accelerate করার জন্য যে-সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োজন এবং

---

* "As seed is sown, as it grows and ripens, as it is harvested, as it is ground in to flour for the making of bread, so is a like succession seen in human life as ordered by the Rishis, who gave to India her social and religious Polity. The successive stages follow each other in due and natural order. The sowing is in the student life wherein the seed of knowledge is planted; the growing to maturity and the ripening is in the life of the householder; the harvesting is in the 'Vanaprastha' stage; the grinding to make bread for human feeding is in the life of the Sannyasi, whose work is wholly for others, not for himself. All should follow in due order, and no confusion of this order should be seen. The arrangement of the Asramas as made by the Rishis, was intended to secure this due order, so that each stage of life should have its due results, and steady evolution might be made, the four Ashramas representing the natural order of growth in human life."
—'Hindu Ideals'—Annie Besant

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চরতস্তু যঃ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমাচ্চ্যুতঃ।
ত্রয়াণামানুলোম্যং হি প্রাতিলোম্যং ন বিদ্যতে॥
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ।
মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে॥
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্॥" —দক্ষ সংহিতা, ১ম অধ্যায়

সেই কর্ম্মের যোগ্যগুলিকে যারা fulfil করতে পারে,—তাদের, according to instinct and inclination, select ক'রে চার ভাগে বিভক্ত ক'রে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল—আর normal ও natural কর্ম্মগুলি বিশেষভাবে culture ক'রে—যা'তে more practical ও elevated হয় এমনতর instinct acquire করার উদ্দেশ্যে সেই-সেই instinct ও inclination-এর মানুষগুলিকে cultural basis-এ তৎকরণে নিয়োজিত করা হয়েছিল—আর তা' হ'তেই বর্ণভেদ।*

কিন্তু ব্রাহ্মণ by acquisition প্রত্যেক বর্ণ হ'তেই হ'তে পারত,—আর যেমন by heredity প্রত্যেক বর্ণকে more compact experienced and expert instinct-এ পর্য্যবসিত করত—ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রে by heredity more stable, compact, experienced and expert হ'লে তা'কেও hereditary ব্রাহ্মণ ব'লে অভিহিত করা হ'ত—এর থেকেই ব্রাহ্মণ বা বিপ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল। †

---

* There is no doubt that caste (বর্ণাশ্রম) is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian society has been braced up for centuries against the shocks of politics and the cataclysms of nature. It provides every man with his place his career, his occupation, his circle of friends. It makes him at the outset a member of a corporate body; it protects him through life from the canker of social jealousy and unfulfilled aspirations."

'Vision of India'. 1906. Ch. XV. P. 263—Sidney Low

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্ব্বর্ণের কোন-কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতেও থাকে।" 'বর্ত্তমান ভারত'—স্বামী বিবেকানন্দ

† "বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, 'আর্য্য, অনার্য্য এমন-কি ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত ঋষি হইতে পারে'।"

—'ভারতে বিবেকানন্দ', পৃঃ ১৯৯

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—প্রত্যেক দ্বিজকেই ঐ আদর্শ ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইতে হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রশ্ন। হিন্দু কারা? আমরা যে বলি—আমরা হিন্দু, তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সিন্ধুনদের ওধারের মুসলমান ও গ্রীক রাজারা এপারের মানুষদিগকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিত,*—যেমন রাজপুতনার মানুষগুলিকে রাজপুত বলিয়া ডাকি, বিহারের মানুষগুলিকে বিহারী বলিয়া ডাকি—আমার মনে হয়, ঐ জাতীয়ই এই হিন্দু-আখ্যা। বস্তুতঃ ইহাদের আর্য্য—বরং সিন্ধুপারের আর্য্য বলা যেতে পারে—আর এই আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধুপারেরই দেশ। তাই হিন্দুদের চালচলন, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে আর্য্যের সব-কিছু যেমনভাবেই হউক এখনও চলিতেছে। আমরা এমনতর বেকুব—তখনকার influential-রা আমাদের যা' ব'লে অভিহিত করত, পেটের দায়ে কৃপা ভিক্ষা করতে গিয়ে আমরা তাই-ই স্বীকার ক'রে নিয়েছি। কিন্তু influentials—যাঁরা এদেশে রাজত্ব করেছেন তাঁরা কেহই কিন্তু হিন্দু-আখ্যা গ্রহণ করেননি। তাই হিন্দু-নামের সাথে আমাদের Aryan traditions-এর কোন সাড়া নেই—তথাপি চিরকালই কি আমরা হিন্দু বললেই সাড়া দেব? †

ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"কর্ম্মহেতু ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।"

* "পাঞ্জাবের 'সিন্ধু' নদ হইতেই 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি। 'হিন্দু' শব্দ সিন্ধুরই অপভ্রংশ।"

—'Encyclopoedia Britannica', Vol. 12, P. 731

† "প্রাচীন পারসিকগণ 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু' বলিয়া উচ্চারণ করিত ও সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী লোকদিগকে 'হিন্দু' বলিত। কালক্রমে সিন্ধুনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী সমুদয় অধিবাসীই হিন্দুনামে পরিচিত হইয়াছিল। পারসিকদিগের প্রাচীন ভাষায় Zend Avesta গ্রন্থে সিন্ধুর 'হিন্দু' নাম আছে। তৎপরে গ্রীকগণ হিন্দু নামকে 'ইণ্ডো' বলিত। তাহা হইতে বর্ত্তমান 'ইণ্ডিয়া' হইয়াছে।"

—'Modern Review', June, 1912, P. 628

"India was known to foreigners in olden times by its river 'Sindhu' which the Persians pronounced as 'Hindu' and the Greeks as 'Indos', dropping the hard aspirate. But the name 'Bharatabarsha' is not a mere

আর, হিন্দুদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বাপ, বড়-বাপ সবাই আর্য্য ছিলেন অথচ আর্য্য বললে আর আমাদের ভিতর একটা সুখের উৎকর্ণ চমকানি ভেসে ওঠে না ; কিন্তু হিন্দু বললে সাধারণতঃ বুকভাঙ্গা তাকানি এখনও তাকাই —অনুগ্রহলোলুপ হ'য়ে,—না ক'রে, পোঁদে গুঁতো দিয়ে বড় করিয়ে দেওয়ার লোভে, লজ্জার মাথা খেয়ে আমাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের অমৃত-উদ্দীপনা-কেও বিসর্জ্জন দিয়েছি ও এখনও দিতেছি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে বললেন হিন্দুরা আর্য্য। এই হিন্দু বা সিন্ধুপারের আর্য্য বলতেই বা আমরা সত্যি-সত্যি বুঝব কী ? শুনতে পাই হিন্দু-মহাসভা নাকি হিন্দু বলতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন মতাবলম্বীকেই বোঝেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'আর্য্য' বলতে আমার মনে হয়—আর শুনেছিও, —উত্তর polar region-এর specific type of man * যাঁদের ভিতর—

---

geographical expression. It has a historical significance indicating the country of Bharats of Indo-Aryan culture."

'Hindu Civilization'—Dr. R. Mookherji, M. A., Ph. D.

* "Dr. Warren in his interesting and highly suggestive work the 'Paradise Found,' or the 'Cradle of the Human Race at the North Pole,' has attempted to interpet ancient myths and legends in the light of modern scientific discoveries, and has come to the conclusion that the original home of the whole human race must be sought for in regions near the North Pole. My object is not so comprehensive. I intend to confine myself only to the Vedic literature and show that if we read some of the passages in the Vedas, which have hitherto been considered incomprehensible, in the light of the new scientific discoveries, we are forced to the conclusion that the home of the ancestors of the Vedic people was somewhere near the North Pole before the last glacial epoch."

'The Arctic Home in the Vedas'
—Lokmanya Bal Gangadhar Tilak

atmosphere, climate ও environment-এর দরুনই হোক আর যেমন ক'রেই হোক—বাঁচা-বাড়ার আকূতি থেকে innate hankering of culture for higher becoming আরম্ভ হয়েছিল।* তারা শুধু আত্মরক্ষা ক'রে শিশ্নোদর-পরায়ণতায় তৃপ্ত হ'য়ে থাকতেন না বা থাকবার উপায় ছিল না,—চাইতেন দুনিয়াটাকে উপভোগ করতে—আরো ও আরোতরভাবে—with the unfoldment of every fold that floats, with a music of enjoyment, tuned with pain and pleasure around them with the objective impulses.

ঐ polar region যখন তাঁদের পক্ষে ক্রমেই অসুবিধাজনক হ'য়ে

"The Avestic traditions represent a real historical fact and that they are fully supported by the testimony of the Vedas. The North Pole is already considered by several eminent scientific men as the most likely place where plant and animal life first originated ; and I believe it can be satisfactorily shown that there is enough positive evidence in the most ancient books of the Aryan race, the Vedas and the Avesta, to prove that the oldest home of the Aryan people was somewhere in regions round about the North Pole." —Lokmanya Bal Gangadhar Tilak

"রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে পৃথিবীর নানাস্থানের ভূগোল ও বর্ণনা আছে—উত্তরমেরু প্রদেশে ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি হয়, তাহাও মহাভারতে আছে।"

'শান্তিপর্ব্ব', ২১৩—১৭

"মহাভারত ও রামায়ণে উত্তর মেরুর মেরুজ্যোতির (Aurora Borealis) বর্ণনা আছে।"

—'মহাভারত' ভীষ্মপর্ব্ব, ১১।১২।

—'রামায়ণ' কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ

* "All that we admire on this earth—science, art, technical skill and invention is the creative product of only a small number of nations and originally perhaps of one single race—The Aryans. All this culture depends on them for its very existence. If they are ruined, they carry with them all the beauty of this earth into the grave," 'My Struggle', Adolf Hitler

উঠল, তাঁরা নেমে আসতে সুরু করলেন। ঘুরতে-ঘুরতে বাসোপযোগী জায়গা খুঁজতে-খুঁজতে ক্রমে এসে settle করলেন caucasus range-এর ধারে।* আবার, সেখান থেকে ঐ stock-এরই আর্য্যরা কতক ইউরোপের দিকে গেলেন, আবার কতক ভারতবর্ষে এসে আর্য্যাবর্ত্ত তাঁদের বাসভূমি ব'লে 'আর্য্যাবর্ত্ত" নামে অভিহিত ক'রে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন —আর তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি আমরা, যাদের ভিতর Aryan culture as an instinct এখনও উঁকি মারছে। আবার দেখতে পাবেন— Europe-এর দিকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততির ভিতর এই Aryan culture-এর instinct কতই নূতন ছাঁচে, নবীন আবেগে কেমন ক'রে কত রকমে হাতছানি দিয়ে হাস্য-হুঙ্কারে গর্জ্জে উঠছে। দেখবেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততির ছোট-বড় যেই যেখানে থাক না কেন, সবার ভিতরই একই সুর, একই বোধ।† আবার, চাল-চলনের রকমফেরের খুব তফাৎ হ'লেও

---

* "We may, therefore, safely assert that Vedic and Avestic traditions, which have been faithfully preserved by disciplined memory, and whose trustworthiness is proved by comparative Mythology, as well as by the latest researches in Geology and Archaeology, fully establish the existence of an Arctic Home of the Aryan people in interglacial times; and that after the destruction of this home by the last glacial epoch, the Aryan people had to migrate Southwards and settle at first in the Northern parts of Europe, or on the plains of Central Asia at the beginning of the post-glacial period, that is, about 8000 B.C." —'Arctic Home of the Aryans'

"The Caucasian type was perhaps developed in the Caucasian region between the Black Sea and the Caspian Sea. From this centre it spread North-West in Europe, and in the South-East it reached India by Kabul Valley across the Iranian plateau."

'Race Culture'—Dr. C. Chakravarty

† "If we put aside everything unsafe and false, that comparative Mythology and History of Religion has accumulated on this subject, we

কায়দা-কসরতের ভঙ্গী ঐ একই রকম। তাহ'লেই বুঝতে পারেন—হিন্দু বলতে আমাদের কী বোঝা উচিত।

আর, হিন্দুমহাসভা যদি হিন্দুত্ব বলতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন ধর্ম্মমত বোঝেন,—তার মানে আমি এই বুঝি—আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী আর্য্যদের পূর্ব্বতন experience-কে basis ক'রে মানুষের being and becoming-এর নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সমস্ত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই। কিন্তু যাদের পূর্ব্বতন experience-এর ধারাবাহিকতা ব'লে কিছু ছিল না, তারাই আর্য্যাবর্ত্তে এসে, বা এদের সংস্পর্শে রকমফের ক'রে, যে সমস্ত ধর্ম্ম বা being and becoming-এর higher move-এর জন্য যে-সমস্ত বিধি declare করেছেন—সেগুলি নয়কো, কারণ এই experience বা knowledge from acquisition থেকে যে instinct সৃষ্ট হয়েছিল তা' আর্য্যদের ভিতরই প্রকৃষ্টভাবে নিহিত ছিল। অন্যের ভিতর তা' থাকা সম্ভবপর নয়; কারণ, তারা তো এঁদের মতন ঐ Aryan culture-কে acquisition-এর ভিতর-দিয়ে, generation after generation,

are solely, from the consideration of perfectly trustworthy material, more and more driven, on all sides to assume that common basis of ancient European religions was a worship of the powers of nature practised in the Indo-European period."

'Pre-historic Antiquities of Aryan Peoples'
translated by Jevons, P. 418
—Dr. Schrader

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পারস্য দেশের ও ইউরোপের প্রাচীন বহু ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার তুলনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষ এবং ঐ সকল ভাষা-ব্যবহারকারী জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীনকালে একই স্থানে বাস করিতেন ও তাঁহারা সকলে একজাতি ছিলেন।"

—'Comparative Philology' Part II
What India can teach us, P. 27 & 182
Hindu Superiority, P. 171

instinct-এ পরিণত করেননি। * তাই, তাদের জানাগুলিও এঁদের type-এর এমনতর perfect nature-এর হওয়া সম্ভবপর নয়। তাহ'লেই, অন্যগুলি এঁদের মতন genuine-হওয়া সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না, তাই এঁরা ও-বিষয়ে এত rigid—আমার এই মনে হয়।

তাহ'লেই সিন্ধুনদের এপারে যারাই বাস করত, তারাই যে আর্য্য হবে, তার কোন মানে আছে ব'লে মনে হয় না ;—তবে তারা সিন্ধুর এপারের আর্য্যদের সহিত সিন্ধুপারের মানুষ বা হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে।

প্রশ্ন। আর্য্যজাতির সঙ্গে তো বহু আর্য্যেতর জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে—তবে আর্য্যজাতিও তো মিশ্র জাতি—এরও তো কোন purity নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্যরা নিজেদের origin-কে বা blood-কে more emphatic push দিবার উদ্দেশ্যে as a fertiliser non-Aryan female-কে বিবাহ করিতেন এবং তাহা বিধিমত হইলে তাঁহাদের সমাজে কোন আপত্তি উঠিত না,—তাঁহারা বরং আদরই পাইতেন। তাই, যেখানে paternal aspect পারম্পর্য্য হিসাবে ঠিকই আছে, অথচ মেয়েদের দিক্ দিয়া আর্য্যেতর মিশ্রণও ঘটিয়াছে, তাদের সন্তান-সন্ততি আর্য্য বলিয়াই

---

* 'The very fact that after compulsory dispersion from their motherland the surviving Aryans, despite the fragmentary civilization they carried with them, were able to establish their supremacy over the races they came across in their migrations from the original home at the beginning of the post-glacial period, and that they succeeded, by conquest or assimilation, in Aryanizing the latter in language, thought and religion, under circumstances which could not be expected to be favourable to them, is enough to prove that the original Aryan civilization must have been of a type far higher than that of the Non-Aryan races."

'The Arctic Home in the Vedas'
—Bal Gangadhar Tilak

গণিত হইত এবং তাহাদিগকে আর্য্যেরা নিয়মের ভিতর-দিয়া অমনতরভাবে আর্য্যত্বে উন্নীত করিয়া লইতেন এবং তাহাদের instinct and physiognomy-ও অনতিবিলম্বেই আর্য্যের মতনই হইত, কিন্তু paternal aspect-এর যেখানে গোলমাল ঘটিয়াছে, সেইখানে ঐ instinct and physiognomy-রও গোলমাল ঘটিয়াছে। তাই, সাধারণতঃ আর্য্য পুরুষ ও আর্য্যেতর স্ত্রী হইতে উদ্ভূত যাঁহারা, তাঁহাদের আর্য্য instinct-এর কোনই গোল ঘটে নাই। কোথাও-কোথাও হয়তো অনার্য্য পুরুষ ও আর্য্য স্ত্রীর মিলনে সন্তান-সন্ততির উদ্ভব হইয়া এই আর্য্যের ভিতরেই রহিয়া গিয়াছে,—কিন্তু মোটের উপর আর্য্য পুরুষ এবং আর্য্যেতর স্ত্রীর মিশ্রণই বেশী হইয়াছে। *

---

* "As a matter of fact, in the crosses between unequal human races the father in the vast majority of instances belong to the superior race."

—Edward Westermarck, Ph. D. Hon. L.L. D.

Professor of Sociology in the University of London.

"অসৎসন্তস্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" —যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১৯।৫

"There are often discussions as to the causes which brought about the decay of the Roman Empire. There are doubtless more than one at work, but foremost I place this—

That the aristocracy, the plutocracy rather including wealthy plebians as well as patricians were unable to enrich there impoverished blood by inter-marriage with the scions of a sturdy un-enervated lower class. There was no such class beneath them·········The mass of the people were slaves, between whom and the free citizens there was no inter-marriage. ... ...

... ...

There are signs now that the softening process is extending downwards.—If it ever reaches the base of our society, so that the whole mass of the nation live in comfort and luxury, then we shall be in the position of an exclusive

প্রশ্ন। ভারতীয় আর্য্য, পারস্যের আর্য্য ও ইউরোপীয় বা আমেরিকার আর্য্য—ইহাদের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Instinct-এর বিশেষ কোন তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে atmosphere, climate and environment-এর ভিতর-দিয়া ঐ original instinct যেমনতর pose নিয়া মাথাতোলা দিয়াছে শুধু সেইটুকুর তফাৎ হইতে পারে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতি বা race-এর মধ্যে এমন কোন বাস্তব মিলন-সূত্র নাই কি—যাহাতে ইহারা মিলিত এক মহাজাতি হইতে পারে ? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে difference যেন মজ্জাগত !

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক-এক রকম atmosphere, climate ও environment-এর ভিতর যে-যে রকম মানুষ evolve করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে মানুষ হইলেও মানুষেরই এক-এক রকম species. মানুষের যাহা characteristic তাহা সবার ভিতরই আছে—তাই, প্রত্যেক species-এর এইরকম difference থাকিলেও প্রত্যেকের ভিতরই প্রত্যেকের normal একটা accommodation আছেই। তবেই, যে-species যে-সমস্ত species-কে যত বেশী যত-রকমে higher becoming-এ fulfil করিতে পারিবে, ততই অন্যগুলি automatically সেই species-

aristocracy between which and the commons there is no inter-marriage. Such as aristocracy before many generations have passed, sink into decrepitude." 'Darwinism and Modern Socialism',—F. W. Hadley, F. Z. S.

শুধু বিশুদ্ধ রক্ত রাখিলেই যে জাতির উৎকর্ষ হইবে তাহা নহে। সুপ্রজননার্থ দূরের রক্তেরই প্রয়োজন, অবশ্য বিধিমাফিক সংস্কৃত করিয়া। তাই আছে,—সপিণ্ড ও সগোত্র বিবাহ করিও না। তবে দূরের রক্তমিশ্রণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে প্রতিলোম-সংমিশ্রণ যাহাতে না ঘটে, অনুলোম-সংমিশ্রণ যাহাতে হয়। এই দূর রক্তের সংমিশ্রণ অনুলোমক্রমে ছিল না বলিয়াই রোমান জাতির অধঃপতন হইয়াছে।

এর part and parcel হইয়া দাঁড়াইবে—ইহাতে আর সন্দেহের কি আছে ?*

প্রশ্ন। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হ'ল কি করে ? কোন এক জায়গায় কি আদিম মানুষের সৃষ্টি হ'ল, আর তা' হ'তে কি আর সবের সৃষ্টি হ'ল, না, নানান জায়গায় নানাজাতীয় মানুষের অভ্যুত্থান হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমনতর being হইতে মানুষ evolve করিতে পারে—বিবর্ত্তনের ধারা অনুযায়ী,—তাহা হইতেই মানুষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল—আর তেমনতর being-এর অস্তিত্ব যেখানে-যেখানে ছিল তাহার প্রাকৃতিক অনুকূল পারিপার্শ্বিকের ভিতর সেখানে-সেখানেই সেই being-গুলিতেই এমনতর evolution-এর সংঘটন হইয়াছিল।†

---

* The Mongolian group of races (the Chinese and the Japanese) is well-known for its adaptability, industry and temperance. The Semites also dreamed, but it was either about the hoarded wealth of other peoples which their covetous hearts longed for. But in none of the races is there found such a combination of vivid imagination, of passionate ardour for an ideal, sensibility of the soul and practical common sense in deed as in the Aryan. Of these people the Aryans alone had the germ of progress in them and a wonderful aptiude of assimilating and learning things of intrinsic value and of fundamental importance."

'A Study in Hindu Social Polity'—Dr. C. Chakravarty, Ph. D.

† "Whether different races of man are of polygenetic or monogenetic origin cannot of course be positively ascertained. But their characteristic variations and differentiations are by no means greater than what are to be found among animals and plants belonging to the same genera and species. And all the marked traits that differentiate one race from the other can be easily accounted for by the environmental influences."

—'Ethnic Elements in Hindi Nationality'

প্রশ্ন। আচ্ছা, সে কোন্ রকমের being—যার থেকে মানুষ হ'ল? ডারউইন তো বলে বানর।

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার আরও আগে যেতে ইচ্ছে করে—মনে হয় ব্যাং—কি আরো আগে! এই tendency to evolve into man কিন্তু ব্যাং-বানরের ভিতর দিয়েই।

প্রশ্ন। কোন্-কোন্ জায়গায় মানুষ প্রথম আবির্ভূত হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়—আর্য্য, মঙ্গোলিয়ান, দ্রাবিড়, Negroes ইহারা প্রায়ই সমসাময়িক। ইহাদের আদিম বাসস্থানগুলিই evolution-এর বৈশিষ্ট্যকেন্দ্র ভাবা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। আদিম বাসস্থানগুলির এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যা'তে প্রায় একই সময়ে এমন-সব বিভিন্ন কৃষ্টি ও গঠনওয়ালা বিভিন্ন মানবজাতির অভ্যুত্থান হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক বিভিন্নতায়ই ইহাদের গঠন স্বভাব ও culture-এর পার্থক্য ঘটাইয়াছিল। যাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিকূল প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সহিত লড়াই করিয়া বাঁচিত, তাহাদের প্রথমেই জাগিয়াছিল অস্তিত্বের কথা। আবার, যাহাদের এমন পারিপার্শ্বিক ছিল, নিজেদের বাঁচাইবার ধান্ধায় প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সহিত তেমন দ্বন্দ্ব করিতে হইত না, তাহাদের কিন্তু অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ ওদের মতন করিয়া ভাবিবার ও দেখিবার চেষ্টা হয় নাই। তাহারা দেখিত ও ভাবিত—আহরণ করিয়া কেমন করিয়া শুধু নিজেকে বাঁচাইয়া সমৃদ্ধ করা যায়—আর এমনতর করিয়াই nature ও culture-এর পার্থক্য ঘটিয়া গেল। কিন্তু সবারই যাহা-কিছু ধান্ধা—জীবন লইয়াই; জীবন-ব্যাপারে সবাই একমত।*

---

* "Just as in the life of a great individual, genius or indeed any uncommon characteristic, strives, under the spur of special inducements, to

প্রশ্ন। Nature, culture আর structure-এর এতটা পার্থক্য কেমন ক'রে হ'ল ? ঠিক তো বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, যারা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ভিতর কিংবা বিদ্রোহী প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের ভিতর নিজের জীবনকে বাঁচাত, তারা সবসময় চকিত অবস্থায় থাকত। তদ্দরুন তাদের কান হয়ত একটু বড় হ'য়ে উঠল। কারও খুব মৃদুশব্দ-শ্রবণ কিংবা দূরশ্রবণগুলিকে আয়ত্ত করতে চক্ষু sharp ও আকর্ণ হ'ল, নাক নিটোল ও লম্বা হ'য়ে উঠল —অতি মৃদু গন্ধকেও যা'তে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে; শীতে আত্মরক্ষা করতে যেখানে-যেখানে কেশ হওয়া উচিত, সেই সব কেশগুলি ঘন ও দীর্ঘ হ'য়ে উঠল; বিদ্রোহের ভিতর-দিয়ে অতিক্রম করতে হবে ব'লে,—যা'তে চলতে পারে বা ধরতে পারে তার অনুকূল হ'য়ে—হাত ও পা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হ'ল—ইত্যাদি রকমের। আবার, যাদের জীবনের ধান্ধাগুলি এমনতর ছিল না—অন্য রকমের ছিল, তাদের আবার এমনি ক'রে অন্য রকমের সেই-সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হ'ল।

প্রশ্ন। ভারতীয় হিন্দুরা আপনার কোন্ race-এর মনে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এরা যে original descendants of the Aryans সে-সম্বন্ধে আমার কোনপ্রকার সন্দেহই হয় না। যত রকম mixture-ই হইয়া থাকুক না কেন—মানুষ পিতার ভিতর-দিয়াই, পিতৃ-বৈশিষ্ট্য লইয়াই, জগতে উপস্থিত হয়; তাই ইহাদের পৈতৃক ধারায় ব্যতিক্রম কমই ঘটিয়াছে;

---

work out expression on itself in practical ways, so in the life of nations, actual application of the creative forces, which are in them, is not produced except at the call of certain definite circumstances. We see this most clearly in the race which was and is the carrier of human cultural development—the Aryan."
—'My Struggle'—Adolf Hitler

আর ঘটিয়া থাকিলেও পুনঃক্রম-আর্য্যসংসর্গে তাহা আবার gain করিয়া পোষাইয়া লইয়াছে।*

প্রশ্ন। আমাদের এই আর্য্য সভ্যতার অভ্যুত্থান কোথায় হ'ল? কোথায় তাঁদের আদিম বসবাস ছিল? তাঁরা কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুনেছি, আর মনেও হয়,—আর্য্যদের প্রথম বসবাস উত্তর-মেরুর সন্নিকট প্রদেশেই ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এমনতর ঘটিয়া উঠিল যাহাতে সেখানে আত্মরক্ষা আর সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাদের খুঁজিতে হইল উপযুক্ত কোন স্থান—যেখানে তাঁহারা নিজেদের জীবনযাত্রায় অনেকটা নিরাপদভাবে দিনগুলি কাটাইতে পারেন। তাই তাঁহারা দেখিতে-দেখিতে হিমালয়ের দূর প্রান্তে Caucasus range-এর সন্নিকটে আসিয়া জুটিলেন, এবং সে-স্থানটি তাঁহাদের আবাসোপযোগী বলিয়া মনে করিয়া সেখানে ডেরা বাঁধিয়া বাস করিতে সুরু করিলেন।

সাথে-সাথে সেখানকার আদিম-নিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। তাঁহারা কতক আত্মসাৎ করিয়া, কতক বিতাড়িত করিয়া ক্রমে-ক্রমে দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া একটা civilization-ই গঠন করিয়া তুলিলেন। এমনই করিয়া ক্রমে-ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

---

* "Professor Langdon has concluded that 'It is far more likely that the Aryans in India are the oldest representatives of the Indo-Germanic race.' He is further confirmed in this view by his belief that the Brahmi script itself derives from the Indus script."

'Hindu Civilization'—Radhakumud Mukherji, M. A., Ph. D.

"The Indians are the only division of the Indo-European family which has created a great national religion 'Brahminism'...while all the rest, far from displaying originality in this sphere, have long since adopted a foreign faith...No other branch of the Indo-European stock have experienced an isolated evolution like this."

—A. Macdonald

আবার, তাঁহাদের কেউ-কেউ পারস্য প্রভৃতি স্থানে এবং পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। সেখানেও অমনি করিয়া সেই দেশীয় পারিপার্শ্বিকের ভিতর-দিয়া তাঁহাদের civilization-কে propagate করিয়া রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহা হইলেই আর্য্য culture যাহাদের ভিতর স্বাভাবিক ও মুখর তাহাদিগকেই আর্য্য বলিয়া সন্দেহ করা যায়।

প্রশ্ন। আর্য্য culture বললে বুঝব কী? আর্য্য culture কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আর্য্য culture-ই হইতেছে অস্তিত্বকে লইয়া। আর এই অস্তিত্ব যেমন করিয়া undisturbed ও growing হয়, সেই পদ্ধতি-গুলিকে অনুসরণ করাই হইতেছে আর্য্যধর্ম্ম। *

প্রশ্ন। প্রত্যেক race-এরই তো ইহাই ধর্ম্ম? আর্য্যদের বৈশিষ্ট্য তবে কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, আত্মরক্ষা সবারই ধর্ম্ম! কিন্তু অস্তিত্ব নিয়ে যারা বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল, প্রত্যেক individual-হিসাবে তাদেরই অস্তিত্ব তেমন ক'রে চক্ষু ও চিন্তাতে এসে পড়েছিল। যাদের তা' হয়নি—তাদের তা' তেমন ক'রে ঘ'টে ওঠেনি।

পারিপার্শ্বিকের দুরপনেয় প্রতিকূল আবহাওয়া আর্য্য ব্যক্তিত্বকে এমনতরভাবে উত্ত্যক্ত উদ্বেলনে বিধ্বস্ত ও ত্রস্ত ক'রে রাখত—যা'-থেকে অস্তিত্বকে বজায় রাখার আগ্রহ-আকূতির প্রেরণা ও অনুসন্ধিৎসায়—ঐ আবহাওয়াগুলিতে আধিপত্য ক'রে যিনি প্রস্বস্তি আহরণ করেছেন—তাঁরই ছত্রতলে মিলিত হ'য়ে অস্তিত্বকে সুস্থ ও সন্দীপিত রাখায় প্রয়াসশীল থাকতেই হ'ত। তাই আর্য্যজাতি সর্ব্বপ্রথমেই বুঝতে পেরেছিল, অস্তিত্বের

---

* "Human progress is an endless ladder; a man cannot climb higher unless he has first mounted the lowest rung. Thus the Aryan had to follow the road leading him to realization, and not the one which exists in the dreams of a modern pacifist." 'My Struggle'—Adolf Hitler

উন্নয়ন মানেই আদর্শ অহং ও পারিপার্শ্বিক।* আর, এমনি ক'রেই ইষ্ট-প্রয়োজন আর্য্যদের বিরাট গিরিসৌধের মতন তেজোন্মাদনায় সহজ সংস্কারে পরিণত হ'য়ে রয়েছে। তাই, ইষ্টকে পুষ্ট করা ও পালন করাই ব্যক্তিদের জীবন-প্রগতির পরম পাথেয় ব'লে ব্যক্তিগত গূঢ়স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, তা'দের culture ও ধর্ম্ম অমন ক'রে জেগে উঠেছিল। কিন্তু অন্যান্য race-এর তেমন ক'রে তা' পরিস্ফুট হয়নি। তারা বাঁচতে চাইত পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে, কিংবা আদর্শ ব'লে কোন প্রশ্ন তাদের মনে জেগেই উঠেছিল না।† কিন্তু আর্য্যদের তা' হয়েছিল— তাই তাদের জীবন ও বুদ্ধির সরঞ্জামের ভিতরেই অতি নিশ্চয় ভাবে আছে ইষ্ট, অহং ও যজ্ঞ।

* "There is in our German language a word which is finely descriptive —readiness to obey the call of duty (Pflichter-fullung)—service in the general interest.

The idea underlying such an attitude we call idealism, in contra-distinction to egoism ; and by it we understand the capacity for self-sacrifice in the individual for the community, for his fellowmen. It is at times when ideals are threatening to disappear that we are able to observe an immediate diminution of that strength, which is the essence of the community and a necessary condition of culture."

'My Struggle'—Adolf Hitler

† "The question as to the ground reasons for the predominant importance of Aryanism can be answered by pointing out that it is not so much that the Aryans are endowed with a stronger instinct for self-preservation, but rather that this manifests itself in a way which is peculiar to themselves. Considered from the subjective standpoint, the will-to-live is of course equally strong all round and only the forms in which it is expressed are different.

... ...

The readiness to sacrifice one's personal work, and if necessary, even one's life for others shows its most highly developed form in the Aryan

প্রশ্ন। আর্য্য ছাড়া অন্য জাতিও তো বাড়ছে এটা ঠিকই, আর বাড়ার নিয়মই তো, আপনি বলেন, পারিপার্শ্বিকের সেবা ক'রে আদর্শের পুষ্টি ও প্রীতি সাধন করা। তবে ঐ ইষ্ট, অহং ও যজ্ঞ ও আর্য্যেতর জাতিতে একেবারে নাই, তা' বলা যায় কি ক'রে? পার্থক্যটা তো ঠিক-ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। পৃথিবীতে অন্যান্য race-গুলির একটা বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে —বৃত্তির চাহিদাগুলিকে fulfil করার ভিতর-দিয়ে বৃত্তি-উপভোগমুখী জীবনে থাকা ;—আর আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে অমৃতত্ব লাভ করা ;— আর এটা through the instrument of Ideal আর তাঁর principle and process—যা'-নাকি মানুষের indivildualty-কে disintegrate করতে তো পারেই না, বরং সর্ব্বতোভাবে integrated ক'রে becoming-এ অমৃতমুখী ক'রে চালিয়ে নিতে থাকে।* আর্য্যকৃষ্টিতে,

race. The greatness of the Aryan is not based on his intellectual powers, but rather on his willingness to devote all his faculties to the service of the communiiy."

—"The unexpurgated edition of Hitler's Mein Kampf"

* "Happy the man whose character has been formed from a well-balanced disposition under the influence of the unquestioned ideals and of a definite supreme goal or master purpose. His self-respect and the ideals to which he is attached will supply him with dominant motives in all ordinary situations, motives strong enough to overcome all crude promptings of his instinctive nature; he is in little danger of becoming the scene of serious enduring conflicts, especially is this true if he has learned to know himself, has earned by reflection and frank self-criticism to understand, in some measure, his own motives and has formed a sober, well-balalanced estimate of himself, of his capacities, his purposes, and his duties."

'An Outline of Abnormal Psychology'

—William Mc. Dougall, F. R. S.

individual interest-গুলি অমৃতমুখী becoming-এ দাঁড়িয়ে Ideal-এ all through 'ligared' থাকায়, Ideal-এর interest freely dominate করে self-interest-এর উপর,—তাই তারা দ্বিজ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মী।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্যবিধানে যে আছে, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'আচার' মানে হ'চ্ছে আচরণ—সম্যক প্রকারে চলা, অর্থাৎ যেমন করিয়া চলিলে যাহা হয়, perfectly তেমনি করিয়া চলা। যদি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকেই লাভ করিতে হয়, তবে তেমনি করিয়াই চলিতে হইবে যাহাতে নাকি ওই বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে ভাল করিয়া পাওয়া যায়। আর, বাস্তবে অমন করিয়া না চলিয়া শুধু বিবেচনা, কল্পনা ও বাক্যের বোঝা লইয়া বসিয়া থাকিলে ঐ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে কিছুতেই লাভ করা যাইবে না—তাই ঐ শাসন বা নিয়ন্ত্রণ-বাক্য।*

প্রশ্ন। আর্য্যশাস্ত্রে আছে নাকি, দেশাচার ও কুলাচার সাধারণ আচার অপেক্ষা বলবত্তর—তা' কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেশের অবস্থা হিসাবে যেমন করিয়া চলিলে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই করণীয়। শুনিয়াছি মাদ্রাজ উপকূলে যদি—আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যেমনতর লঙ্কা খায় তাহার চাইতে—অনেক বেশী লঙ্কা না খাওয়া যায় তো ঐ climate আর environment-এ নিজের existence বজায় রাখাই কঠিন। তাই,

---

* "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥
এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥" ১১০ —মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়

সেখানে সেই দেশোপযোগী লঙ্কা খাওয়ায় অভ্যস্ত না হওয়া, বা environment-এর ভিতর যা' মানুষের existence-কে deteriorate করে তাহার বিরুদ্ধে কিছু-না-করা—ধর্ম্মপ্রদ নয়কো।

আর, কুলের ব্যাপারেও তা-ই। কোন কুলে হয়তো by heredity কোন defect এমনতরভাবে চলিয়া আসিতেছে, সাধারণতঃ শাস্ত্রবিগর্হিত এমন কোন খাদ্য বা চলন অবলম্বন না করিলে সে-কুল হয়তো ধ্বংসে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাই, সে-কুলে ঐ সাধারণ শাস্ত্রবিগর্হিত আচারই শাস্ত্রসম্মত।

আবার, তাই বলিয়া দেশ বা কুলের ভিতর যদি এমন কোন প্রথা ও আচার নিহিত থাকে—যাহা-নাকি দেশবাসী বা কুলকে ক্রমে অবনতির দিকেই লইয়া যাইতে থাকে—তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগই শাস্ত্র।*

প্রশ্ন। আবার আছে, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেছে শাস্ত্র। শ্রুতি আর স্মৃতি কী? আরো আছে—যাহারা হেতু বা যুক্তি-তর্কের দ্বারা ঐ শাস্ত্রের অবমাননা করে, সেই সমস্ত নাস্তিকদের আর্য্য-দ্বিজাতির সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে,—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Experimented fact—যাহা-নাকি শোনা বা জানা ছিল—তাহাই শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে। যাহা পালন করিয়া মানুষের being ও becoming নিয়ত উন্নতির দিকে যাইতেছে, তাহার further development না ঘটাইয়া তাহার অবনতি, প্রত্যেক ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে যে অত্যন্ত গর্হিত—তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই,

---

* 'মনুসংহিতায়' আছে "ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচার-কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥"

আরও আছে—

"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং স্বগোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চ"

(দেশাচার ও কুলাচার পরিত্যাগ করা উচিত নহে।)

এইরকম মানুষকে সুস্থ সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকিতে পারে ?* বাহির করিয়া দেওয়া মানেই—দূরে রাখা, isolate করা।

প্রশ্ন। এই Hitler যে জার্ম্মাণী হ'তে ইহুদীদের বের ক'রে দিচ্ছে,—তাও কি ঠিকই ? Communist-দের experimented fact-হিসাবেও তো ধর্ম্ম বর্জ্জনীয়—তাই ব'লে ধর্ম্মকে যে রুশ দেশ থেকে তাড়ান হয়েছে তা' কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম যদি তা-ই হয়,—মানুষের বাঁচা-বাড়া যা' করলে বা যেমন চললে অক্ষুণ্ণ থেকে অদম্য উৎসরণে চলতে থাকে †—আর, এটা যদি এতকালের experimented fact-ই হ'য়ে থাকে, তা'কে বাদ দিয়ে মানুষের বাঁচা-বাড়া কেমনতর বেঁচে থাকতে পারে, বাড়তে পারে তা' তো আমার আক্কেলে আসে না। আমি তো দেখছি—যা'-কিছুতেই মানুষকে elated ও active ক'রে তুলতে হোক না কেন—সে বাঁচা-বাড়ারই ধর্ম্ম হোক আর তার অন্তরায়ী ধর্ম্মই হোক—ঐ ideal of principle, process and culture লাগেই লাগে। মানুষ dependently born, আর depend ক'রেই individuality বজায় রাখে,—individuality integrated হ'য়ে becoming-এ grow করে ; আর, সে যখনই তার বেকুবীকে কৃষ্টি মনে ক'রে, আহাম্মকের মতন

* "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥ ১০
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥" ১১
—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

† "বেদঃ স্মৃতিঃসদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥" —মনুসংহিতা, ২।১২

growing factor-কে আঁকড়ে ধরা ও তা'তে depend ক'রে তার অনুসরণ করাকে অপমান বোধ করে, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই পারিপার্শ্বিকের কঠোর টানে ক্রমশঃই কত রকমে ছন্নভন্ন হ'য়ে disintegrated 'dividuality'-তে পরিণত হ'তে থাকে। Ideal-এ active ও interestedly 'ligared' থাকাই হ'চ্ছে একমাত্র individuality-কে বজায় রাখবার অমোঘ উপায়। আহাম্মক যারা—প্রথমেই ঐ Ideal-কেই ignore করার বাহাদুরীতে বেফাঁস হ'তে থাকে। এ হ'লে যা' হয় তা' হবেই—তা'কে কে রোধ করবে ?

'ধর্ম্ম' মানেই হ'চ্ছে—যা'-যা' করলে, যেমন-যেমন করলে মানুষকে তার বাঁচা-বাড়ায় ধ'রে রাখে। ধর্ম্মকে ঝেঁটিয়ে ফেলা মানেই হ'চ্ছে বাঁচা-বাড়াকে ঝেঁটিয়ে ফেলা—এইতো আমি বুঝি।*

আবার, 'তাড়ান' তো কথা নয়কো ? আগে দেখতে হবে—সুস্থ যারা তারা অসুস্থ না হ'য়ে ওঠে। পারা যায় তো, সঙ্গে-সঙ্গে নতুবা ক্রমশঃ, দেখতে হবে যারা অসুস্থ তাদিগকে কি ক'রে সুস্থ করা যায়। যারা সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তাদিগকে অসুস্থের আবহাওয়া থেকে সরাতে হবে—তাহ'লে contamination-এর ভয় অনেকই ক'মে যাবে। যারা তখনও অসুস্থ আছে, সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে, কত সহজভাবে, কত সুন্দর ক'রে তাদিগকে আরোগ্য করা যায়—এইতো বুঝি আমি !

প্রশ্ন। মনুসংহিতায় আছে—নিষেকাদি শ্মশানক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্তই যাদের মন্ত্রপূত তারাই আর্য্যদ্বিজাতি—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'মন্ত্র' মানে ignorance-আবিষ্ট মনকে যাহা জ্ঞানে

---

* "ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥"
—'মহাভারত', শান্তিপর্ব্ব ৯০।১৬

যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥" —বৈশেষিকদর্শনম্

লইয়া উদ্ধার বা ত্রাণ করে। তাই নিষেক হইতে শ্মশানক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার জ্ঞানসন্দীপ্তি-সহকারে পরিপালিত ও পরিশোধিত করেন যাঁহারা, তাঁহারাই আর্য্যদ্বিজাতি—আমার মনে হয়, ভগবান মনু ইহাই বলিয়াছেন।

প্রশ্ন। গর্ভাধান-প্রমুখ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা বীজগত এবং গর্ভবাস জন্য পাপ হইতে আর্য্যদ্বিজগণ মুক্ত হ'ন—ইহার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গর্ভাধান হইতে উপনয়নাদি করণীয় বা আচরণীয় যা'-যা'-কিছু আছে সেগুলি সম্যকভাবে আচরণ করিলে মানুষ তৎপ্রসূত perfect instincts, temperament ও physique লাভ করিতে পারে—তাহার কোন weakness থাকে না। তাই সে normal being-এ থাকিয়া higher becoming-এর জন্য অবাধে attempt করিতে পারে—আর সেই-জন্যই ঐ করণীয়গুলি করিলে আর্য্যদ্বিজগণ বীজগত ও গর্ভগত বা parental পাপ বা defects হইতে মুক্ত হ'ন বলা হইয়াছে।*

প্রশ্ন। আর্য্যদ্বিজ সমাজের প্রধান করণীয়ের মধ্যে ছিল ব্রতাদি-পালন ও প্রায়শ্চিত্তাদি। এগুলির গূঢ় তাৎপর্য্য কী? আর আজকাল কি এ-সব না করার জন্য আমাদের কোন লোকসান হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ব্রত' কথার তাৎপর্য্যই হইতেছে শ্রেষ্ঠ বা উন্নত কিছুকে বরণ করিয়া তৎকর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া—আর তাহার বিরোধী যাহা তাহাকে অবরোধ করা।

আর, 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতেছে বৃত্তির যে-সাড়ায় মানুষের ভিতর অপকর্ম্মের সৃষ্টি হয়, নিয়মিত মনন ও আচরণদ্বারা তাহাতে অধিগমন করিয়া, তাহা

* "বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ২৬
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়-মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥" ২৭
—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আবিষ্কার করিয়া তাহাকে এমনতরভাবে নিঃশেষ করা যাহাতে তাহা আর কোনক্রমেই চরিত্রের ভিতর চারাইয়া ঐ অপকর্ষের সৃষ্টি না করিতে পারে। তাই ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তের কথা অমনতরভাবে বলা হইয়াছে।*

তবেই, সব যুগেই, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূলে যখন যেখানে যেমন করণীয়, তাহাই করা উচিত ছিল এবং এখনও আছে। শাস্ত্রে এমন কোন কথা নাই—সব জায়গায়ই সব সময়েই সমানভাবে সবটা করিতেই হইবে।

প্রশ্ন। শ্রাদ্ধাদিই তো আর্য্যগণের নিত্যকরণীয় ছিল—তারই বা মানে কী? আর, এই আচার-বাহুল্য থেকে আর্য্যগণের বিশিষ্ট করণীয় কী তাও তো চাপা প'ড়ে যায়? বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল আর্য্যগণের কি কি minimum অবশ্য গ্রহণীয় ও করণীয়—যার ভিতর-দিয়ে তাঁরা ভারতীয় আর্য্য-দ্বিজাতিগণের মহান্ আদর্শে সমুন্নত হ'তে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রাদ্ধাদি মানেই হ'চ্ছে—শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ন্যায্য পারিপার্শ্বিককে মৃত পুরুষের good instinct-গুলির উদ্বোধনামুখর হ'য়ে, কিংবা hero যাঁরা তাঁদিগকে স্মরণ ক'রে, পারিপার্শ্বিককে জীবন-বৃদ্ধিদ-ভাবে তদ্ভাবোদ্দীপনায় দান করা—যাতে নাকি তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে তদনুপাতিকভাবে পুষ্টি পেতে পারে। † আর, minimum অবশ্য করণীয় অন্ততঃ ততটুকু ঐ principle, process ও culture-কে অনুসরণ করা

* "এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ।
অনাবিষ্কৃতপাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ॥ ২২৭
খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাঽধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপত্তথা দানেন চাপদি।" ২২৮

—মনুসংহিতা, একাদশোঽধ্যায়ঃ

† শ্রদ্ধয়া দেয়ং ইতি শ্রাদ্ধং। শ্রাদ্ধ করি অভ্যুদয়ের জন্য, বৃদ্ধির জন্য, নন্দিত হবার জন্য। তাই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ বলে।

—যা' নাকি প্রতিপ্রত্যেকের কাছে নেহাৎই জীবন ও বৃদ্ধিদ—এই যা' বুঝি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আর্য্যেরা তাঁদের পূজা-প্রার্থনার ভিতর জড়কে কেন গ্রহণ করেছেন? এই জন্যই তো অন্যান্য মতাবলম্বী অনেকেই মনে করেন, আর্য্যদ্বিজগণ পৌত্তলিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁহারা জড়কে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানিতে with keen and sacred attention—তাহাদের সংঘটন কী করিয়া হইল, তাহাদের সংগঠনই বা কী, আর সেই সংগঠন কী গুণেরই বা সৃষ্টি করিল, আবার, সেগুলি মানুষের বা জগতের সংবর্দ্ধন-ব্যাপারে কেমন করিয়া, কিভাবে, কোন্ অবস্থায় কাজে লাগিতে পারে। এমনি করিয়াই তাঁহারা চৈতন্যের ভাণ্ডার হইতে জড়কে বহন করিয়া জানিয়া তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে জীব ও জগতের কল্যাণার্থে বহুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই ভূয়োদর্শন-ফল আমরা এখনও উপভোগ করিতেছি। বস্তুর গুণ বলিতে তো আর কিছুই নয়—সূক্ষ্মকণাসমূহ বিশেষ-বিশেষ সংহতি ও সমবায়ে বিশেষ-বিশেষ আকার অবলম্বন করিয়া বিশেষের কাছে বিশেষ-বিশেষ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আর, তাঁরা এই বস্তুগুলিকে with perfect attitude and attention অমনতরভাবে অধিগমন করিয়া তাহাদের সংগঠন, সংঘটন ইত্যাদির সহিত গুণকে নির্ণয় করিয়া সেই বস্তুর সংগঠনকারী বিশিষ্ট চিৎ-সাড়াকেও আয়ত্ত করিয়াছিলেন এই বলিয়া মনে হয় আর শোনাও যায়। এই যদি হয় তাহা হইলেই বুঝুন—তাঁহাদের পূজায় জানার নিয়ম ও জানার পাল্লা কতখানি perfect ছিল!

হয়তো অনেকে এমন আছেন—জড়-বৈচিত্র্যের মধ্য-দিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে উপলব্ধি ও উপভোগ করার নিয়মকে গ্রাহ্য করেন না বা অবগত নন, তাই আর্য্যবৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে অনুধাবন না করিয়া অবজ্ঞার ভাষায়

বলিয়া থাকেন—আর্য্যেরা জড়োপাসক। বস্তুতঃ আর্য্যদের মন চৈতন্যের উপাসক কোথায় কে আছেন, বুঝিতে পারা যায় না। আর্য্যদের instinct-এর ভিতরই, এমন-কি, প্রত্যেক জড় individual-এর ভিতর-দিয়া তাহাকে জানিয়া চৈতন্যে উপনীত হইয়া, চৈতন্যকে সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করিতে চা'ন—এমনতর ন্যাক্ সহজভাবেই বিদ্যমান।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

৫

প্রশ্ন। বর্ত্তমান বাংলার আর্য্য-দ্বিজসমাজের অনেকেই তো চাকুরী বা গোলামী করিতেছেন—অথচ তাঁহারা অনেকে আবার কৌলিন্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত! পুরুষ-পরম্পরায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলে আর্য্যদ্বিজত্ব বজায় থাকে কি? কৌলিন্যের খুঁটিনাটি লইয়া মরিতেছি অথচ এদিকে চাকুরী-ছাড়া অন্ন জুটাইতে পারি না—এ রকম স্লেচ্ছাচারে পাতিত্য ঘটে না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শ বা আদর্শানুপাতিক কর্ম্ম ও culture-কে মুখর ক'রে with its innate zeal যদি জীবনকে চালান যায়, তাহ'লে বাস্তব জগতে যা' করণীয় তা' মানুষের চলা, বলা ও service-এর ভিতর-দিয়ে আপনি জুটে আসে। আর, যদি এমনতর অবস্থা ঘ'টেই থাকে যা'তে চাকুরী না করলেই চলতে পারে না—তবে, ঐ ideal-গুলি যদি জীবনের normal natural move হ'য়ে চরিত্রে জ্যান্তভাবে বিদ্যমান থাকে, চাকুরীও এমনতরভাবে সম্মুখে আসে—যা'তে চাকুরী করার দরুন যে-একটা innate instinct of inferiority ক্রমে-ক্রমে গঠিত হয়, তা' আর হ'তে পারে না। ফলে, পাতিত্যও প্রসারণ লাভ করতে পারে না,—তখন সে-চাকুরীর মূল্য আর বেতন নয়—তা' দক্ষিণা বা honorarium—যেমন চাণক্যের, চন্দ্রগুপ্তের কাছে। আর, প্রকৃত কৌলিন্য হচ্ছে তা-ই যে-চলা, বলা বা কর্ম্ম আদর্শ এবং আদর্শানুপাতিক আচরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে।

প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের দেশে আবার inferiority complex-ওয়ালা pauper-like mentality-র লোকও তো বহু আছে। ওদের প্রধান লক্ষণগুলি কী?—আর আপনি ব'লেছেন এরা curable—কেমন ক'রে? তার এক-আধটা তুকও যদি ব'লে দেন, আমাদের জানতে ইচ্ছা করে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর। Pauperism মানে আমি বুঝি দারিদ্র্যে পাওয়া।* এই দারিদ্র্যে পেতে হ'লেই মানুষের প্রথমে থাকা চাই—Superior Beloved ব'লে ইষ্ট বা আদর্শ ব'লে কিছু না-থাকা বা যাঁ'কে with service fulfil করার urge as an interest বাস্তবতায় উপচে ওঠে এমনতর প্রিয় ও পূজ্য ব'লে কিছু না-থাকা—আর থাকলেও তাঁকে নিজের প্রবৃত্তির ইন্ধনের প্রতীকরূপে place ক'রে রাখা। এমনতর মানুষের আদিম আসক্তি বা libido প্রায়শঃই একটা uphill enthusiasm-এ কাউকে সার্থক করতে বা কাউতে সার্থক হ'তে active হ'য়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। আর এই থেকে, বা কারু bad nature, nurture বা

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ Psychosis এবং Neurosis-এর বিভিন্ন লক্ষণগুলি অপূর্ব্ব অন্তদৃষ্টির সহিত উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের গোচরীভূত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারই বিভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত pauper কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহাদের প্রধান লক্ষণই, ইহারা শ্রদ্ধায় একনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে 'Transference' এই রোগের মহৌষধ।

"It may seem strange to discuss pauperism in relation to marriage and to speak of it as a hereditary factor, but it is necessary to discuss it, because considerable ignorance prevails on the subject, it being generally confused with poverty. There is a radical difference between pauperism and poverty. People may be poor for generations and generations, even very poor and still not be considered or classed with paupers."

—'Woman : Her Sex and Love life'

"Psychosis is a strictly medical term ; it refers to a type of mental illness with certain intrinsic characteristics, assuming various forms and due to a variety of causes. It does not necessarily lead to serious disturbances of behaviour, and there are many individuals who though not insane in a legal sense are nevertheless the subjects of a psychosis from the standpoint of Psychiatry."

—'Encyclopoedia Britannica'
13th Edition New Vol. III, P. 257

manipulation-এর ফলে, কিংবা libido যখন distorted রকম ধ'রে চলতে থাকে—তখনই মাথায় জন্মে motor ও sensory স্নায়ুর inco-ordination বা distorted co-ordination.*

যে-মুহূর্ত্তে এই inco-ordination আসতে থাকে, তখন থেকেই মানুষের চিন্তা, বিচার ও বিবেচনা করাকে উদ্বুদ্ধ করে না অর্থাৎ sensory impulse-মাফিক কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু বা motor nerve response দিয়ে active হ'য়ে ওঠে না, তার ভাবা-করাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এইজন্য তা'কে প্রথমেই একটু নজর ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, সে irresponsible. † তার ঘাড়ে কোন একটা responsibility চাপালেই সে যেন জলে-ডোবা মানুষের মতন আঁকুবাঁকু করতে থাকে, কখন বা বিরক্ত হয়, কখন অবসাদগ্রস্ত হয়, কখনও বা চ'টেই লাল! কথায় আছে,

---

* 'অহংবিকার' বা Ego-neurosis-ই এই লক্ষণগুলির মূল লক্ষণ। তাই, nervous debility বা স্নায়ু ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য ইহারা কাউকে সার্থক করতে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারে না। Loving and willing surrender-কে এদের ব্যাধিগ্রস্ত অহং কিছুতেই বরদাস্ত করতে চায় না, পারে না। তার থেকেই এদের করাগুলি উদ্দামহীন হ'য়ে নিস্তেজ হ'য়ে আসে। তাই আনে এদের জড়ত্ব। শুধু ভাবেই বেশী, করে কম।

"Pauperism generally implies a lack of physical and mental stamina, loss of self-respect and unconquerable laziness. Of course, we know now that laziness often rests upon a physical basis, being due to imperfect working of the internal glands. But whatever the cause of the laziness may be, the fact is that it is one of the characteristics of the pauper."

—William J. Robinson

† "One of the essential features of a neurosis is a retention of what may be called the 'herd-sense', and a psychosis is marked by its diminution or loss." —'Encyclopoedia Britannica'

শ্রীশ্রীঠাকুর এই 'herd-sense'-এর খাঁকতিকেই 'irresponsibility' বলিয়াছেন।

"আলস্যেকে কাজে বললে পণ্ডিতের মতন বোঝায়"—তার বাক্‌বিলাসিতা বা বাক্যবাগীশী প্রকৃতি with cautious rationality মাথাতোলা দিতে থাকে।*

যা'কে আমরা কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু বলছি তা'কে আমরা শিল্পী স্নায়ুও বলতে পারি। আলস্যে মানে হ'চ্ছে—ঐ শিল্পী স্নায়ুর সহিত বোধপ্রবাহী স্নায়ুর এমন একটা incoherence বা অসঙ্গতি যার ফলে মানুষ ক্রমে-ক্রমে বৃত্তিপ্রলোভী হ'য়েও অবশ হতাশাদর্শী ও নিষ্কর্ম্মা হ'তে থাকে। সে সংশ্লিষ্ট হ'তে চায় না কোন কাজে—কোন-কিছুতে সংশ্লিষ্ট হওয়াই যেন তার পক্ষে বিরাট শাস্তি বা তার উপর একটা বিরাট injustice.

তার motor nerve-এর ঐ-রকম শিথিলতার দরুন জীবন-যাপনের চাহিদা কিন্তু থেমে যায় না,—আর প্রবৃত্তির চাহিদার তোড়ে, জীবন-যাপনের necessity-গুলিকে fulfil করার জন্য ফাঁকিবাজী মতলব সর্ব্বতোভাবে justified হ'য়ে, real মূর্ত্তি নিয়ে তাদের বিবেচনায় আবির্ভূত হ'তে থাকে। না-ক'রে-পাওয়ার philosophy † with every zeal তার ভাল ক'রে এস্তামাল হ'য়ে ওঠে,—মানুষের কাছে নিয়ে সে নিজের জীবনকে nourish করতে চায়, আর তা' না-ক'রেও তার উপায় নেই; কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক যখন তাদের জীবন-যাপনের কোন বিষয়ের জন্য তার কাছে হাজির হয় কিংবা চায়—তখন বিবেকের শাসন যতই তা'কে ওই

---

* "Poverty is not dishonourable in itself but when it comes from laziness, intemperance, extravagance and folly." —Plutarch

"It will be seen later that such pedantic phraseology is generally employed to emphasise the importance of the patient or of the statements which he is making." —Bernard Hart

† "Poverty palls the most generous spirits; it cows industry, and casts resolution itself into despair." —Addison

"আর্য্যশাস্ত্রেও রহিয়াছে—"দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"।

দেওয়ার ব্যাপারে induce করতে থাকে, অথচ কার্য্যতঃ তা' করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি একটা diverted বা distorted স্বার্থের nature-এ এসে তার তা' করতে দেয় না; বৃত্তিস্বার্থ তখন এমনতরই তার philosophising dictation-এ তা'কে induce ক'রে তোলে যে সে innately যতই নিজেকে meanly inferior ভাবতে থাকে,—with every philosophical trick, ingratitude-কে সে ততই support করতে থাকে,—এর ফলেই সে হয় normally ungrateful.

আবার, ungrateful হ'য়েও পারিপার্শ্বিকের কাছে সে justified হ'তে চায়। পারিপার্শ্বিক তা'কে otherwise consider করতে পারে এই আশঙ্কায়ই সে হামবড়াই চালবাজীকে zealously মানুষের সম্মুখে ধ'রে নিজেকে establish করতে চায়।*

এইসব রকম থেকেই আসে তার সন্দেহ-বিলাসিতা। † সব সময়েই doubt করে,—আমি তো যা' বলার তা' বললাম, যা' করার তা' করলাম, মানুষ ব্যাটারা কি ভাবলে তা' কে জানে, আর তা' জানতে পারা যায়ই বা কি ক'রে? তাই, মনের কথা জানার আগ্রহ আপসোসের মতন তার অন্তঃকরণে উঁকি মারতে থাকে।

---

* "The idleman is the devil's cushion on which he taketh his free ease, who, as he is incapable of any good, so he is fitly disposed for all evil motions." —Bishop Hall

অহংবিকার বা Ego-neurosis-এর জন্যই নানাবিধ বিকৃতকর্ম্মের লক্ষণগুলি ক্রমশঃ দেখা দেয়।

† "There is no moral power in doubt, and any human soul that tries to live in it will die, both morally and spiritually. It is negative and there is no life in it." —Willmott

"Doubt is brother devil to despair." —O'Reilly

"Doubt is hell in the human soul." —Gasparin

"Of all the signs of a corrupt heart and a feeble head, the tendency of incredulity is the surest." —Bulwar

এরই ভিতর-দিয়ে সে demonstrate করতে থাকে মানুষের সামনে, সে মস্ত-বড় মানী লোক—তা'কে সম্মান না করা মস্ত-বড় অন্যায়, সব সময় দেখতে থাকে, কে তার প্রতি কেমনতর attitude দেখালে, তা'তে সে কতখানি ignored হ'ল। এমনি ক'রেই সে অত্যন্ত honour-sensitive হ'য়ে পড়ে। Irresponsibility-ভূতে তা'কে গোড়াতেই পেয়ে ব'সে আছে। প্রতিপদ-ক্ষেপে সে মানুষের কাছে অবিশ্বাসী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—তা' বুঝেও সে যে বিশ্বাসী তা' খুব ক'রে মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করতে চায়, honour-কে বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে নিয়ে তা'কে যে injustice করা হ'ল, dishonour করা হ'ল, disbelieve করা হ'ল—প্রত্যেক affair-এর ভিতর-দিয়েই সে তা' বোধ করতে থাকে। কিছু করার জন্য কিছু পয়সা দিয়ে তার কাছে account চাইলেই সে বিরক্ত, দুঃখিত, মর্ম্মাহত বা রাগান্বিত হ'য়ে বলবে, "মশাই, বারে-বারে account চাচ্ছেন, আমাকে disbelieve করছেন ? আপনার এই মিথ্যা অসম্মান-সূচক ব্যবহার নেহাৎই অসহ্য" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্তর্নিহিত mean inferiority থাকার দরুন মানুষের sympathy-কে তার প্রতি আকর্ষণ করার মতলবে সে saintly-posed ugly attitude নিয়ে চলতে থাকে। এমনি ক'রেই will-to-ugliness-এর সে যেন একটা prey হ'য়ে দাঁড়ায়—স্নান না-করা, যেখানে সে খায়, থাকে, —প্রস্রাব, থুথু, কাশ এদিক-ওদিক ছিটিয়ে ফেলতে থাকে, unhealthy চিমশে দুর্গন্ধ অপরিষ্কার বিছানা—তা' হয়তো কোনরকমের অস্বচ্ছন্দতা উৎপাদন করে না, অথচ শরীর-সর্ব্বস্ব—এটা তার normal characteristic হ'য়ে দাঁড়ায়। শুধু এই লক্ষণ দেখেই তার সবটাকে determine করা যেতে পারে।

Ugly woman থেকে তার sexual impulse excited হয় বেশী ;—আবার এটা যখন অনেকটা insanity-র আকার ধারণ করে তখন আবার দেবী ও উচ্চজাতীয়া সুন্দরী ইত্যাদির কল্পনা ঐ ugly atmos-

phere-এ থেকেও তা'কে নন্দিত করতে থাকে।

সে Philosophy of negation-এর একটা মহান দ্রষ্টা ঋষি। তার কাছে যদি কেউ এমনতর কোন topic সুরু করে বা এমনতর কোন admirable জীবনের কাহিনী বলতে থাকে—যা'তে তার characteristic-গুলিকে down করার ইঙ্গিত আছে, active energetic হওয়ার ইঙ্গিত আছে,—সেই সব ব্যাপারে সে thoroughly wanting in admiration. কাউকে তার সম্মুখে ভাল বললে পরে, তা'তে যদি তার inferiority affected হয়,—তাঁ'কে down করবার পণ্ডিতকল্প কণ্ডুতি হ'তে সে কিছুতেই যেন রেহাই পেতে পারে না * বহুলোকের যিনি admiration-এর পাত্র তাঁকে down না করলে যেন তার অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন। তাই, সে যে-কোন-প্রকারেই হোক, একটা twisting passion-exciting blasphemy-র সাহায্যে ঐ শ্রেষ্ঠকে opposition দিয়ে মানুষের কাছে down করবার জন্য দল করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এই সমস্ত জায়গায় সে যেমন prudent ও active—তা' দেখলে মনেও হয় না, সে কখন আলসে, irresponsible বা ungrateful.

এই inferiority যাদের পেয়ে বসেছে তারা আবার—স্বভাবতঃই যারা ইতর, ungrateful, treacherous, idle philosophers—সাধারণতঃ generous justifying support-এ ঐ শ্রেষ্ঠদের অমনধারা complex-ওয়ালা neighbour-দের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হ'য়ে উঠেই থাকে। তাই, তারা generous, able, constructively active, prosperous great man-দের স্বভাবতঃই নিন্দাবাদ করতে থাকে—হয়তো ব'লেই ওঠে, "চোর-বেটারা না হয় বিশ পঞ্চাশ টাকা চুরি করে,

---

* "There are no surer mark of the absence of the highest moral and intellectual qualities than a cold reception of excellence." —Bailey

আবার ধরা প'ড়ে জেলেও যাচ্ছে, আর, এই যে ব্যাটারা মানুষকে ঠকিয়ে লাখো-লাখো টাকা সংগ্রহ করছে, মানুষ ভুলুণ্ঠিত হ'য়ে ভক্তি-বিহ্বলতায় যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এদের পুজো করছে—এ ব্যাটাদের আর কিছুই হয় না, এদের ধ'রে সাজা-টাজা দেবার উপায়ও নেইকো—যারা দিয়ে ফতুর হ'চ্ছে তারাই আবার এদের supporter."

এদের মনে এমনতর হওয়ার কারণই হ'চ্ছে ঐ inferiority-অনুস্যূত পরশ্রীকাতরতা।* তারা কখনই কোনরকমে মানুষকে বড় দেখতে পারে না, মানুষ যা'তে বড় হয় এমনতর serviceable হ'তেও পারে না। মানুষকে জব্দ ক'রে ঠকিয়ে যা'তে নিজের দিন-গুজরানি আহরণকে বজায় রাখতে পারে সেই ধান্ধাতেই পরিশ্রান্ত, আর সেই ধান্ধাতেই ব্যতিব্যস্ত। নিজেদের ভিতর philosophising justification of theft বা ঠকিয়ে জব্দ ক'রে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনরকমের পথ আছে, বা সবাইকে ভাল লাগিয়ে মানুষকে profitably active ক'রে উদ্বুদ্ধ করেও piously earn করা যেতে পারে—তা' এদের ইয়াদে আসাই মুশকিল। কেউ যদি কোন বড় কাজ করে,—কোনরকম constructive work—যা' মানুষকে profitable ক'রে তোলে এমনতর ধুয়া নিয়ে দাঁড়ায়—মস্ত-বড় একটা দুর্ব্বলের রক্ষক এমনতর generous pose নিয়ে, ঐ কাজগুলির against-এ যারা দাঁড়িয়েছে সেই inferior mentality-র idle, treacherous, ungrateful-দিগকে—যারা ঐ সৎকর্ম্মগুলিকে নানারকম ষড়যন্ত্র ক'রে নষ্ট করতে ন্যায়-অন্যায় কোন চিন্তাই করছে না তাদিগকে support ক'রে, তাদিগকে প্রশ্রয় দিয়ে, প্রবীণ ক'রে নিজের শোভাবর্দ্ধন করার প্রলোভন যেন সে ছাড়তেই পারে না।

সে কখন Beloved-এ তৃপ্ত না ব'লে, তার সমস্ত বৃত্তিগুলি কারু

---

* "Envy always implies conscious inferiority wherever it resides."

—Pliny

তৃপ্তিস্বার্থ যা চাহিদার স্বেচ্ছা-সংবেদনায় বিশেষ রকম খতিয়ে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সার্থক হ'তে পারে এমনতর কেউ নেই ব'লে, * পারিপার্শ্বিকের impulse যখনই তার যে-বৃত্তিকে excite করে, তখনই সেই দিকেই সে এমনতর ঝুঁকে পড়ে যেন সামলান বেজায় মুশকিল—যদি কোনরকম thrash না পায়; আর এইজন্যই তার thoughts and opinions সব-সময়ই vary করতে থাকে, শ্রেয় কী তা' সে যেন কিছুতেই ঠিকই করতে পারে না। Urge to fulfil principle-এর চাইতে sexual urge † যেন তার prominent. আবার, সেইজন্য তার বজ্রের মত তেজস্বিতাও এক হুমকিতেই coward-এর মত দিশেহারা হ'য়ে যায়।

আবার, এমনতর ব'লেই অনেকের tenacity ও intensity একরকম নেই বললেই হয়। এটা follow করে distorted calculation-এর রাহাজানি চলনার সঙ্গে। আবার, কোথাও intensity-র দপদপানি এত বেশী—তা' যেন তা'কে সবসময় বিক্ষিপ্ত ক'রে রেখেছে।

আর একটা মজা দেখতে পাওয়া যায়—এদের higher Ideal বা principle-বিষয়ক কোন commanding push দিতে গেলেই কেমনতর একটা turn নিয়ে, ঐ রকম push-এ তার যে-complex excited হয়—তারই support-এ incoherently নানারকম pose-এ

---

* "Act upon your impulses, but pray that they may be directed by God." —E. Teunent

Ego-neurosis থাকার দরুন এই লক্ষণটি বিশেষ প্রকট হ'য়ে ওঠে—

"His symptoms tend to be provoked by external circumstances, and he is sensitive to changes in the soical atmosphere; he sees facts as they are but meets them in a faulty way." —'Encyclopoedia Britannica'

† "The nature of the instinctive need which finds an outlet in neurotic symptoms is the subject of considerable controversy. Freud traces it to the sexual impulse." —'Encyclopoedia Britannica'

কথা বলতে থাকে—যা'তে নাকি ঐ principle-টাই astern হ'য়ে তার interest-কে সাবাড় ক'রে দিল। কিন্তু ঐ fits কেটে গেলেই যারা একটু sensibly sentimental, অন্ততঃ তারা একটা depressive আপসোস নিয়ে অনুতাপ করতে থাকে।

আরো একটা মজার ব্যাপার হ'চ্ছে এই—সে মনে করে, তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে তার পারিপার্শ্বিকের কেউ যেন উপযুক্তই নয়কো।* তাই সে কাউকে কোন দিক্ দিয়ে কোনরকমে support ক'রে actively sympathetic-ও হ'তে পারে না, এবং sympathetic and serviceable manipulation-এ কাউকে কাজেও লাগাতে পারে না ;—কেউ কোন proposal দিলেই তা'কে না-বুঝেই প্রাণপণে protest করতে থাকে। সবাই যেন তার কাছে inferior, unworthy, বেকুব। কেউ আবার মনে করে, দুনিয়ায় প্রত্যেকের কাছেই সে যেন ignored, † তা'কে যেন কেউ বুঝতেই পারলে না ; আর এই বুঝতে পারে না ব'লেই তার চাল, চলন, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার কারু কাছে justified হয় না, সে অতবড় honourable হ'য়েও এমনতর দুনিয়ায় জন্মে inferiorly থাকতে বাধ্য হ'চ্ছে, —অথচ তার philosophy-তে নিজের বেলায় বাস্তব কাজে responsibility ব'লে কিছু নেইকো, service ব'লে কিছু নেইকো, sympathy বা অনুকম্পা ব'লে কিছু নেইকো ;—আর এগুলি কাউতে সার্থক হ'তে পারে

* "Delusions are false beliefs. They may be of all kinds but there are two groups which call for special mention on account of their great frequency, grandiose and persecutory. In the former the patient believes himself to be some exalted personage or to possess some attribute which raises him far above the level of his fellows."

'Psychology of Insanity'—Bernard Hart

† "A patient who exhibits the second or persecutory types of delusion believes that deliberate attempts are being made to harm him in some way."

'The Phenomena of Insanity'—Bernard Hart

এমনতর ব'লে তো কিছু নেই-ই, সে কোথায় কি ব্যাপারে কা'রো দ্বারা inferiorly behaved বা insulted হয়েছে তার খতিয়ানী জমাখরচ তার কাছে সজাগ। কারণ, সে inferiorly যদিও live করে তার চাইতে superior তো কেউ নেই? আর, superior যদি না হ'ল, তাহ'লে কে তার শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে?

Underlying foolish বা wickedly mean inferiority তা'কে সবসময় follow করে ব'লে elating কোন-কিছুই হোক, কোন বড় লোকের কথা হোক, কি কোন বড় কাজের কথাই হোক—সবই যেন তার ego-কে wound-ই করতে থাকে। তাই সে সব সময়ই তার ego-কে বাঁচানর জন্য, পণ্ডিতি reasonable দোষদৃষ্টির weapon নিয়ে, সব সময়েই সজাগ থাকে;—তাই সে সেই-সব বিষয়ে কোন-কিছু ভাববার আগেই এক-চোটে তার প্রত্যেক পদকেই দোষ-দৃষ্টির মহড়ায় দুষ্টবাক্যজালে অবশ বা নিকেশ ক'রে দিতে কোনদিকে দৃক্‌পাতও করে না। ফলকথা,* যেখানেই দেখবেন—দেখে বোঝে না, ভেবে বোঝে; যাদের ভাবা দেখাকে sordid ক'রে বুঝদারি বেপরোয়া খারাপকে প্রতিপন্ন করে;—দোষদৃষ্টি যাদের মুখ্যভাবে fore-front-এই থাকে; যারা giant philosopher of negation; অমনতর রকমের wise pauperism যে তাদের জগৎকে একাধিপত্যে govern করছে—এ একটা নিশ্চিত লক্ষণ।

এই দারিদ্র্যরোগ এতই contagious যে এই দারিদ্র্যে-পাওয়াদের সাথে কিছুদিন বসবাস করলেই মানুষের তা' টের পেতে বেশী বিলম্ব লাগবে না। সে যতই জোরদার মানুষ হোক না কেন, কিছু-না-কিছু contaminated

* "In a psychosis the irruption of images, feelings and cravings into consciousness leads to distorted views of reality and falsification of facts."
—'Encyclopoedia Britannica'

হবেই। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে nourishing and elating protest না-ক'রেই থাকা বা ফেরা উচিত নয়কো। কিন্তু সাবধানে নজর রাখা চাই—ওরা vitally depressed না-হ'য়ে ওঠে।

ঐ motor-sensory incoherence-এর জন্য এবং বৃত্তির চাহিদার জবরদস্তির জন্য তারা প্রায়ই অস্বাভাবিক ভক্তি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকেন। কারণ, তারা করতে পারবে না, কিন্তু বৃত্তির চাহিদামাফিক পাওয়া তো চাই-ই? ঐ রকম ভক্তির ভিতর-দিয়ে যদি পাওয়াটা সার্থকই হ'য়ে ওঠে তা'তে আর আপত্তি কি? তাই এরা অনেক সময়ে প্রেষ্ঠপ্রাণতার pose নিয়ে ভক্তি-ঢলঢল উচ্ছৃঙ্খলতায় বৃত্তিস্বার্থকে সহজ ও সুগম করতে প্রয়াসশীল হ'য়ে ইষ্ট বা মহাপুরুষদের কথাগুলিকে বা তাঁদের চলন-চরিত্রকে মানুষের কাছে distortedly narrate ক'রে লোভ-বিহ্বলতায় ভিতরে-ভিতরে cruel designing attitude নিয়ে চলতে থাকে; হাবভাব, চলন-চরিত্রকে এমন unnatural সুন্দর ক'রে তোলে, তা' যেন তাদের normal temperament-এ খাপই খায় না,—তাদের কথা ও চলার সৌন্দর্য্য এবং প্রেষ্ঠকে সার্থক করার বাস্তব করণের সাথে হরদম একটা বিরাট গরমিল বা difference-ই দেখতে পাওয়া যায়। * তারা আবার ঐ গরমিলটা যা'তে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রাখতে পারে, তার জন্য uncalculating বিশ্বাস করার pose-এ ডুবুরী সেজে নিজেদের চলনকে মানুষের কাছে justified করার জন্য তাদের অনুকম্পাকে আকর্ষণ ক'রে চলতে থাকে। কিন্তু এই difference—যা' আগে বললাম এইটাই সততই তাদের definitely identify করে।

* "It enables us to understand that large section of the human race often erroneously regarded as conscious hypocrites—

Whole life laughs through and spits at there creed,
Who maintain thee in word and defy thee in deed."

—Bernard Hart.

তাই, এরা প্রায়শঃই বহুনৈষ্ঠিক—এই নিষ্ঠা আবার বেশই discrete. কোন নিষ্ঠা কাউকেই integrate ক'রে develop ক'রে তোলে না। এই লক্ষণটা যে-জীবনে দেখতে পাবেন, বুঝবেন, তার জীবনে disintegration মাথা-গুঁজে ব'সে চোরের মতন silent creeping-এ চলছে ;—আরো বুঝে ব'লে দিতে পারেন—তার জীবনের প্রায় ব্যাপারই অমনতরই।

এরা খুব miracle বা mysticism পছন্দ করে,* হেতুবাদ শুনলে এরা বড়ই depressed হ'য়ে পড়ে। তারা বলে, এমনি হঠাৎ বা অযাচিতভাবে যদি মনোবাসনা পূর্ণই না হ'ল, তাহ'লে ভগবানের অহৈতুক কৃপাসিন্ধু নাম কি মিথ্যা ? So-called সাধু ধ'রে, তাবিজ-কবজ নিয়ে এদের কাজ-বাগানো বুদ্ধি—অর্থাৎ, যা' যেমন-ক'রে করলে পাওয়া যেতে পারে তা' না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি থেকেই ওরা অমনতর ক'রে থাকে। কিন্তু এমনি ব্যাপার—এই না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি নিয়ে চলতে তারা এতই পরিশ্রম করে, কিন্তু service দিয়ে বা ক'রে-পাওয়াটা সে-তুলনায় হয়তো অনেকই অনায়াস-সাধ্য হ'ত—এ-হিসাবটা তাদের ইয়াদে যেন কিছুতেই উপস্থিত হ'তে চায় না। আর, এদের আরো একটা characteristic লক্ষণ হ'চ্ছে—প্রায়শঃই তারা পরশ্রীকাতর হবেই হবে। অন্যের উন্নতির ভিতর এরা নিজেদের interest কিছুতেই যেন বোধও করতে পারে না বা ধরতে পারে না, আর অন্যের উন্নতি যেন এদের existence-কে অবসন্নই ক'রে তোলে।† সমস্ত nervous system-এ এমনতরই uncomfort-

---

* "Miracles are the educating expedients of the early periods of the world. As such they are divinely wise, but after, they have served their purpose as such, it is foolish to have them." —H. W. Beecher

† "Whoever feels pain in hearing a good character of his neighbour, will feel a pleasure in the reverse. And those who despair to rise in distinction by their virtues are happy if others can be depressed to a level with themselves."

—Benjamin Franklin

able sensation feel করে,—মনে হয় তাদের nerve-গুলিকে—ঐ যারা উন্নতিপরায়ণ তারা—যেন কামারের তার তৈরী করা জাঁতি বা জন্তুরীর ভিতর ঢুকিয়ে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে লম্বা করতে বসেছে। তাই তাদের down করতে, with zealous depressive eloquence, এদের বদ্ধপরিকর না হ'য়েই যেন উপায় নাই। আর, এটা হয় consciously হোক আর unconsciously হোক, তাদের underlying inferiority in contrast with them বুঝি ধরাই প'ড়ে গেল, তারা অকাতরে যে অজান মানুষদিগকে গোঁফে তা-দিয়ে honourable pose নিয়ে exploit ক'রে চলছিল, বুঝি এখনই conscious না হ'লে অচিরেই ধরা প'ড়ে যাবে এই আশঙ্কায়। আর, এই-জন্য উন্নত-চলনশীল যারা তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কিছুতেই চলতে পারে না। ছেলেপুলে কোন অন্যায় করলে সাধারণতঃ তাদের বাপ বা guardian-এর কাছে এগুনো যেমন খুবই মুশকিল ব্যাপার,—অদৃষ্ট কি একটা ভুত যেন এগুতে গেলেও গলাধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়,—এদেরও অবস্থা প্রায় অমনতরই হয়। তাই তারা ঐ অজানা ধাক্কার অত্যাচারে বেদম রঙীন নিন্দা আরম্ভ ক'রে দেয়—অযাচিত নিন্দা বা না-দেখে নিন্দা বা দেখে অযথা distortedly তা'কে narrate করাও তাদের characteristic লক্ষণ।

Becoming-এর কোন-কিছু achieve করতে যে-করার চলনে চলতে হয়, বৃত্তি বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়,—এ সবই যেন তাদের পক্ষে বৃশ্চিকের তুল্য ভীতিসঙ্কুল। * বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে উন্নতিস্বার্থী করতে হ'লেই সে বলবে, ওসব ব্যাপারে আমি নেই,—গরীব আমি, এক কোণায় প'ড়ে আছি, আমাকে নিয়ে টান-পাড়াপাড়ি কেন বাপু? আবার বৃত্তিচাহিদাপূর্ণ, না-ক'রে-পাওয়ার ন্যাক অনুস্যূতভাবে মন্দাকিনীর মতন

---

* "Pauperism, in distinction from poverty, is dependence on other people for existence, and not on our own exertions." —Bulwar

এদের অন্তরে প্রবহমান থাকার দরুন এদের কাছে যদি কেউ—কোন service পাওয়ার জন্য অর্থই হউক বা সামর্থ্যই হউক—ন্যস্ত করে, সে তা'কে তার প্রবৃত্তিপূরণী ইন্ধন ক'রে নিজের প্রবৃত্তির বা হামবড়াইয়ের বা হামবড়াই উদারতার মতন ক'রে ব্যবহার করবেই করবে। আর, এই স্বভাবটা এমনতরই, মানুষের বাস্তব উন্নতির যেন একটা বজ্র-কপাট। এ স্বভাব থাকলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমনতরই হয়। তাদের নিজেদের কোন profitable concern এলেই তা'কে twist ক'রে diverging রকমে চলে,—যার ফলে তারা মানুষের কাছে ব'লে বাহাদুরীপূর্ণ অনুকম্পার সৃষ্টি করতে থাকে—'এই এক মিনিটের জন্য এমনতর একটা profitable ব্যাপার হ'য়ে উঠল না—সব ঠিক-ঠাক্, প্রস্রাব ক'রে ফিরে আসতে-আসতেই অন্যে কাজটা বাগিয়ে নিলে।' সে হয়তো ২৷৩ ঘণ্টা ধ'রে প্রস্রাব চেপে রেখে প্রস্রাবের প্রয়োজনটা ঠিক for that moment রেহাই দিতে পারলে না।

আর, এরই জন্য তাদের becoming-এর অনুসন্ধিৎসা—যা'তে তারা profitable হ'তে পারে—তা' যেন সব-সময়ই তন্দ্রাকুল চাহনী নিয়ে পরিশ্রান্তের মতন চলতে থাকে, কিন্তু তাদের ঐ mean inferiority-র ego যেখানেই সংঘাতবিদ্ধ হ'তে পারে বা হয়—তা'তে তারা বড় conscious, তার বেলায় অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি নেহাৎ কম নয়কো। সে সবসময় ওরই ফন্দিবাজী বুদ্ধি নিয়ে ভাবে ও চলে;—তাই তারা প্রায়ই যেন ভেবেই দেখে, ভেবেই শোনে। আবার, দেখার চাইতে তাদের ঐ নীচতাকে support করে এমনতর শোনার প্রশস্তি যেন বেশী।

আবার, আর এক মজা—এইরকম বিধ্বস্ত যারা তারা অন্য সবাইকে ভাবে—ওরা pauper, কিন্তু নিজের দিকে নজর করে না। নিজের দিকে নজর না করারও মানে আছে; নিজের দিকে নজর করলেই তারা এমনতর depressed হ'য়ে পড়ে—মনে করে, hopelessly damaged হ'য়ে গেছে,—সেইজন্য তারা হরদমই resist করতে থাকে,

অমনতর অনেকেই—কিন্তু সে নিজে নয়কো। বুদ্ধি খাটিয়ে তা' justify করতেও কসুর করে না। আবার, সেইজন্যই—সে যে তা' নয় এইটাকে demonstrate করার খেয়ালেই হোক, আর যাতেই হোক অন্যকে correct করার বুদ্ধি কম জ্যায়াদা নয়কো।

পূর্ব্বে যা' বললাম এমনতর যারা তারা নিজের profitable concern-এ হয়তো নেতিয়ে পড়ল, কিন্তু যা'তে তার কিছুমাত্র profit নেই তা'তে হয়তো ভুতের মতন খাটতে লাগল।* কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—অমনতর খেটেও সে হয়তো বাড়ী ফিরল একটা নিন্দার পদক নিয়ে; pity-র পাত্র হ'য়ে। এমনতর খাটে কেন তা' জানেন? ভিতরে mean inferiority থাকে, তাই তার মনের চাহিদা যথেষ্ট,—মানুষের চক্ষে সে মানী হ'য়ে দাঁড়াবে এই আশায়, তার মানুষ বা পারিপার্শ্বিকের তা'কে যে একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে মুখ্যতঃ তা'কে সেইটাকে demonstrate করা।

Inferiority মানুষের মস্তিষ্ককে যদিও অনেক রকমেই আক্রমণ ক'রে থাকে, তবুও একজাতীয় inferiority-র একরকম প্রধান অগ্রদূত হ'চ্ছে—পুংমৈথুন-স্বভাব। † বিশেষতঃ এর object-রা অতিসত্বরই inner

---

* নিজের profitable ব্যাপারে তারা কৃতকার্য্যতার সহিত শেষ পর্য্যন্ত চলতে পারে না—কোন-না-কোন প্রমাদ ক'রে বসেই। আর, অন্যের কাজে বা সাধারণের কাজে তারা—pauper-রা খুবই খাটতে পারে—Rip Van Winkle-এর মত।

† "Homosexuality is a perversion in which a person is attracted not to persons of the opposite but to persons of the same sex. Homosexuality is hereditary and nobody has a right to bring homosexuals into the world, for there is no unhappier being than a homosexual. Homosexuality is a dysgenic factor and no homosexual should marry."

'Woman: Her Sex and Love Life'—William J. Robinson, M. D.

আর্য্য সংহিতায়ও আছে—"পশুষু মৈথুনাচরণম্। পুংসি চ। ইতি জাতিভ্রংশকরাণি।"

—বিষ্ণু সংহিতা

"মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্।"

—মনু সংহিতা

masculine-ness-এর দারিদ্র্যে down হ'য়ে, একটা dull despairing inferiority নিয়ে বসবাস করে। এদের প্রধান characteristic-ই হ'চ্ছে যারা treacherous, ungrateful, যাদের দ্বারা বংশ ও জাতি আহত হয়,—যারা treacherously oppressor তাদের with a zealous mood support ক'রে খুবসে বাহাদুরী নিয়ে, নিজের masculinity establish করার আহাম্মুকী rationalizing চালিয়াতী হ'তে কিছুতেই যেন বঞ্চিত হ'তে পারে না। এরা সাধারণতঃ বেশ maso-effeminately well-dressed হ'য়ে বসবাস করে, কথাবার্ত্তাও কয় ম্যাদাটে masculine-মাফিক—যেন কেমনতর rationalizing sentimental ম্যাদাটে আবদারের মতন। বন্ধু-বান্ধবের প্রতি normal খাতির—যা' মানুষের থেকেই থাকে—তা' যেন স্থানই পায় না। এরা সব ব্যাপারেই এদের masculinity establish করতে ব্যতিব্যস্ত। *

ভাল-কিছুতে obeisance বা convction আসা তাই এদের বড়ই মুশকিল—কারণ, এদের ভালমন্দে বড়বেশী তোয়াক্কা নেই। এরা চায় শুধু তাই-ই যা'তে এদের ঐ pauper masculinity glorified হ'য়ে মানুষের কাছে "পুরুষ বটে" এই আখ্যা পেতে পারে। † সেইজন্য

* "Adler emphasises the important part played in the formation of nervous symptoms by the fundamental instinct of self-assertion. In his view many neurotic symptoms are compensatory, representing the patient's unsuccessful striving 'to become a complete man'—that is the phrase he uses—and to hide his insufficiency from himself as well as from others."

—'Encyclopoedia Britannica'

† "The Patient constructs a safety net, as it were, around himself, so as to prevent his sensitive ego from being unduly pained by the consciousness of its inadequacy. Adler would explain many cases in which a sexual etiology seems more obviously involved as really caused in this other way,

আপন-পর, ভাল-মন্দ, obeisance বা obligation—যা'তে নাকি পুরুষের পুরুষত্ব—তার distressed consideration—সে-সবের ধার-টার এরা কিছুতেই ধারতে চায় না।

মনে করুন, কোন চোর কোথাও যদি চুরি ক'রেও থাকে, সাধারণতঃ মানুষে চেষ্টা করে তার চৌর্য্য যা'তে অপনোদিত হয় তার জন্য ;—এরা করবে কিন্তু উল্টো, with glorious zeal ঐ চৌর্য্যের support ক'রে যদি তার masculinity কোন-রকম establishment পায়—আপ্রাণ হেতুবাদে এরা তা'কে support ক'রে তার জন্য fight করবেই করবে।

এদের থেকে আরো ঝুনো যারা তারা nuisance-like বসবাস করে,—জীবনে কোন aspiration-এর ধার ধারে না। Foetid humour-এ রাগান্বিত হ'তে তাদের প্রায়ই দেখা যায় না। Dull-spirited অথচ foetid luxury নিয়ে ইয়ারকী, ফাজলামো, তামাসার চালিয়াতী ফুর্ত্তিতে তারা মন্দ মসগুল থাকতে পারে না—ইত্যাদি অনেক কিছু।

Inferiority-র আর একটা crude test হ'চ্ছে—ঐ inferiority-ওয়ালা মানুষগুলি inferiors, dependents ও servants-দের সাথে খুব কমই loving, generous behaviour ক'রে থাকে—তাদের dealing-এর ভিতর ঐ অমনতর মানুষদের সহিত exposition of compassion কমই দেখতে পাওয়া যায়। ফলকথা, inferiors, dependents and servants-দের emphatically interested করতে গেলেই যাদের dealing যেমনতর badly posed uncompassionate হ'য়ে থাকে তাদেরই ভিতর তেমনতর inferior instincts যে রয়েছে তার সাক্ষ্য-স্বরূপই হ'চ্ছে অমনতর behaviour ; আবার vulgar words tuned with keen compassion—তা' কিন্তু একটা indication

through disturbance of the self-assertive instinct. This inadequacy may show itself in various ways." —'Encyclopoedia Britannica'

of good heart and superior instincts. আবার, যারা এটা বুঝতে পারে না—বিশেষতঃ inferiority যাদের egoistic tension নিয়ে অন্তঃকরণে লুক্কায়িত থাকে, এই keen compassion-ওয়ালা vulgar words-এর অভিব্যক্তি তা'দিগকে repelled-ই ক'রে থাকে। তাই, এটা হ'চ্ছে একটা egoistic inferiority-র অভিব্যক্ত সাক্ষী। ঐ vulgar words tuned with keen compassion দেখলেই বরং বুঝতে পারা যায় environment-এর impulse-এ তার ব্যক্তিত্ব কেমন সহজ বাস্তবতায় super-normal witty wisdom-এ evolved হ'য়ে উঠেছে।

Principle, sentiment, শুভ, শ্রেষ্ঠ—hereditary instinct-অনুপাতিক সমীচীনতা ইত্যাদিকে ignore ক'রে otherwise pose নিয়ে থাকে। এক-কথায়, প্রত্যেক serious বা critical affair-এর ভিতরেই দেখতে পাওয়া যায় balance of normal life-ই যেন ব্যাহত হ'য়ে গেছে—সব বিষয়েই তারা যেন balance-হারা neurotic.* তারা যত vigorously active হোক না কেন, সমৃদ্ধির ভিতর তাদের যদি পুঁতেও রাখা যায়, they, with their every affair, degeneration-এ অবশায়িত হ'য়ে যে চলতেই থাকে, prosperous attempt যে failure-রোখা হ'য়ে চলে,—তা' একটু নজর ক'রে দেখলেই প্রত্যেকেরই চোখে ধরা পড়ে।

Inferiority কাউতে enchanted হ'য়ে obey করতে পারে

---

* "The patient's self-assertive instinct cannot realize itself in ordinary ways, so it realizes itself in a round-about way. All the time there is a tendency for the person to conceal from himself his own inadequacy or to prevent himself from facing a situation where his own inadequacy might become too obvious." —'Psycho-therapy'

না *; তার nerve-গুলি কোন একটা pressure-এ থাকতে বা কোন principle-এ enchanted হয়ে নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারতপক্ষে একদমই নারাজ। আতঙ্কে তাদের nerves যখন para-paralytic হতভম্ব হ'য়ে ওঠে তখন তারা বড় সহজ মানুষ! Obedience বা obey করার ব্যাপারগুলি যেন তার কাছে cynic insulting ব্যাপার! তারা সব-সময়েই চিন্তা ক'রেই সুখী হ'তে চায়,—তাদের efficiency হতে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে শুধু তাদের environment-এর তথাকথিত efficient-রা। আর, তাই philosophy of weakness, philosophy of inability, really efficient-দের স্বার্থপরতার mal-psychology খুবসে এস্তামাল ক'রে একটা sordid rational অর্থ-সার্থকতায় micro-twisting-এর ভিতর-দিয়ে plainly and highly magnify ক'রে, মানুষের কাছে ধ'রে, নিজেদের দল বৃদ্ধি ক'রে careful carelessness-এর pose নিয়ে তাদের নেতা হওয়ার সখ অত্যন্ত। আর, ঐ urge-ই অমনতর ক'রে তাদের active ক'রে তোলে—ভিতরে-ভিতরে বুদ্ধি এই, ব্যাটাদের কোনরকমে হাতিয়ে নিয়ে efficient superior ব্যাটাদের বেশ ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে--আমি কি চীজ! আর, তা'তে তার দুনিয়ার principle-শূন্য বৃত্তিস্বার্থপ্রধান চলনাও হাল্‌সে বেহালে, অবাধ-চলনায় চলতে থাকবে— inferior অর্থাৎ আদর্শবিহীন irresponsible, utopian, inactive idler-দের common interest-ই তাই ঐ হিসাবে তার interest. ঐ inferior-দের able, active ও efficeint ক'রে superior efficiency-তে নেওয়ার কোনরকম auto-initiative service-এর ধান্ধা তাদের তো নেই-ই—বরং তারা ও-সব কথায় বিরক্ত হ'য়ে এমনতর vague উত্তর দেবে, হয়তো বলবে—এখন সাত মণ তেলও জুটবে না, রাধাও নাচবে না।

* "From obedience and submission spring all other virtues, as all sin does from self-opinion and self-will."
—Montaigue

Inferiority-র আর একটা প্রত্যক্ষ peculiarity হ'চ্ছে—সে যা'দিগকে superior ব'লে মনে করে—নানা কেরদানী, উদারনীতি ইত্যাদি নানান রকম philosophy আউড়িয়ে, নানারকমে entice ক'রে, তাদের নিজের থাকে এনে একশা ক'রে তৃপ্তিলাভ করে; *—কিন্তু যাদের সে inferior ব'লে মনে করে তাদের সাথে কিছুতেই একশা হ'তে চায় না—তখন তার নীতি-ফিতি, philosophy অন্যরূপ।

এমনি-এমনি—আরো যে কত তার ইয়ত্তা নেই! এর ভিতর যাদের অসুস্থতার জন্য বা ill nurture-এর জন্য motor-sensory co-ordination ভেঙ্গে গেছে বা অনভ্যাসে অবশ হ'য়ে গেছে, তাদের সহজেই, easy nurturing-এই প্রেষ্ঠপরায়ণ হয়ে উঠতে দেরী লাগে না! তারা curable-ও হয় easily—যাদের libido damage হ'য়ে গেছে, এমন-কি damaged হ'য়ে wreckless-ও হ'য়ে উঠেছে, প্রেষ্ঠপ্রাণতা তাদের ভিতর একটা crying hankering-এর মতন, curative force-এর মতন জেগেই থাকে। তারা হয়তো প্রতি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসেই বলে, "ধ'রে তোল, কে আছ কোথায়?" এই দারিদ্র্য-পাওয়া রোগ cure করতে তাদের বড় বেশী জঞ্জাল পোয়াতে হয় নাকো। আর, এগুলি তেমনতরভাবে heredity-কেও আক্রমণ করে না—আক্রমণ করলেও খুব কম।

কিন্তু libido যাদের distorted হ'য়ে গেছে, তাদের সমস্যাই কঠিন। আর, এটা যেন Syphilis-এর মতন heredity-কে আক্রমণ করে। অত্যন্ত

---

* "The standardization of men by the democratic ideal has already determined the-predominance of the weak. Everywhere the weak are preferred to the strong. They are aided and protected, often admired. Like the invalid, the criminal and the insane, they attract the sympathy of the public. As it was impossible to raise the inferior types, the only means of producing democratic equality among men was to bring all to the lowest level. Thus vanished personality."

—Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

কঠোর ও cautious nurture-এ এদিগকে manipulate ক'রে যদিও অনেকটাই ঠিক করা যেতে পারে, তথাপি পুনরায় রোগগ্রস্ত হওয়ার ভয় কিছু-না-কিছু তাদের থেকেই যায়।

আমাদের জন্মের সাথে-সাথেই সাধারণতঃ প্রকৃতিই আমাদের sensory ও motor nerve-এর temperament-মাফিক co-ordination ক'রেই দিয়ে থাকে। ছেলেদিগকে ভাল করার প্রলোভনে, বিদ্যাবুদ্ধিতে দিগ্‌গজ করার প্ররোচনায় guardian-রা কি একটা কথা আছে "Spare the rod and spoil the child"—এই motto অনুসরণ ক'রে, প্রকৃতিপ্রদত্ত ঐ motor ও sensory co-ordination-কে ভেঙ্গে, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের জানা ও চিন্তাগুলিকে করার বাস্তব পরিণতিতে আনার ঐ প্রকৃতিপ্রদত্ত ঝোঁকের নিকেশ ক'রে দিয়ে, * বাক্‌বিলাসী বাঁচা-বাড়ার পথহারা বিক্ষিপ্ত ধোঁয়াটে ধাঁধাল ও ঝাঁঝাল দুর্ব্বল inferiority-ওয়ালা, না-ক'রে ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত হতদরিদ্র জীবন-লাভের দিকে জোর ক'রে নিক্ষেপ করতে থাকেন।

Guardian-রা যা' আশা ক'রে ঐ-রকম ক'রে তাদের ছেলেপুলেকে acquisition-এর ভিতর-দিয়ে brought up করতে চান, করার অনু-পাতিক যা' হবার তাই যদিও হ'য়ে থাকে, কিন্তু অজ্ঞ-জানা যে আশা দিয়ে তাদের ঐ রকম করিয়েছিল তা' মোটেই না দেখতে পেয়ে, না উপভোগ ক'রে, অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাসে জীবনকে প্রতারিত

---

* "When the 'life impulse' existing in the deeper levels of an individual's personality do not find a natural outlet and the means of adaptation to environment, there exists a disharmony between physiological and sociological conditions, which is ever increasing in the most cultured races. The non-gratification of this instinctive desire may be the source of a mental conflict, accompanied by fear and anxiety in a large number of men and women."

—'Encyclopoedia Britannica', Psychiatry

ও পরিচালিত করতে থাকে,—আর সাধারণতঃ ঐখান থেকেই সুরু হ'তে থাকে ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ জীবনের অদৃষ্ট পথ-চলা ;—যদিও এর অনেকাংশই জাতক তার বাপ, মা ও পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত instinct বা সংস্কারের ভিতর থেকে লাভ ক'রে থাকে ; *—আর আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ পারি-পার্শ্বিককে তার বাঁচাবাড়ার অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে না-পেরেও অনেকটা ঘ'টে থাকে। এই আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা থাকলেই, প্রথমেই পারিপার্শ্বিকের সংঘাত থেকে একটা হপকান ভাবের সৃষ্টি হ'য়ে নিজের বাঁচা-বাড়ার ক্ষুণ্ণিবৃত্তির আবেগে ভালমন্দর সঙ্গে একটা compromisnig-প্রবৃত্তি ভুতের মতন পিছু নেয়। তারা তা'কে যেন কিছুতেই shake off করতে চায়ও না, পারেও না। এই-রকম ক'রেই তারা dolls of environment হ'য়ে পড়ে—যাক সে অনেক কথা। এর থেকে রেহাই পেতে হ'লেই যা'তে মানুষ নিজের complex-গুলির প্রভুত্বে তার personality ও indivi-duality পারিপার্শ্বিক ও প্রলোভনের টানে নানারকমে পর্য্যবসিত হ'য়ে disintegrated না-হ'য়ে পড়ে—সেইজন্যই guardian বা যাদের প্রতি তাদের আস্থা আছে তাদের কর্ত্তব্য—কোন একটা superior persona-lity-কে তাদের Superior Beloved-রূপে এমন ক'রে দাঁড় করান—যার ফলে তাদের libido বা আদিম আসক্তি তাঁ'তে অকাট্যভাবে বাঁধা প'ড়ে যায় †—আর তা' এমনতরভাবে যা'তে সেই superior personality বা Superior Beloved-এর wishes-গুলি বাস্তবভাবে fulfil করার

---

* "Study of the hereditary factor in psychoses and psychoneuroses by the construction of a large number of pedigrees extending to three, four or five generations with collaterals, and by a card system of 4,000 relatives, who were or who had been in the London County Council Asylums, proves that heredity plays a very important part in neuroses and psychoses."

—'Hereditary Factors in relation to Psychoses and Neuroses'

† "Everything depends on the faith you are able to put in the

ঝোঁক এমনতর উপচে ওঠে যেন তাদের তা' না-ক'রেই উপায় নেই—তা' না-করলে দুনিয়ায় তাদের যেন আর কিছুই ভাল লাগে না—তাঁর wish fulfilment-ই যেন তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ ও উপভোগ ব'লে মনে করতে পারে—এমন-কি নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার সহিত জীবনের চলনার ভালমন্দের হিসেব-নিকেশগুলিও ঐ তার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মেপে-মেপে চলাই তাদের জীবনের সহজ ও সাধারণ ন্যাক হ'য়ে ওঠে। আর, দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে মান, অভিমান, আলস্য, আত্মম্ভরিতা, সন্দেহ-বিলাসিতা ইত্যাদি যা'-নাকি দারিদ্র্যের অকপট অনুচর ও মোসাহেব—ঐ Superior Beloved-এর fulfilment-এর নেশায় ওগুলির বেকুবী প্রশ্নই যেন মনে না উঠতে পারে।

যাদের অমনতর হয়েইছে, তাদের বিচার, বিবেচনা ও manipulation দিয়ে ওগুলি হ'তে অতিসত্বর নিবৃত্ত হওয়াই চাই—নতুবা উন্নতি তো কঠিন হ'য়ে উঠবে। আর, এর সাথে-সাথেই ভাল ব'লে যা'ই মনে হ'চ্ছে ঐ ইষ্ট বা প্রেষ্ঠের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অনুকূলভাবে,—তা' প্রবৃত্তিগুলির চাহিদার পড়তায়ই পড়ুক, আর না-ই পড়ুক—যতদূর সম্ভব পারিপার্শ্বিক বা পারিপার্শ্বিকের অন্য কারুর ক্ষতিজনক না হয় অন্ততঃ এমনতরগুলিকে কাজের ভিতর-দিয়ে বাস্তবে পরিণত করা চাই-ই।

আর * এদের reform করতে হ'লে কোথাও বা hope, কোথাও

---

instructor. Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet." —Sigmund Freud

"By 'transference' is meant a striking peculiarity of neurotics. They develop towards their physician emotional relations, both of an affectionate and hostile character, which are not based upon the actual situation but are derived from their relations toward their parents."

—'Psycho-analysis', Encyclopoedia Britannica

* "The psychoses do not offer a fertile field for the application of formal psycho-therapeutic procedures. Indirectly, psychological treatment

বা sympathy-র নানারকম pose নিয়ে চলতে হয়, প্রত্যেকের profitable অনুসন্ধিৎসা excite করতে হয়, তাদের সম্মুখে specifically profitable কিছু তাদের consciously না ধ'রে কিন্তু earn করতে পারে এমনতর নানারকম arrangement সামনে রেখে,—কোথায়ও বা জায়গা মতন shock দিয়ে manipulate করতে হয়। আবার, ঐ manipulation-এর ভিতর-দিয়ে খুব enthusiatically প্রেষ্ঠ-আনতিতে তাদের আকৃষ্ট-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হয়। তার সঙ্গে-সঙ্গে কোন-কিছু করার ভিতর-দিয়ে—যারা খুব gross তাদের অন্ততঃ agriculture-এর ভিতর-দিয়ে—উদরান্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। তারা নেহাৎই না-পারে যখন, তারা বুঝতে পারে না এমনতরভাবে তাদের উদরান্নের জন্য সাহায্য করতে হয়। আবার, এই ক'রেও উপায়ের ভিতর-দিয়ে উদরান্নের সংস্থান ঘটানর ভিতরেই তারা যা'তে নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে কিছু দিয়ে আনন্দ পায়—সেই রকমগুলিতে বিশেষভাবে তাদের elate করতে হয়। এইরকম কায়দা-কানুনের ভিতর-দিয়ে তাদের প্রেষ্ঠবান ক'রে motor-sensory-র co-ordination এনে দিতে পারলেই অনেক রক্ষা।

কোন-কিছু ক'রে তার পরিণতিগুলিকে যে উপভোগ করা একটা বিরাট আনন্দ ও উপভোগ—হামেসা তাদিগকে এমনতর atmosphere-এই রাখতে হয়। আর, প্রবৃত্তিগুলি যা'তে প্রেষ্ঠস্বার্থী হয়ে becoming-এ নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে cautiously এমনতর ইচ্ছা তাদের ভিতর জাগিয়ে রাখতে হয়—যেন সেগুলি না-ক'রেই তারা পারে না।

---

plays a large part in the prevention, cure and amelioration of psychoses. Thus re-education, the elimination of faulty habits of reaction and the stimulation and exteriorization of interest by work and recreation are essential elements in treatment." —'Psychosis, Treatment Problems' Encyclopoedia Britannica

আর, যার যে দোষগুলি prominently active হ'য়ে দাঁড়িয়েছে —through manipulation-ই হোক, shock দিয়েই হোক, যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—তার নিরসনেই তাদিগকে অভ্যস্ত ও সহজ ক'রে তুলে চলতে হয়। এমনি ক'রে cautiously চেষ্টা করতে-করতে মানুষের চরিত্র থেকে দারিদ্র্যে-পাওয়া ভূতকে তাড়ান যেতে পারে। আমি সাধারণতঃ চুম্বকভাবে distortion case-গুলিকে উপলক্ষ্য ক'রেই দারিদ্র্যে-পাওয়াকে narrate করেছি—ওর ভিতর যেগুলি distorted নয়কো, অনেকটা easy—তাও প'ড়ে যায় এই ভেবে। *

এমনি ক'রে-ক'রে সহজ একটা অনুকম্পার ভাবের ভিতর-দিয়ে

---

* Encyclopoedia Britannica-তে এই স্নায়ুবিকারগ্রস্ত Pauper-দের চিকিৎসার সম্বন্ধে বলিতেছে—

"The more the freedom allowed, the more the institution corresponds to the conditions of ordinary life, and the more the contacts with the outside world, the more normal the patients become. Individual peculiarities and unsuspected sensitivities must be noted."

আবার Treatment difficulties সম্বন্ধে বলিতেছে—

"The rest cure has its antithesis in the work cure advocated by some doctors, put the work cure is obviously only applicable in special cases, and where the work is congenial and does not make too large demands upon the patient's energy it should be very effective. Pottery-painting, mat-weaving, chair making, carpentry, mental work etc. have been found very helpful to certain types of patients. Simple mental exercises are also helpful."

আরও রহিয়াছে—

"Different methods are applicable to different cases, The practical thing in psycho-therapy is to a great extent, skill in the choice of means. This is not a matter of routine, it cannot be described satisfactorily in a set of written instructions, but it is gradually acquired by the phy sician in the course of practice."

responsibility নেওয়ার বুদ্ধি as a luxury ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামূলক fulfilment-এর ভিতর-দিয়ে খুবসে বাড়িয়ে তুলতে হবে। Responsibility shirk করার বুদ্ধি যা'তে কিছুতেই না আসতে পারে সে-বিষয়ে বিশেষভাবে কঠোর হ'তে হবে।

আর, এই করতে গেলেই সেবাপ্রবৃত্তিও ক্রমশঃ মাথাতোলা দিতে থাকবে। একটা firm conviction being-টাকে আকৃষ্ট ও আপ্লুত ক'রে তুলবে—তার ফলে যাজন-প্রবৃত্তি তুখোড়, তরতরে, তীব্র ও স্নেহল-দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে। তখন যজন-যাজন দুই-ই দীপ্ত প্রতিভার মতন, profitable অনুসন্ধিৎসা ও activity-র সহিত উভয়কে উভয়ে আলিঙ্গন ক'রে জীবনাকাশে শুকতারার মতন নানা রং-বেরং-এ, অশেষ দীপ্তিতে ঢল-ঢল কঠোরতায় তীব্র রঙীন হ'য়ে বাস্তব-বিজ্ঞানে জ্বলতে থাকবে। এই রকম চলনার ভিতর-দিয়ে যখনই আপনি দেখতে পাবেন তারা service-এর ভিতর-দিয়ে অনুসন্ধিৎসার সহিত তাদের পারিপার্শ্বিককে elate ক'রে সহজ ও সুন্দরভাবে আত্মপ্রসাদময়ী আহরণপটু হ'য়ে উঠেছে, তাদের ভিতরকার pauperism-ও তেমনি ক'রেই সাবাড় হ'চ্ছে—নিশ্চিতভাবেই বুঝবেন। এই হ'চ্ছে আমার pauperism থেকে রেহাই পাওয়ার অভিজ্ঞতার তুকতাক। *

দেশ যখনই এই Superior Beloved-চ্যুত বা ইষ্টচ্যুত হয়, pauperism তখন তার রাক্ষসী-লালসার মুখব্যাদান করতে-করতে ক্রমে-

---

* "It is at times when ideals are threatening to disappear that we are able to observe an immediate diminution of that strength which is the essence of the community and a necessary condition of culture. Then selfishness becomes the governing force in a nation, and in the hunt after happiness the ties of order are loosened and men fall out of heaven straight into hell." 'My Struggle'—Adolf Hitler

ক্রমে জনসমূহকে অর্থাৎ ঐ ইষ্ট ও আদর্শচ্যুত জনগণকে আক্রমণ করতে থাকে—তারা হ'য়ে ওঠে বাক্‌বিলাসী, অপটু ও বিক্ষিপ্ত কর্ম্মী, আলস্য-প্রবণ, philosophers of negation, immune contaminators of প্রবৃত্তিপূরণী depressed unfulfilment, leading pioneers of poverty,—অন্যকে পুষ্ট বা profitable না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধিচাতুর্য্য-পুষ্ট ঠক, জোচ্চোর—মান, অভিমান, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, সন্দেহ-বিলাসী, হুকুমদার,—নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না-ক'রে আত্মপ্রবৃত্তি-মুগ্ধতায় পারিপার্শ্বিককে ভাল হওয়ার প্ররোচনা দেখিয়ে উপভোগ-ইন্ধন-আহরণী বৈজ্ঞানিক যাজক—equalization অর্থাৎ আমার মতন সব তোমরা হও এমনতর philosophy-র বক্তা, ঋষি, মুনি ইত্যাদি। *

---

* "In attempting to establish equality among men, we have suppressed individual peculiarities which were most useful. Modern society has refused to recognize the dissimlarity of human beings......Such ill-assorted types are herded together according to their financial position and not in conformity with their individual characteristics."

—Dr. Alexis Carrel

"But the present day is working its own ruin ; it introduces universal suffrage, chatters about equal rights and can give no reason for so thinking. In its eyes material rewards are the expression of a man's worth, thus shattering the basis for the noblest equality that could possibly exist. For equality does never, and can never, rest on a man's achievements by themselves, but it is possible, granted that every man fulfils his own special obligations."

'My Struggle'—Adolf Hitler

৬

প্রশ্ন। আচ্ছা, তবে ধর্ম্ম মানে যদি হয়, যা' বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে ধ'রে রাখে—তা' তো সবার পক্ষে একরকম নয় ? ধর্ম্ম-পালনের নিয়ম তো প্রত্যেকের আলাদা হবে ? তাহ'লেই ধর্ম্ম যেমন সবারই এক, তেমনই ধর্ম্মের বিধি তো আবার অসংখ্য, অগণিত—কারণ, তা' তো প্রত্যেক জীবের পক্ষেই পৃথক-পৃথক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' যা' দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে,—আর যেমন-যেমন ক'রে মানুষ বৃদ্ধি পায়,—এই বাঁচা আর বৃদ্ধি-পাওয়া principle-হিসাবে সবারই সমান। তবে এই বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার factor অনেক—কোন কিছুর অভাবে বা আতিশয্যেই এই বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়া বিচলিত হ'তে পারে। যার যা'তে বিচলিত হয়,—তা'কে নিয়ন্ত্রিত করাই হ'চ্ছে ধর্ম্মপালন করা। এই হিসাবে প্রত্যেকের প্রত্যেক রকম হ'তে পারে। একজন একটা করে, হয়তো অন্যজন অন্য রকমে অন্য-কিছু করে—যার অভাব ও চাহিদা যেমনতর, তেমনতরভাবে। তাই ব'লেই, এ দু'য়ের ভিতরে ধর্ম্ম as a principle বিভিন্ন হবে, তার মানে কী ?

আমার হয়তো নুনের দরকার বেঁচে থাকতে, আপনার হয়তো মিষ্টির দরকার। আমার হয়তো বৃদ্ধির পথে ক্রোধের সংযম দরকার, আপনার হয়তো কামের সংযম দরকার। আবার এমনও হ'তে পারে—অবস্থাভেদে কারও হয়তো কাম কিংবা ক্রোধকে excite করাই প্রয়োজন। তাই ব'লে ধর্ম্মের বিভেদ কোথায় ? তাই বলি—এইরকম প্রত্যেকের পক্ষেই প্রত্যেক রকমে চলার প্রয়োজন হ'লেও as an interest of life and becoming যা' আদত, যা' চাহিদা, তা' সবারই এক।

প্রশ্ন। তাহ'লেই সমস্যা তো দেখি বাঁচা আর বৃদ্ধি-পাওয়া নিয়ে নয়—তা' তো সবাই চায়। কিন্তু যত গণ্ডগোল সবই তো বাঁচা আর বৃদ্ধি-পাওয়ার পথ নিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার মনে হয়, বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার পথ নিয়েও নয়। পথ নিয়ে যে বেশী রকমারি গোলমাল আছে তাও বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। গোলমালের মূল কারণই মনে হয় Ideal—যাঁ'কে অনুসরণ করার জন্য মানুষ তার পথ বেছে নিয়ে চলে। আর মানুষের কেন, যা' কিছুরই ধরতে গেলে—এই being and becoming-এর vital and principal thing-ই হ'চ্ছে ঐ আদর্শ বা ইষ্টানুসরণ। Being-কে becoming-এ accelerate একটু-না-একটু করতে গেলেই সেখানেই Ideal-এর প্রয়োজন অনিবার্য্য—এমন-কি-চুরি, জোচ্চুরিতেও।

তাই, যেখানেই দেখা যায়, এই Ideal পূর্ব্ব-পূর্ব্ব Ideal-কে বহন না-ক'রে, তাঁদের further fulfilment-এর সম্বেগে নিজেদের না-চালিয়ে, পারম্পর্য্য-হিসাবে পূর্ব্বতনের প্রতি ভক্তিপ্রণত না-হ'য়ে, as it is explained না-ক'রে শুধু নিন্দাবাদের দ্বারা যেখানে নিজের মতবাদকে অশেষভাবে চালিয়েছেন, সেখানেই এই দুর্দ্দমনীয় দুষ্ট দুরিতের আপনা-আপনিই সৃষ্টি হ'য়েছে। বোধ হয় শুনেছি আপনাদের ইতিহাসও নাকি এরই সাক্ষ্য দেয়—ইচ্ছা করলে হয়তো দেখতেও পারেন।*

---

* "I come to fulfil, not to destroy." —Bible

প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রচারকমাত্রেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে ঐরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।"

—'স্বামিশিষ্য-সংবাদ'

"শুধু ইহাই নহে, ভক্তগণের উচিত, তাঁহারা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজস্বী জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন। এমন-কি তাঁহাদের দোষদৃষ্টি-বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকেন ; তাঁহাদের দোষোদ্ঘোষণ উহাদের শুনা পর্য্যন্ত উচিত নয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রশ্ন। কোন্ মহাপুরুষ কোথায় কোন্ নিভৃত পল্লীতে এসে কী বুঝিয়ে গেলেন, সবাই তা' ধরতেও পারলে না—একটা একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের ঘূর্ণীতে প'ড়ে কতগুলি লোক তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান-পরিপন্থী ভূতুড়ে বিশ্বাসের আওতায় অসীম নির্ভরতায় চোখ-বুঁজে জীবনটা কাটিয়ে দিলে—পরিচিত হ'ল না বিচিত্র জগতের কত-কীর সঙ্গে—এইতো ধর্ম্ম ব'লে চ'লে আসছে? দুদিন বাদে সে-সম্প্রদায় জীর্ণ, বিকৃত ও মানুষের ঘোর অনিষ্টকর হ'য়ে উঠছে, এই কি ধর্ম্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাহাতে মহাপুরুষের এসে-যায় কি? তিনি তো তাঁর যা'-কিছু সব নিংড়ে, প্রাণের আকূতিতে তাঁর পারিপার্শ্বিককে ছিটিয়ে যান—নিজের জীবন দিয়ে, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত-প্রগতিমান ক'রে—আত্মমুক্তির প্রলোভনে।* আর, সে environment যদি তাঁকে যথাযথ অনুসরণ ক'রে তাঁর life and observation-এর vital fulfilment-গুলি pick up ক'রে ছিটিয়ে দিতে পারত, আর সেই মহাপুরুষের বা তাঁর follower-দের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীদের নিন্দাবাদ যদি না থাকত, তাহ'লে এই গণ্ডী এমনতর দুর্দ্দৈব সৃষ্টি না-ক'রে মহান ব্যাপ্তিকেই আলিঙ্গন করত।

তাই ধর্ম্ম তো করায়—যেমন ক'রে যা' হয় তা'-ই যথাযথ করায়। চোখ-বুঁজে জীবনটাকে নিঃশেষ ক'রে দিলেই যদি ধর্ম্ম হ'ত তাহ'লে আজ আর জীবন, যশ ও বৃদ্ধির বুভুক্ষায় মানুষ এমনতর ভীত, ত্রস্ত ও শঙ্কাকুলিত-চিত্তে বুক-ফাটা পাষাণ-গলান চীৎকারে, বধির হাহাকার নিয়ে

---

* "We never apprehend him in his entirety. He contains vast, unknown regions. His potentialities are almost inexhaustible. Like the great natural phenomena, he is still unintelligible. When one contemplates him in the harmony of all his organic and spiritual activities, one experiences a profound aesthetic emotion."

'Man the Unknown'—Dr. Alexis Carrel

দুনিয়ার কোণে ক্ষীণ জীবন-দীপ্তিতে শিয়াল-কুকুরের মতন বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াত না। তাহ'লেই বুঝুন, ধর্ম্ম কী, আর কীই বা করা উচিত!

প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সব ধর্ম্মমতের সমন্বয় ক'রে বললেন, 'যত মত তত পথ', কিন্তু goal এক—তার মানে কী? সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ তো আপনাদের কথার কারসাজি! তিনি যে এত-ক'রে ব'লে গেলেন—সব ধর্ম্মই এক, আর তা'কে—যে যেমন ক'রেই হোক—পাওয়া দিয়েই হ'চ্ছে কথা, আর নানা রকমের ভিতর-দিয়ে নানা উপায়েই তা'কে পেতে পারা যায়;—লাখ বার কত রকমে যে এই কথা ব'লে গেলেন, তা' না দেখেই একটা ধুয়ো তুলেছেন তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ক'রে গেছেন। তিনি বহুভাবে সাধনা করেছিলেন, আর সে-সব সাধনার ভিতর-দিয়ে ঐ একই তত্ত্বকে পেয়েছিলেন।* তাই, তাঁর বোঝার বা জানবার কিছুই বাকী ছিল না—তাই, অত ক'রে অমনতর জোর গলায় এত কথা ব'লে গেলেন। আর, এরই মধ্যে কথার প্যাঁচ দিয়ে আপনারা কেমনতর একটা ভড়ং-এর সৃষ্টি করেছেন!

তিনি জানতেন, ধর্ম্ম সনাতন; তার সমন্বয় হ'য়েই আছে;—দুরিতবুদ্ধিই কেবল তা'কে রকমারি চক্ষে দেখে থাকে। আপনারা কি কখন শুনেছেন, তিনি পূর্ব্বতন কোন মহাপুরুষকে প্রণত প্রণিপাতে আবেগোদ্দীপ্তিসহ বহন ক'রে মানুষের কাছে পরিবেশন করেননি—কালানুযায়ী, অবস্থানুযায়ী একটা further fulfilment-এর ভিতর-দিয়ে? যদি পরিবেশনই ক'রে থাকেন,—তবে বুঝুন, তিনি কী ছিলেন, তাঁর কথাগুলিই বা কী ছিল আর তাঁর জীবনই বা কী?

প্রশ্ন। আবার এমন মানুষও তো আছে যারা মৃত্যু চায়। এই সেদিন লালা লজপৎ রায়ের এক চিঠি বেরিয়েছে। তিনি বলেছেন, বেদান্ত শিক্ষা

---

* ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও তন্ত্রাদি মতের সর্ব্ববিধ সাধনা স্বয়ং করিয়া একই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন।

দেয়—জীবন কিছু নয়, মিথ্যা। জীবন মিথ্যা, অর্থহীন,—বাঁচা চায় না এমনও তো ঢের-ঢের লোক আছে? তাদের আপনার এই বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্মে কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যে মৃত্যু চায় তা'-ও ঐ বাঁচা ও বৃদ্ধিরই প্রলোভনে। দুর্ব্বল যারা তারা ইহকালকে নিয়ন্ত্রণ করতে না-পেরে পরকালে বা নির্ব্বাণের অর্থাৎ নিবে যাওয়ার পরপারে এমনতর একটা মহান জীবন কল্পনা ক'রে থাকে, যার প্রলোভনে সে অবাধে মৃত্যুকে বেকুব কৃতিত্বের সহিত অবহেলায় আলিঙ্গন ক'রে থাকে। বেদান্ত কিন্তু কখ্খনো তেমনতর কিছু বলে নাই—বেশ ক'রে বুঝে দেখবেন।

বেদান্ত বলেছে,—জেনে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান হ'য়ে অভয়ে অনন্ত চলনে চল তুমি। বেদান্ত শিক্ষা দেয় ভাবতে—তুমিও অনন্ত, তুমিও অজর, তুমিও অমর; কারণ, তোমার যা'-কিছু অস্তিত্ব সব সেই পরমকারণ অজর-অমর পরম অস্তিত্বেরই। তাই বলে—তত্ত্বমসি, অমৃতমসি, ত্বমসি নিরঞ্জন চিদানন্দ, পরম শিব তুমি,—যদিও তুমি জান, তুমি তাঁরই সন্তান—জরামরণশীল।* বেদান্ত যদি বৃত্তিপ্রধান জনের বৃত্তি-অনুরূপ twisted ও distorted হ'য়ে ব্যাখ্যাতার মুখ দিয়ে মানুষের কাছে অমনতর বিকৃত হ'য়ে হাজির হয়, অমৃত যে মরণে পর্য্যবসিত হবে তার কি কোন বাধা আছে? যাদের মৃত্যু পুরুষপরম্পরায় অনিবার্য্য, instinct-এর ভিতর-দিয়ে কানায়-কানায় accepted আর স্বীকারোক্তিতে ভরপুর হ'য়ে আছে—tragedy যেখানে যাত্রা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, নভেল ইত্যাদির একমাত্র উপভোগ্য খোরাক, ভাবুন তো সেখানে ব্যাপার কী? এ কি বেদান্তের দোষ?

---

* শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়। যেনাং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥" ইহাই উপনিষদের ও বেদান্তের মহাবাক্য।

প্রশ্ন। আপনি যে জীবন ও বৃদ্ধির পরমধর্ম্ম ঘোষণা করছেন—আমরা বাঙ্গালী, গড় আয়ু আমাদের নাকি ২২ বছর—আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে তো ও-কথা বাতুলের প্রলাপ-ছাড়া আর কিছু নয়? জীবন যদি চাইতামই তবে তো আর আমাদের আয়ু কিছুতেই এই ২২৷২৩ বছরে এসে ঠেকতো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আরে পাগল, আমি ঘোষণা করব কেন? এ-যে চিরন্তন ঘোষিত হ'য়ে আসছে,—মানুষের চাহিদাই যে ঐ! আর, এটার behind-এ আছে—to enjoy one's own self in a concordant embracement with the environment in the way of eternal becoming through every individual with a deep sensation,—এক কথায় বৈষ্ণবেরা যা'কে লীলা ব'লে থাকে—আলিঙ্গন ও গ্রহণ। আর, যা'তে এই বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়া সব রকম দিকে accelerated হয়—এমনতর রকমে যদি আমরা ভোগবৃত্তিপরবশ না-হ'য়ে, Ideal-এর fulfilment-এর দিকে সমস্ত বৃত্তিকে নিয়োজিত ক'রে, জগৎখানা নিয়ে সেবায় তাঁকে enjoy করবার প্রবৃত্তির ঝোঁকে চলতাম,—তবে ঐ এক কথায় মানুষ যা'কে ধর্ম্ম বলে তার principle-এ গড় আয়ু যে কত বেড়ে যেত তা' ভাবতেই পারা যায় না।* সেদিন আপনাদের মুখেই শুনেছি—আমেরিকার কোন্ ডাক্তার নাকি বলেছেন, মানুষের heart এমনতর রকমে সৃষ্ট—যা'-নাকি প্রায় everlasting হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারে! তাহ'লেই বুঝুন, কী হ'তে পারে—যদি আমরা বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার বিধিকে বেকুব হামবড়াই দিয়ে, অবজ্ঞার ঠোক্কর মেরে না চলি বা চলতাম!

---

* আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বনামধন্য ডাঃ Alexis Carrel মানবদেহ হইতে হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া লইয়া কৃত্রিম খাদ্যদানে উহাকে কাচপাত্রে বহু বৎসর সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। ঐ হৃদ্‌পিণ্ড জীবন্ত নরদেহস্থ হৃদ্‌পিণ্ডের মতনই স্পন্দিত হইত। বহু পরীক্ষাদ্বারা তিনিই বলিয়াছেন—মানবের হৃদ্‌পিণ্ড সহস্র-সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আমাদের অজ্ঞানতায় আমরা এত স্বল্পজীবী!

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুনি এ-ই কলিযুগের শেষ! কলিযুগের শেষে নাকি মহাপ্রলয় হবে, আর তখন সব একাকার হবে—তার মানে? এই 'যুগ' মানেই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার কথা শুনলে হয়তো আপনারা হেসেই উঠবেন, ভাববেন হয়তো—আমার পাগলামির কি সীমা আছে? 'কলিযুগ' মানে আমি কী বুঝি শুনবেন? যখন মানুষ হিসাব-নিকাশ ক'রে becoming-প্রয়াসী হ'য়ে একত্র মিলিত হ'য়ে ওঠে তাকেই বলে 'কলিযুগ'। 'যুগ' মানে বুঝি—মেলা বা মিলিত হওয়া;—তাই এক-এক আদর্শের working out-এর মিলনকে তারই age বা 'যুগ' বলা যায়। কলিযুগ হ'চ্ছে বাঁচা-বাড়ার প্রয়াসী যুগ—তারপরেই আসে সত্য—যে-যুগে মানুষ বাঁচা-বাড়ায় উপনীত হয়। পরমারাধ্য শ্রীমৎ জয়দেব-কৃত দশাবতার-স্তোত্রের ভিতর কল্কিস্তব কী আছে জানেন?—

"ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥
কেশবধৃত-কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

'ম্লেচ্ছ' মানে * আমি কী বুঝি শুনবেন? যারা বাঁচা-বাড়ার বিরুদ্ধবাদ প্রচার করে অর্থাৎ যা'তে মানুষ জীবনে পুষ্ট ও বর্দ্ধনশীল হয়,—জীবনকে ধ'রে রাখে এমনতর যা'-কিছুর বিরুদ্ধে—ঠাট্টা, অবহেলা ও অমর্য্যাদা চারিয়ে যায় এমনতর—ভাষা-প্রয়োগ বা প্রচারকারী যারা; বাঁচা-বাড়া অবসাদগ্রস্ত হয় এমনতর আচরণশীল যারা; বাঁচা-বাড়া খিন্ন হ'তে থাকে

---

* "গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।"
—স্মৃতি

"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যবর্ত্তস্ততঃ পরঃ॥ ৮৪"
—বিষ্ণু সংহিতা

এমনতর আহার-পরায়ণ যারা ;—সেই ম্লেচ্ছ-স্বভাবসমূহকে নিধন করতঃ নিজ হাতে যিনি বর্দ্ধনকে পরিচালিত ক'রে তৎস্বভাবের কাছে ধূমকেতুর মতন অর্থাৎ পুঞ্জ্যকম্পিত পতাকার মতন কি করালমূর্ত্তি এমনই রূপে কেশব কল্কিশরীর ধারণ করলেন—'কল্কি' মানে উৎপ্রগতিপরায়ণ যিনি !

মহাপ্রলয় হবে—আমি এই বুঝি, যত সব বিভিন্নতা একাদর্শে প্রকৃষ্টরূপে মিলে যাবে—আর অমনতর মিলে গেলেই সেই আদর্শের আচরণে একাচার হওয়াই তো স্বাভাবিক ! আমার এ পাগলামিকে ঠাট্টা করবেন না, বরং অনুকম্পা করুন !

প্রশ্ন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগতে রাশিয়ায় কত ism-এর মধ্যে দিয়ে Communism এসে দেখা দিয়েছে ; আবার ইটালী-জার্ম্মানীতে ঐ রাশিয়ার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় Fascism ও Nazi-র অভ্যুদয় হয়েছে। দু'য়েরই আবার dictatorship,—আবার তা' অন্যান্য সব দেশে মায় ভারতে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। স্পেনে Fascism-এর জয়, জাপান, চীন গ্রাস করতে হুহুঙ্কারে ছুটেছে,—সবাই যুদ্ধোন্মুখ ! মানুষ সংঘবদ্ধ হ'তে গিয়ে পরস্পরে মিলে-মিশে ভাল ক'রে থাকার পন্থা আবিষ্কার করতে গিয়ে গোলমাল তো আরো বাড়িয়েই তুলছে। পৃথিবীময় রণডঙ্কা বেজে উঠছে। প্রত্যেক জাতি নিজের রাষ্ট্রধর্ম্মকে পৃথিবীময় ছড়াতে চায়—এই বিভিন্ন ধর্ম্মের মহা-সমন্বয় আজ কিসে হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ধর্ম্ম" মানে আমি বুঝি, যে-করায় বা চলায় আমাদের বাঁচা-বাড়াকে অধঃপাতের দিকে না চলতে দিয়ে উৎপ্রগতিপন্নতার দিকে ধ'রে রাখে। তাই, ধর্ম্মের সামঞ্জস্য একটু হিসাব ক'রে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে হ'য়েই আছে—শুধু বলা, করা ও চলায় তা'কে বাস্তব ক'রে তোলা। যত ism-ই থাক না কেন,—যেখানে প্রত্যেক individual-এর বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ সার্থক হ'য়ে উঠেছে সেই ism-এ সব ism সার্থক তো হবেই,—অন্য সব ism সার্থক হ'য়ে merge করা ছাড়া তাদের আর কোন

সার্থকতাই থাকবে না,—আর সেই ism-ই হ'চ্ছে perfect ism—আর প্রতিপ্রত্যেকের প্রকৃত চাহিদা।*

মানুষের বেকুবী যখন money standard-এর মাপকাঠিকে পুষ্টি ও বর্দ্ধনের medium ক'রে স্বার্থ ভেবে নিয়ে সাম্যকে আবাহন করতে চায়, বেহদ্দ ঠকা তখন নেকড়ে বাঘের মতন unconsciously চক্ষের অগোচরে পেছু নিয়ে একে-একে সবাইকে সাবাড়ই করতে থাকে; † কিন্তু মানুষ ও তার পুষ্টিপ্রবর্দ্ধনই প্রত্যেক individual-ত্বকে বজায় রেখে যদি standard ও medium-স্বরূপ—প্রত্যেকে প্রতি-পারিপার্শ্বিকের—হ'ত, মানুষ ও তার becoming-ই যদি মানুষের স্বার্থ হ'ত, environment-এর বাঁচা-বাড়াই যদি প্রতি-প্রত্যেকের স্বার্থ ও ঐশ্বর্য্য হ'য়ে দাঁড়াত,

---

* "Whether the principles of Manu help better towards the establishment of an equal world-community and the balancing and due satisfying of all the permanent and indefeasible requirements of human nature, or the principles of Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin etc. or of Mussolini, Hitler etc., or of Mustafa Kemal, or of Roosevelt, or any others that may be in operation at present on this earth—this, it is suggested here, should be systematically examined."

'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagawan Das

† "The best defence any people can have against their control by mere money is a business system that is strong and healthy through rendering wholesome service to the community.

... ...

When all learn that profits have to be earned and not grabbed, we shall no longer have trouble with the money power or any other power. We can make prosperity continuous and universal."

'To-day and To-morrow'—Henry Ford

"হিটলার রাইষ্টাগে বলিয়াছেন, 'অর্থনীতিজ্ঞরা যখন বলেন, মজুত সোনার উপর নির্ভর করে দেশের মুদ্রার মূল্য—আমরা তখন হাসি। আমরা মনে করি, জার্ম্মাণ মার্কের মূল্য নির্ভর করে জার্ম্মাণ শ্রমিকের শক্তির উপর—তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণের উপর।"

—প্রবাসী, ৭৭৪ পৃঃ, ফাল্গুন, ১৩৪৫

তাহ'লে কী-ই যে হ'ত—কল্পনার ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শুয়ে—তাই শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে।* আবার দেখুন, এই বাঁচা-বাড়ার অন্তরায় যা' তার সঙ্গে মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে একটা war চলছেই। এই accumulated deteriorative factor-এর সাথে আর্য্যকৃষ্টির war চিরন্তনই †—আর এ চলতেও থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত যতদিন না আমরা একটা অপ্রতিহত

---

* "The prosperity of a country is always measured at present by the money it receives for its exports. A 'favourable balance of trade', is what the financiers clamour for ; and by it they mean an excess of exports over imports. This seems reasonable enough to people who think in terms of money. The people who think in terms of goods, it is raving nonsense. Foreign trade is nothing but barter conducted with money ; and to maintain that in barter the more you give and the less you get in exchange, the more prosperous you are, is to qualify yourself for the asylum. Yet in America and England it qualifies you for the Cabinet. A financier cannot think in terms of bread or butter or bricks and mortar ; he thinks in figures. Sending goods out of the country means to him nothing but attracting man unto it." 'The Political Mad House'—G. B. Shaw

† "But the road which the Aryan had to tread was clearly marked out. As a conqueror he overthrehw the inferior men, and their work was done under his control, according to his will and for his purposes. But while extracting useful, if hard, work out of his subject, he not only protected their lives, but also perhaps gave them an existence better than their former so-called freedom." 'My Struggle'—Hitler

"If we ever have to war against fellowmen, as we may have to when aggression and oppression become wholly relentless, there we must make sure, as Manu repeatedly enjoins, that our spirit and our purpose are purely defensive. Such defence, all systems of law permit."

'Ancient vs. Modern Scientific Socialism'—Dr. Bhagawan Das

আর্য্য রোমানগণের বর্ত্তমান অধিনায়ক মুসোলিনীও এই আর্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া লিখিতেছেন—

বাঁচা-বাড়ার অমোঘ situation-এ উপনীত হ'তে পারি। এই বাঁচা-বাড়াকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমনতর Ideal, তাঁর principle, processes, culture, gradations ইত্যাদিকে যখনই যেই হোক আর যা'ই হোক—আর তা' যত noble pose-এই হোক না কেন—ignore বা অপলাপ, এমন-কি slang কটাক্ষপাত করেছে, এমনতর কেউ বা কাউকেও আর্য্যরা যে তখনই শাসনে সংযত করতে চেষ্টা করেননি, তা' কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁদের war ছিল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রকৃত উন্নতিতে চলৎশীল করতে অন্তরায়কে অনুকূলে নিয়োজিত করতে—কিন্তু মানুষকে তার মহিমা থেকে বঞ্চিত করতে নয়কো। হত্যার চুলকুনির তোড়ে আর্য্যরা কাউকে হত্যা করেছে, দাম্ভিকতা বজায় রাখতে আর্য্যমনীষীরা কাউকে নিঃস্ব ক'রে ফেলেছে, এমনতর কিন্তু কখনও নেইকো।*

প্রশ্ন। পাশ্চাত্য মনীষীরা তো বলেছেন—আর্থিক প্রয়োজন ও চাহিদাই মানুষের জীবনের ও সভ্যতার basic principle—তাই

"The Fascist accepts life and loves it, knowing nothing of and despising suicide : he rather conceives of life as duty and struggle and conquest, life which should be high and full, lived for oneself, but above all for others—those who are at hand and those who are far distant contemporaries, and, those who will come after."

—"The Political and Social Doctrine of Fascism"

* "The Aryan races—often in absurdly small numbers—overthrow alien nations, and favoured by the number of people of lower grade who are at their disposal to aid them, they proceed to develop, according to the special conditions for life in the acquired territories—fertility, climate etc., the qualities of intellect and organization which are dormant in them. In the course of a few centuries they create cultures originally stamped with their own character of the land and people which they have conquered."

—'My Struggle'—Hitler

money-র equalization করতে পারলেই শ্রেণী-বিভাগ ও অসাম্য দূর হ'য়ে পরম সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি কিন্তু তা' বুঝি না। মানুষের আদিম চাহিদাই হ'চ্ছে বাঁচা-বাড়া আর তদনুকূল উপভোগ।* প্রত্যেকের মাফিক এ-কে যথাযথ উৎসরমুখী ক'রে পরিবেশন করতে পারলেই প্রত্যেক individual উপযুক্ত অক্ষুণ্ণভাবে সাম্যে উপনীত হ'তে পারে। আর এই—যে তার পারিপার্শ্বিকের যতকে যেমন করতে পারে, সে ততই তাদের object of interest হ'য়ে ওঠে। আর্য্যকৃষ্টিই তার সাক্ষী।

প্রশ্ন। আপনি তো বলেন, আর্য্যসভ্যতার বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে সপারিপার্শ্বিক জীবন-বৃদ্ধিদ ব্যষ্টিকৃষ্টি। এই ব্যষ্টিকৃষ্টি কী ? আবার, পাশ্চাত্য জগতে তো দেখি, রাষ্ট্র ও সমাজে সমষ্টি-কৃষ্টিরই প্রাদুর্ভাব। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে উদার-গণতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদই তো তাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ব'লে চ'লে আসছে। আপনি এই আর্য্য-ব্যষ্টিকৃষ্টি যা'কে বললেন আর ঐ পাশ্চাত্য সমষ্টি-কৃষ্টি কি তবে বিপরীত-ধর্ম্মী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। 'ব্যষ্টিকৃষ্টি' মানে আমি বুঝি, এক-একটা মানুষ এক-একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মে থাকে—আর সেই বৈশিষ্ট্যের ভিতর তার নিহিত থাকে energy and instincts. সেই বৈশিষ্ট্য

---

* "A man learned, amongst other things, how to live whilst engaged in his struggle for life. And so began the inventive activity peculiar to man, the results of which we see all around us. And it is the result of the creative power and capability of the individual person. It was profoundly instrumental in making the man who had the power of continually rising higher still. But what were once simple artifices helping hunters in the forest in their struggle for existence are now the brilliant scientific discoveries of our present time, and these help mankind in the struggle for existence to-day and are forging the weapons for struggle in the future."

—Adolf Hitler

বা temperament অনুপাতিক যদি সে nurtured না হয়,—তাহ'লে সে কিছুতেই গজিয়ে উঠতে পারে না—বরং deteriorate-ই করতে থাকে। হয়তো একজন রাখাল গরু চরাচ্ছে, তার ভিতর দেখা যাচ্ছে—এমন সুন্দর-সুন্দর কতগুলি instinct তার habit and behaviour-এর ভিতর-দিয়ে জ্বল্-জ্বল্ করছে! সে যদি তার temperament-মাফিক যথাযথ nurtured হ'ত, হয়তো এমনতরভাবে efficiency-তে evolve করত—যা'তে তার environment বাঁচা-বাড়ায় কতই-না পুষ্ট হ'ত, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ঐ-রাখাল তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক nurtured হয়নি ব'লে সে শুধু রাখালেই পর্য্যবসিত হ'য়ে শুকিয়ে সাবাড় হ'তে-হ'তে চলছে—দশ ও দেশ তাদের অজ্ঞাতসারে কত যে এমনতর হারাল তার ইয়ত্তা নাই। তাই, আর্য্যকৃষ্টি প্রাণপণে নজর রেখে চলতে চেষ্টা করেছিল, যা'তে ঐ-রকমে প্রত্যেক individual তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক nurtured ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যথোপযুক্তভাবে evolve করতে পারে--to fulfil the purpose of his principle or Ideal. * আর, এইভাবেই প্রতিপ্রত্যেকের মাফিক ক'রে যে-কৃষ্টি সমষ্টিকে উন্নত ক'রে তুলতে চলে —তাই হ'চ্ছে আমার ব্যষ্টি-কৃষ্টির conception, আর, এই individual-এর বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে যদি কোন কৃষ্টি সমষ্টি-অনুপাতিক বাঁচা-বাড়ায় উন্নত করতে চায়, তা' হয় কি-ক'রে তা' বুঝতে পারি না। কারণ, মানুষগুলি এক জাতের হ'লেও এক ছাঁচের আর নয় তো? ঐ ছাঁচ বা বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক যদি সে nurtured না হয়, গণ বা জাতি-অনুপাতিক

---

* "The ancient Indian Scheme of Social organization affects this by means of the definition and the partition of the rights and duties of each individual as an Individual, in the successive stages of life (Ashrama-Dharma), and as an adult Member of society, a 'social, during the stage of the family-life as Householder (Varna-Dharma)"

'Ancient vs. Modern Socialism'—Dr. Bhagwan Das

নিয়ন্ত্রণে মানুষের কী হ'তে পারে, তা' আমি বড় বুঝতে পারি না।*

তাই, ইউরোপের ব্যষ্টিকৃষ্টি কেমনতর তা'-ও আমার ইয়াদে নেইকো। ফলকথা, ব্যষ্টিই বলেন আর সমষ্টিই বলেন, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক nurture যেখানে আছে তা' আমার মাথায় এক-আধটুকু ধরে—এই হ'চ্ছে আমার কথা। আমি বুঝি, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক need-গুলিকে যথোপযুক্তভাবে fulfilment-এর পরিবেশনী equity-কে—যার বাঁচা-বাড়ায় যেমনতর ভাবে যা'-যা' লাগে তদনুপাতিক পরিবেশন দিয়ে যে-সাম্যে উপনীত হওয়া যায়—সেই আমার economic equalization.

প্রশ্ন। আজকাল জগৎময় ধুয়ো উঠেছে,—মানুষের আছে instruments of production, আর তা' সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। সবারই কাজ করতে হবে, আর যা' production হবে তার producer-দের

* "বহুধনী পাশ্চাত্যদেশে সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে যখন উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোকদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ হইল—নিঃস্ব বেকারের সংখ্যা বাড়িল, ধনিকরা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি প্রকৃষ্ট ধনোপায়গুলি গ্রাস করিয়া চলিল। অন্য সকলে তাহাদিগের দাসত্বে নীত হইল—তখনই বোঝা উচিত যে, অবাধ প্রতিযোগিতা থাকাই বিধেয় নহে ; কিন্তু পাশ্চাত্যরা সাম্যবাদের মোহে তাহা স্পষ্ট দেখিলেন না—সাম্যবাদটাই যে গোড়ার ভুল, তাহাও বুঝিলেন না। সেই গোড়ার ভুল না বুঝিয়া গরীবদিগের ও নারীদিগের দুর্দ্দশা-মোচনের অন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।…

গরীবদিগের দুর্দ্দশামোচনের চেষ্টার ২টি প্রধান উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে :—(১) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), (২) তুল্যাধিকারবাদ বা সঙ্ঘবাদ (Communism)। শ্রমিকরা ও গরীবরা দেখিল, প্রথমোক্ত দুই উপায়ে তাহাদিগের দুর্দ্দশা ঘোচে না—ধনিকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Trust করিয়া, তাহারা পূর্ব্বে যে ধর্ম্মঘট (strike) করিয়া তাহাদিগের অবস্থার কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহা করাও ক্রমে দুর্ঘট হয়, সুতরাং তাহারা এমন স্থির করিয়াছে যে ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প (এবং ক্রমে কৃষিও) রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আসা একান্ত আবশ্যক এবং সেই রাষ্ট্রশক্তি লোকসংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণতন্ত্রের হস্তে সমর্পিত হওয়া বিধেয়—তাহা হইলেই সকলের মঙ্গল-বিধান হইবে—ধনিকদিগের অত্যাচার নিবারিত হইবে—গরীবদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিবে—সাম্য সংস্থাপিত হইবে। এই মতবাদের দ্বারা সকল পাশ্চাত্য দেশই পরিচালিত হইতেছে ; আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেইজন্য এদেশে সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন।"

'নারী—পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে'—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

মধ্যে equal distribution-ই মানব-সমাজকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির অধিকারী ক'রে তুলবে—এই economic equalization-এ এলেই দুঃখদারিদ্র্যভরা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই-ই কি বর্ত্তমান জগৎ-সমস্যার চরম সমাধান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জগৎ-সমস্যার চরম সমাধান যে কী তা' পুরুষোত্তমই জানেন। কিন্তু 'Economy' কথাটা বললেই আমার মাথায় কেমনতর একটা sense জেগে ওঠে—যা' দিয়ে আমি বুঝি management of needs and necessities—পারম্পর্য্যানুপাতিক যথাক্রমিক পরিবেশনে যার যেমনতর প্রয়োজন nourishment পেতে, evolve করতে তদনুপাতিক হিসাবে যথোপযুক্তভাবে তারই জোগান দেবার কায়দা বা ব্যবস্থা। এই interest-এর একটা equalization হ'তে পারে অর্থাৎ equal interest-এ—যার যেমন প্রয়োজন nourish বা evolve করা। আর, সে-প্রয়োজনকে যে-পর্য্যায়ে পূরণ করা যেতে পারে, তেমনতর ক'রে মানুষকে তা' দেওয়া—equalization বলতে এই ধারণাই এসে উপস্থিত হয়।*

মনে করুন, আমার ও আপনার পুষ্টি পাওয়ার বা evolve করার প্রয়োজন একই ; কিন্তু আপনার পুষ্টি পেতে হ'লে বা evolve করতে হ'লে যা'-যা' দরকার, আমার বেলায় তা'-তা' দরকার নাও হ'তে পারে।

---

* "The fundamental principle of our social system is inequality and on that its health depends. It is made up of a number of strata, the conditions of life being on the whole less hard in any stratum than in the one below it."

'Darwinism and Modern Socialism'—F. W. Hadley, F. Z. S.

"Indeed, human beings are equal. But individuals are not. The equality of their rights is an illusion. The feeble-minded and the man of genius should not be equal before the law. To disregard all these inequalities is very dangerous." —Dr. Alexis Carrel, Nobel Laureate

তাই, পুষ্টি পেতে হ'লেই বা যথাযথভাবে বাড়তে হ'লেই, যার বেলায় যেমনতর যা' দরকার তার বেলায় তা'-ই যদি জোগাড় না দেওয়া যায়, তাহ'লে তা' কি সম্ভব? ঐ economy—আমি যা' বুঝি—তা' এমনতর জোগান-ব্যাপারই; আর equalization আমি যা' বুঝি ঐ equal বা same interest-এ দাঁড়ান—যা'-দিয়ে মানুষ তার-তার মতন ক'রে পুষ্টি পেতে পারে—নিহিত শক্তিমাফিক সম্যক্‌ভাবে বেড়ে উঠতে পারে।*

বাঁচা-বাড়ার interest-হিসাবে মানুষ equalization-এ আসতে পারে, কিন্তু fulfilmenl of needs-এর বেলায় তা' কি কখন কারু হয়?

আবার, ঐ-যে কী বললেন আপনি—Instruments of production? Instruments of production মানে বুঝি—ঐ পুষ্টি ও পোষণে অর্থাৎ যে যেমন-ক'রে বাঁচতে পারে ও বাড়তে পারে, এই বাঁচা-বাড়ায় এগিয়ে যাওয়া, যার যা' দিয়ে যথাযথভাবে যেমন-ক'রে সম্ভব হয়; তা'ই হ'চ্ছে তার পক্ষে instrument of production. Production মানেও নাকি তা'ই, আপনাদের কাছে শুনেছিলাম একদিন। Pro মানে নাকি forward, আর ducire মানে নাকি to lead. † তাহ'লে এ-কথাটার আদিম sensation-ই হ'চ্ছে তা'ই—যে sensation

---

* "These rights and duties, work and enjoyment of 'Varnasram Dharma' are so partitioned that genuine equitability is achieved. (or even equality, 'Samata', but more in a psychological sense than in the economic sense of the Communist)."

'Ancient vs. Mordern Socialism'—Dr. Bhagawan Das

† "The producer depends for his prosperity upon serving the people. He may get by for a while serving himself, but if he does, it will be purely accidental, and when the people wake up to the fact that they are not being served, the end of that producer is in sight."

'My Life and work'—Henry Ford

থেকে আমাদের 'leading forward'-এর conception হয় বা understanding আসে। কথাগুলোর normal sensation অর্থাৎ যা' থেকে কথাটা evolve করেছে তা'কে গলা টিপে ধ'রে আমরা যদি তার good will-টাকে আমাদের পছন্দ-মাফিক চাহিদায় distortedly use ক'রে মানুষগুলিকে প্ররোচনায় enticement-এর ভিতর-দিয়ে ভুলিয়ে * সঙ্কীর্ণ হামবড়াই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মোকামে নিয়ে ফেলি, তাতে মানুষ হয়তো ভুলে কিছুদিন তাতে ঝুঁকতেও পারে; কিন্তু দু'দিন পরে ঠিক-ঠিক ভাবে বুঝতেই পারবে—যা' ভেবে সে বা তারা যে-পথ অবলম্বন করেছে বা যে-পথে চলেছে, সে-পথ তাদের সে-সাড়া দেয় না,—যে impulse বা সাড়ার লোভে সে তার conception বা understanding-এর চাহিদাকে fulfil করতে অমনতর করেছে, তা' এ-চলনায় তো মেলেই না বরং উল্টোরই সংঘাতে অস্থির—টেঁকাই দায়, বাঁচাই দায়!

তাহ'লেই দেখুন, আমি দুনিয়াটাকে দেখে বুঝে যা' বলছি এটা যদি correct-ই হয়, তাহ'লে economy কা'কে বলে তাও বুঝলেন, equalization কা'কে বলে তা'ও তো ইয়াদে এলো, instruments of production কেমনতর হ'তে পারে তা'ও হয়তো ইয়াদে এসেছে।

আবার দেখুন, খাওয়া-ব্যাপারেও ভাত বা রুটি এক-একজনের এক-এক

"While acting in a way to eliminate all that burdened the economy and finance of state, I tried to promote individual production to the greatest degree. I had to respectly honestly accumulated wealth, and make everybody understand the value, not only economic but also moral, of inheritance transmittable in families."

'My Autobiography'—Benito Mussolini

* "Socialism thrives on a diet of theory and pines on a diet of practical experiment. Socialism is a great pulveriser, a steam roller that would flatten out all institution and leave them lifeless."

—Darwinism and Socialism'

রকমে suit করে। একজনের মাফিক যদি আর-একজন ঐ-খাওয়াকে চালাতে যায়, তা' হয়তো তার suit-ই করবে না, কিংবা বিশ জনের suit করল, পঁচিশ জনের করল না। যে-temperament-এর স্ত্রী, একজনের nourishment ও evolution-এর পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ, তার দিক দিয়ে সে হয়তো সুসন্তানের রত্নগর্ভা জননী, অন্যের পক্ষে সে-স্ত্রী হয়তো একটা প্রেতিনী, রাক্ষসী,—শীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত street dog-like সন্তানের প্রসূতি। এ কি আপনারা হামেহালই দেখতে পাচ্ছেন না? তাহ'লেই বুঝুন, যেখানে যার যেমন প্রয়োজন, সেখানে তারই তেমনতর জোগান যা'তে হয়, সেই ব্যবস্থা বা বিধি কি স্বর্গ-সন্দীপনা নয়কো? আমি তো মুখ্খু-শুখ্খু অজানা লোক—আমার সহজ বুদ্ধিতে যা' জোগান দেয় তা' বলা-ছাড়া তো আমার কোন উপায় নেই।*

তাহ'লেই দেখুন, distribution মানে কী? Distribution মানে কি personal বা individual need বা service-মাফিক tribute নয়কো?

প্রশ্ন। দুনিয়ায় বিপ্লবের কি কোনও প্রয়োজন নেই? বিপ্লব, বিদ্রোহ আসে কেমন ক'রে?

---

* "There can be no greater absurdity and no greater disservice to humanity in general than to insist that all men are equal. Most certainly all men are not equal, and any democratic conception which strives to make men equal is only an effort to block progress. Men cannot be of equal service. The men of larger ability are less numerous than the men of smaller ability; it is possible for a mass of the smaller men to pull the larger ones down—but in so doing they pull themselves down. It is the larger men who give the leadership to the community and enable the smaller men to live with less effort."

—Henry Ford

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিপ্লব যে আপনিই আসে।* প্রবৃত্তি-প্ররোচী মরণের উন্নতি-অবশ মূক সন্তাপ আত্মবিস্ফুরণী জীবন-প্লাবনকে যখনই ঝঞ্ঝা-কঠোর তীব্রতায় উল্লম্ফী ক'রে তোলে, তখনই আসে প্রকৃতির বিপ্লব-ঘোষণা।

মানুষের বৃত্তিপরায়ণতা লেলিহান আবেগে বাঁচা-বাড়ার নীতিবিধিকে কুটিল অবজ্ঞায় পদদলিত ক'রে যখন-হ'তে বৃত্তিপোষণী অন্ধ চাহিদায় আত্মহারা হ'য়ে চলতে থাকে, বৃত্তিপোষণী নীতিবিধিই যখন বাঁচা-বাড়ার বেদকে কষ্ট-ব্যাখ্যায় বিকৃত ক'রে অপ্রকৃত ধর্ম্মগন্ধের উৎসেচনে প্ররোচিত ক'রে জাহান্নমের পথ আগলা ক'রে দিয়ে চলতে থাকে ও প্রতিপ্রত্যেকে বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্মবিরত হ'য়ে উপেক্ষামোদিত অভিযানে বৃত্তিচারী চাহিদাগুলিকে আত্মস্বার্থ ব'লে আঁকড়ে ধরে,—আর, এই-চলনায় চ'লে-চ'লে মানুষের প্রকৃত বুঝ যখন এই অভ্যস্ততার হাত থেকে রেহাই-ই পেতে চায় না, যার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ক্রম-শীর্ণতায় কেবলই শুকিয়ে যেতে থাকে, জীবনের উন্নত চলন বিপরীত চলনায় চ'লে নিজেদের সর্ব্বনাশের হাত থেকে প্রতিরোধ করবার প্রবৃত্তি নিষ্ঠুর হ'য়ে পাষাণের মতন নিথর হয়ে দাঁড়ায়,—প্রাণের অদম্য আকূতি তখনই ভীমঝঞ্ঝায় যত বাধা সব উড়িয়ে, প্রত্যেককে নাড়া দিয়ে যেন এক মুহূর্ত্তে আকুল আগ্রহে বাঁচা-বাড়াকে আলিঙ্গন করতে চায়—বাঁচা-বাড়ার এমনতর প্লবমান আবেগকেই আমি 'বিপ্লব' ব'লে থাকি।† আর, ওই মৃত্যুসাথিয়া প্রবৃত্তিপূরণী

---

* "Revolution are not made, they come. A revolution is as natural a growth as an oak. It comes out of the past. Its foundations are laid far back." —Wendell Philips

† "Revolution is the larva of civilization." —Victor Hugo

"The working of revolutions misleads me no more, it is as necessary to our race as its waves to the stream, that it may not be a stagnant marsh. Ever renewed in its forms, the genius of humanity blossoms. —Herder

নীতিবিধি—যা' এতদিন জীবনবৃদ্ধির প্রতিকূল প্রবৃত্তিগুলিকে শোষণে পুষ্ট ক'রে মানুষকে নিঃশেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল—তার প্রতি ঐ-বিপ্লবই আনে অমনতরই 'বিদ্রোহ'।

তাই আমার মনে হয়, বিপ্লব কখনও বিদ্রোহকে না নিয়ে একলা চলতেই জানে না। 'বিপ্লব' মানেই আমি বুঝি—জীবনপথে বিশেষরূপেই হোক আর মৃত্যুবিধির বিপরীতভাবেই হোক, সাম্যমন্দিরে জীবনবৃদ্ধির অভিসারে অদম্য গতিতে চলা, উল্লম্ফন-আবেগে যাওয়া, সাঁতরে কূলে উপনীত হওয়া ;—আর এই চলনার বিপরীত যা' তার প্রতি আসে অপ-কার, তার প্রতি আসে হিংসা—তা'কেই আমি জানি বিদ্রোহ ব'লে।

বৃত্তি-চাহিদায় নাজেহাল, দুর্দ্দশা-জর্জ্জরিত জীবন, প্রাণ ও পুষ্টির অদম্য আকূতিতে যখনই প্লাবন-সম্বেগে পরিত্রাহি ক্ষিপ্রতায় খর সংবেদনার সহিত তীক্ষ্ম অভিসারে দুর্ভিক্ষ-আহত প্রেরণার মতন প্রাণপুষ্টিকে আবাহন ক'রে চলতে থাকে, বিপ্লব তখন আকুল আগ্রহে, সৎপরিপ্লাবনে মানুষকে তাদের চলন-অনুপাতিক ভরপুর ক'রে দিতে চায়,--আর বিদ্রোহ তখন তার নিষ্ঠুর খড়্গে ঐ-বিপ্লবের পরিপন্থী যা'-কিছু যেন-তেন প্রকারে সাবাড় ক'রে দিয়ে চলতে থাকে।*

আর, আদর্শপ্রাণ প্রেরণাদীপ্ত করার ক্ষেত্রে বা কুরুক্ষেত্রে হয় ধর্ম্ম-সংস্থাপন,—আসে কর্ম্ম, আসে সেবা, আসে সাম্য, আসে মৈত্রী। এগুলি সমবেদনা, সহানুভূতি ও স্বতঃ সাহচর্য্যের বজ্রলেপে সমসংহতি লাভ করে,—তারই উপর স্থাপিত হয় বাসুদেবের অমন সিংহাসন—যা' প্রতি-নরনারীর অন্তরতম হৃদয়-মন্দিরে, অজস্র ঝলকে, আরক্তিম অনুরাগ-উৎসারণে, দীপ্যমান স্বীকারে, আরতি-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে।

* "We deplore the outrages which accompany revolutions, But the more violent the outrages, the more assured we feel that a revolution was necessary."
—Macaulay

আরো মনে হয়—যেখানেই প্রকৃত বিপ্লব, * সেখানেই থাকতে হবে পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধাবনত স্বীকারোদ্দীপ্ত প্রেরণার জীবন্ত উৎস, জীবন-বৃদ্ধির পরিপূরক, আদর্শ-প্রতীক, ঋষি, ভগবান বা তৎপ্রাণ ও প্রেরণাদীপ্ত মহৎ জীবন—আর তাঁতে সার্থক হবার দুর্নিবার টান ;—সে-টানের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে উন্নত চিন্তা ও চলনার উদ্দীপন-মুখর অবাধ প্রবাহের মত—যে-টানের বহন-নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সহানুভূতিতে নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা-বিবেচনায় তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে অটুট ও অকাট্য ক'রে, প্রত্যেকের নিজের জগতের যা'-কিছু তন্ন-তন্ন তদ্বিরে তাঁর পরিপোষণী আহরণ-মুখর হ'য়ে সপারিপার্শ্বিক স্বতঃস্বেচ্ছ উদ্যমে সম্বর্দ্ধন-মুখরতায় চলতে থাকে।

এই চলনাকেই আমি প্রকরণ বা process বলি—আর এর সাথে সমান তালে চলে প্রত্যেক সংক্ষুব্ধের প্রতি প্রত্যেক সংক্ষুব্ধের tolerating স্বতঃস্বেচ্ছ পূরণপোষণী urge-এর সহিত aversion to passionate leaning,—আর অবুঝদের প্রতি আসে stimulating nurture. আবার, আদর্শ-প্রতীকে এই পারিপার্শ্বিক-পরিপূরণী বহনাতিশয্য যা'র যত সুন্দর, ক্ষিপ্র ও দক্ষ, নেতৃত্বও সেখানে তেমনতর সুন্দর, সবল ও সার্থক। তাই, বিপ্লব যেখানে প্রকৃত জীবন-চাহিদা হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে থাকে, সেখানেই এই principle এবং এমনতর process-এর বিদ্যমানতা থাকবেই থাকবে ;—আর এটা যেখানে নাজেহাল সেটাকে বিপ্লব না ব'লে passionate raid † বলাই ভাল।

---

* "Great revolution are the work rather of principles than of bayonets, and are achieved first in the moral, and afterwards in the material sphere." —Mazzini

† "It is far more easy to pull down than to build up, to destroy than to preserve. Revolution have on this account been falsely supposed to be fertile of great talent; as the dregs rise to the top during a fermentation, and the lightest things are carried highest by the whirlwind." —Colton

নির্ঘণ্টপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

ভ

বিষয়		পৃষ্ঠা